

মহান নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়ার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত

জাৰ্ঘ-মৈত্ৰেয় বুদ্ধ

(ভদ্রকল্পের পঞ্চম ও শেষ বুদ্ধ)



ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এম, বি, বি, এস;এফ, সি, পি, এস।



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Gyana Alo Bhante

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ

আর্য মৈত্রেয় বুদ্ধ



ମହାତ୍ମା ନିବାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ

ଆର୍ଯ୍ୟ-ମିତ୍ରତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧ

(ଭଦ୍ରକଲ୍ଲେର ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ବୁଦ୍ଧ)



ଡାଃ ସିତାଂଶୁ ବିକାଶ ବଡ଼ୟା
ଏମ, ବି, ବି, ଏସ; ଏକ, ସି, ପି, ଏସ ।

ARYA MAITREYA BUDDHA

(THE FIFTH AND LAST BUDDHA OF THIS BHADA KAPPA)

প্রকাশক	❖ শ্রীমতি রোমেলী বড়ুয়া এম, এ, বি, এড;
প্রথম প্রকাশ	❖ প্রয়াত শিক্ষাব্রতী নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়ার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত । ১৫ ই মার্চ ১৯৯৫ ইংরেজী, ১ চৈত্র ১৪০১ বাংলা
প্রচ্ছদ	❖ রাউজান গ্রামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আর্থমেট্রিক্স বিগ্রহ ।
কম্পিউটার কম্পোজ	❖ অক্ষর কম্পিউটার আন্দরকিন্মা, চট্টগ্রাম, ফোন: ২২৭০১৬
মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে	❖ রোজ প্রেসেস (রোমান গোমেজ) আন্দরকিন্মা, চট্টগ্রাম । ফোন: ২২৭০১৬
প্রাপ্তি স্থান	❖ নীলিমা ভবন, রাউজান । চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ । ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া ৬৯৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম ।
মূল্য	❖ অফসেট পেপার – ৭৫ টাকা । কর্ণফুলী পেপার – ৫০ টাকা ।



প্রয়াত শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া

(১৮৯৫-১৯৮০ ইংরেজী)

প্রয়াত শিক্ষাব্রতী নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া ১৫ই মার্চ ১৮৯৫ ইংরেজী ১লা চৈত্র ১৩০১ বাংলা বৃহস্পতিবার সকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫শে জুলাই ১৯৮০ ইংরেজী ৯ই শ্রাবণ ১৩৮৭ বাংলা শুক্রবার সন্ধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৫ই মার্চ ১৯৯৫ ইংরেজী ১লা চৈত্র ১৪০১ বাংলা প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়ার জন্মশত বার্ষিকী। নিবারণ বাবু ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী, মানবতাবাদী, সত্যের উপাসক এবং বাস্তবে বিশ্বাসী। তিনি অংকের শিক্ষক অথচ বিচিত্র পুস্তকের পাঠক। সৃষ্টিতে তাঁর আনন্দ, দানে তাঁর মুক্তহস্ত ছিল। সমাজ সংস্কারে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সমাজ গঠনে তাঁর আধুনিক মতবাদ। সংস্কৃতি ধারায় তিনি রেখেছেন স্বচ্ছল গতি; অন্ধ বিশ্বাস দিয়েছেন জলাঞ্জলি। সেবায় তাঁর আনন্দ, ধর্মে প্রীতি, কর্মে নিজস্ব ভঙ্গী। পুত্র পবিত্র নিবারণ বাবুর জীবন।

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা-গোলোকচন্দ্র বড়ুয়া। মাতা-গোলমণি বড়ুয়া, গোষ্ঠী-বাইং, শিক্ষা-ম্যাট্রিকুলেশন ও সাব-ওভারসিয়ারী।

কর্মজীবন-প্রথমে ভুবনমোহন রাজার অধীনে রাঙ্গামাটির সড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। পরে বাঁকুরায় সরকারী চাকুরী। কিছুদিন যদুনাথ চৌধুরীর তরফ পরিদর্শক। তারপর শিক্ষকতা জীবন। প্রথমে মোহাম্মদ মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১৯৩৮ ইংরেজীতে রাউজান আর্থমৈত্রেয় উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান। এখানে ২৭ বৎসর শিক্ষকতা। কিছুদিন কদলপুর মধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তারপর.....জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানচর্চা। অনাড়ম্বর জীবন।

তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অংকে পারদর্শিতার খ্যাতি আছে। সার্থক শিক্ষক। ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতি। গ্রাম্য রাজনীতির প্রতি উদাসীন ভাব, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে সবসময় উপস্থিত। ধর্মীয় চেতনায় সতত মজ্জাগত সংস্কার। আত্মীয় স্বজনের প্রতি মধুর ব্যবহার। সদালাপী। সৎ জীবনের প্রতি কঠোর মনোভাব। জগৎ প্রতিপালক লজ্জা ও ভয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বদান। ধৈর্য ও ক্ষমা তাঁর চরিত্রের ভূষণ। সদাই হাস্যোজ্জ্বল মুখ, প্রীতিকারক। সহ্য করার অসীম ক্ষমতা।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সুন্দর গড়ন, আয়ত চোখ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাক, শ্যামবর্ণ রং, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

তিনি গ্রাম উন্নয়নে সুকীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। বৌদ্ধবিহারে অর্থ দান, পুস্তক প্রকাশনায় উৎসাহ দান, রাস্তায় সেতু নির্মাণ, পারিবারিক সংহতি সংরক্ষণ, রাস্তা নির্মাণ তাঁর জীবনের মূল্যবান অবদান। নিজ বাড়ী আধুনিকীকরণ, পুকুরের পাকা ঘাট তৈরী তাঁর সুস্থ মানসিকতার অভিব্যক্তি। গ্রামের বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় কায়িক, বাচনিক ও আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

পারিবারিক জীবন-স্ত্রী-শ্রীমতি নীলিমা বড়ুয়া। তাঁর মৃত্যুর আগেই স্বর্গবাসী। জন্ম-স্বগ্রামে। ছিদাং গোষ্ঠীর মেয়ে। চার ছেলে ও চার মেয়ে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বন্ধুবৎসল ও অতিপরায়ণ ছিলেন।

প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া সৎসঙ্গে ও সৎ জীবন যাপন করে দুর্লভ মানব জীবনের ৮৬ বৎসর অতিক্রম করেছেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিদানকথা	১৩
বুদ্ধগণের জীবন কথা	২৭
আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের জন্ম ও জীবন	৩২
আগত-অনাগত বুদ্ধ বিষয়	৪২
আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের উপায়	৪৭
টীকা	৫৩
শব্দসূচী	৬৭
নাম ও স্থানসূচী	৬৯

নিদান কথা

ইমামিহু ভদ্রকে কপ্পে তয়া আসুং বিনায়কা
ককুসন্দো কোণাগমনো কস্সপো চাপি নায়কো
অহমেরহি সম্বুদ্ধো মেত্তেয়ো চাপি হেস্সতি
এতে পি পঞ্চ বুদ্ধা লোকসস অনুকম্পা ।

এই ভদ্রকল্পে (১) ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং নায়ক কশ্যপ প্রভৃতি তিনজন বিনায়ক বাবুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন ।

বর্তমানে আমি (গৌতম) সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছি । আগামীতে মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন । এই ভদ্রকল্পে লোক অনুকম্পা প্রদর্শনকারী এই পঞ্চজন বুদ্ধ ।

বৌদ্ধ ধর্মীয় পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ‘বুদ্ধবংস’ নামক পুস্তকে এই ভদ্রকল্পের পঞ্চম ও শেষ বুদ্ধ আর্যমৈত্রেয়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে উপরি উক্ত গাথায় লিপিবদ্ধ আছে । দীর্ঘনিকায়ের ‘চক্রবর্তী সীহনাদ’ সূত্রে উল্লেখ আছে- “ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে (মানুষের আয়ু যখন অশীতি সহস্র বৎসর হবে) জগতে মৈত্রেয় নামে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথী, দেবমनुष্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবানের আবির্ভাব হবে যেরূপ আমি (গৌতম) এখন অর্হৎ..... ভগবান রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি । তিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মানুষগণকে সাক্ষাৎ দর্শনোদ্ধৃত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হয়ে উপদিষ্ট করবেন । যেরূপ আমি বর্তমানে ইহলোক.....অবগত হয়ে উপদিষ্ট করতেছি । তিনি যে ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদ পূর্ণ সর্বাঙ্গীন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যাহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সেই ধর্মের উপদেশ দান করবেন, যে রূপ আমি বর্তমানে করতেছি । তিনি অনেক সহস্রভিক্ষু সমন্বিত সংঘের তত্ত্বাবধায়ক হবেন, যে রূপ বর্তমানে আমি হয়েছি ।” তথাগত বুদ্ধের উপরি উক্ত ঘোষণা হতে আগামীতে আর্য মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত

হতে পারি। মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ বার বার বলেছেন- “ভিক্ষুবে অগ্নমাদেন সম্পাদেথ, দুত্তভো বুদ্ধোপ্পাদো লোকসিং”। হে ভিক্ষুগন, তোমরা অপ্রমাদের সহিত আপন কর্তব্য সম্পাদন কর, জগতে বুদ্ধোৎপত্তি বড়ই দুর্লভ। কারণ বুদ্ধ উৎপত্তি হলেই দেবমनुष্যগণ চতুরার্য সত্য (২) জ্ঞান উপলব্ধির সুযোগ পায় এবং পরম শান্তিবরপদ নির্বাণ সাক্ষাতের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারে।

ত্রিপিটক গ্রন্থাদিতে ভবিষ্যৎবুদ্ধ আর্য মৈত্রেয় সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনা করা হয় নাই। কারণ গৌতমবুদ্ধের জীবিতকালে যারা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা তাঁর ধর্ম শ্রবন করে এবং তাঁর প্রকাশিত ধর্মবিনয় অনুধাবন করে বুদ্ধের উপস্থিতিতে এবং বুদ্ধের মহাকরণায় বোধি জ্ঞান লাভের জন্য উদ্যীব ছিলেন। তাতে তাদের সফলতা অতিসত্ত্বর বিকশিত হতে ছিল। এতে তাদের পূর্বজন্মের পূণ্যের প্রভাব ও প্রার্থনা ছিল। তাহা ছাড়া বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব ছিল অপরিমিত। তাই আগামী বুদ্ধের জন্য বুদ্ধের জীবিত কালে মানুষের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে বুদ্ধের গুরুত্ব ও মহত্ব অতি প্রবলভাবে পরিস্ফুটিত হয়। তাই বুদ্ধের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের প্রচারিত অমিয় বাণী সংকলিত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শুধু তাই নহে, বুদ্ধের বাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অনেকে উদ্যীব হয়ে উঠেন। বুদ্ধের ধর্মবিনয়ের প্রতি যারা অত্যন্ত উদ্যীব ছিলেন, তারাও সময়ের সহিত সংগতি রেখে অস্তিমযাত্রা করতে থাকেন। যারা বুদ্ধের প্রতি ধর্মের প্রতি প্রসন্ন তাদের পূর্বজন্মের কৃত পূণ্যের স্বল্পতার দরুন স্মৃতি ও শ্রুতির পরিহানি হতে থাকে। ফলে তাদের আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার পরিহানি হতে থাকে। এতে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতায় চাইতে মানসিক উৎকর্ষতার দিক প্রবল হতে থাকে। তাই চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষতার সমতা রক্ষা করতে মানুষ ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকে। এই সকল মানুষ নির্বাণ সাক্ষাৎ ও নির্বাণ সম্বন্ধে সম্যক উৎকর্ষতায় ও সমতা রক্ষা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকে। এই সকল মানুষ নির্বাণ সাক্ষাৎ ও নির্বান জ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের চাইতে মননশীলতার দিকে বেশী আকৃষ্ট হতে থাকে। উপায়াস্ত দেখতে ব্যর্থ হয়ে অনেকে এই বুদ্ধের সময় নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে না পারলে আগামী বুদ্ধের সহিত ধর্মবিনয় শিক্ষা করার জন্য দান-শীল-ভাবনার প্রতি মনোযোগ দিতে থাকেন। তারা এই বুদ্ধের শাসনের দিনকাল বিষয়ে চিন্তিত হয়ে বুদ্ধের শাসনের আয়ু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে থাকেন।

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর হতে মানুষের আয়ু যখন ন্যূনতম হবে (অর্থাৎ ১০ বৎসর হবে), তখন বুদ্ধ-শাসন অন্তর্হিত হবে। যখন বুদ্ধ ভিক্ষুনীসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে রাজী হন, তখন তিনি আনন্দকে বলেছেন যে ভিক্ষুনীসংঘ প্রতিষ্ঠার কারণে তাঁর শাসনের আয়ু অর্ধেক হয়ে যাবে। তাই শাসনের আয়ু এক হাজার বৎসরের পরিবর্তে উহা মাত্র পাঁচ শত বৎসর স্থায়ী হবে। অভিধর্ম পিটকের ধর্মসঙ্গনীর অর্থকথার (অথসালিনীতে) উল্লেখ আছে যে মহাকাশ্যপ প্রথম সংগীতিতে ধর্মবিনয় আবৃত্তি করে বুদ্ধ শাসনের আয়ুষ্কাল পাঁচ হাজার স্থায়ী থাকতে সম্ভব করেছিলেন।

বিনয়পিটক এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ের অর্থকথার উল্লেখ আছে সে বুদ্ধ ভিক্ষুনীসংঘের জন্য আটটা বিনয়বিধান আরোপ করে তাঁর ধর্মের আয়ুষ্কাল পাঁচশত বৎসরের পরিবর্তে

পাঁচ হাজার বৎসর স্থায়ী করেন। যেমন-প্রতিসম্ভিদা (৩) লাভী অরহৎদের (৪) দ্বারা শাসন এক হাজার বৎসর স্থায়ী হবে। প্রতিসম্ভিদা লাভী ব্যতীত অরহৎদের দ্বারা এক হাজার, অনাগামীদের (৫) দ্বারা এক হাজার, স্কৃদাগামীদের (৬) দ্বারা এক হাজার এবং স্রোতাপত্তী (৭) লাভী দ্বারা এক হাজার-এভাবে পঞ্চ হাজার বৎসর সদ্ধর্ম বিদ্যমান থাকবে। ভদন্ত লেডী ছেয়াদ বলেছেন যে পাঁচ হাজার বৎসর প্রতিবেধ (৮) স্থায়ীত্বের পর পরিয়ত্তি ধর্ম স্থায়ী থাকবে। ত্রিপিটকের অন্তর্ধানের সঙ্গে পরিয়ত্তি ধর্ম লোপ পাবে। তবে লিঙ্গ বা বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন অনেকদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

থের গাথা অর্থকথায় বুদ্ধ শাসনের পাঁচ স্তরের কথা বলা হয়েছে। যথা- (১) বিমুক্তি যুগ, (২) সমাধি যুগ, (৩) শীল যুগ, (৪) শ্রুত যুগ ও (৫) দান যুগ। আচার্য ধর্মপাল সদ্ধর্মের অন্তর্ধান সম্বন্ধে বলেছেন- ‘শীলবিশুদ্ধিতার অবক্ষয়ের পর গভীরভাবে শিক্ষার দ্বারা, জ্ঞানার্জনের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষার দ্বারা ত্রিপিটকের পাঠ্যবিষয় অনেকদিন বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু যখন প্রাতিমোক্ষ প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার শেষ হবে, বুদ্ধের শাসন অন্তর্হিত হবে। তখন শুধু বৌদ্ধ ধর্মের লিঙ্গ বা নিদর্শন থাকবে। বিবিধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ দান করা হবে। প্রকৃত পক্ষে দান হবে সর্বশেষ সদ্ধর্মের নিদর্শন বা লিঙ্গ। ত্রিপিটকের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ধানের পর পশ্চিমকাল বা শেষ মুহূর্তের সময় উপস্থিত হবে। অনেকের মতে শীল সম্পদের অভাবে বুদ্ধের শাসন অন্তর্হিত হবে। ব্রহ্মদেশের প্রচলিত মত অনুযায়ী বুদ্ধ শাসনের আয়ুষ্কাল পাঁচ হাজার বৎসর। এই সময় দুই পর্যায়ে অতিবাহিত হবে। শাসনের প্রথম অর্ধেক এইমাত্র অতিবাহিত হয়েছে। এই অর্ধেকের পাঁচ শত বৎসর হিসাবে পাঁচটি কাল অতীত হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করতেছি। এই পর্যায়ে ও পাঁচ কাল আছে। পাঁচ শত বৎসর পর পর এই কাল পুনরায় অতিক্রান্ত হবে। অন্যান্য অর্থকথায় শাসনের অন্তর্ধানের পাঁচ স্তরের কথা উল্লেখ আছে। যথা : (১) অধিগম অন্তর্ধান-ধর্ম প্রচারের যুগের অবসান (২) প্রতিপত্তির অন্তর্ধান-শীল ও সমাধির অবসানের যুগ, (৩) পরিয়ত্তির অন্তর্ধান-ধর্ম বিনয় শিক্ষা অবসানের যুগ (৪) লিঙ্গের অন্তর্ধান-এই সময়ে ভিক্ষু তাদের ঘাড়ে এক টুকরা গেরুয়া কাপড় পরিধান করবেন। তারপর দানের যুগ শুরু হবে। দানের যুগেরও অবসান হতে শাসনের পাঁচহাজার বৎসর অতিবাহিত হবে। (৬) ধাতু অন্তর্ধান-যখন বুদ্ধের ধাতু সম্মান সংকার পাবেন না, তখন সমস্ত ধাতু বুদ্ধ যে বোধিবৃক্ষের মূলে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন সেখানে একত্রিত হবেন। সেখানে বুদ্ধরূপ ধারণ করবেন এবং যমক প্রাতিহার্যের ন্যায় ঋদ্ধি প্রদর্শন করে সদ্ধর্ম প্রচার করবেন। তখন কোন মানুষ সেখানে উপস্থিত থাকবে না। শুধু দশ সহস্র চক্রবালের দেবতাগণ ধর্ম দেশনা শুনবেন এবং অনেকে মুক্তি লাভ করবেন। তারপর ধাতুসমূহ নিঃশেষে নির্বাপিত হবেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ অনাগতবংশের অর্থকথায় বুদ্ধ সে ভাবী বুদ্ধ আর্য মৈত্রেয়ের শাসনের বিবরণে নিজের শাসনের অন্তর্ধানের পাঁচ পর্যায়ের কথা বলেছেন, তাহা উল্লেখ করা হচ্ছে। (১) প্রতিসম্ভিদা অন্তর্ধান, (২) মার্গ ও ফল প্রাপ্ত অরহৎদের অন্তর্ধান, (৩) প্রতিপত্তির অন্তর্ধান, (৪) পরিয়ত্তির অন্তর্ধান, (৫) ভিক্ষু সংঘের অন্তর্ধান। গৌতম বুদ্ধ ধর্ম বিনয়ের ক্রম পরিহানির অন্তর্নিহিত বিষয়ের কারণগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে এবং বুদ্ধের শাসন আয়ুষ্কাল অন্তর্দৃষ্টিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সদ্ধর্ম পরায়ন ব্যক্তিগণ

অনাগত বুদ্ধের সম্বন্ধে তথ্যাদি উদ্ঘাটনের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাই এখন আমাদের আগামী বুদ্ধ আর্য মৈত্রেয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত লাভের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। আমরা এখন আর্য মৈত্রেয় বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব (১১) বা বুদ্ধাংকুর বর প্রাপ্তির আলোচনায় সূত্রপাত করব।

আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত পয়্যালোচনা করতে হলে তিনি যেই দিন হতে সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকেন, সেই দিন হতে তার জীবনের ঘটনাবলী তাকে বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে জড়িত করে রাখে। বুদ্ধত্ব লাভের অভিলাষী ব্যক্তিগণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির একান্ত প্রয়োজনীয় পারমী (১২) তিন পর্যায়ে পারিপূর্ণ করতে পারেন। যথাঃ (১) প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে পারমী পরিপূর্ণ করার পদ্ধতিকে প্রজ্ঞা প্রধান পারমী পূর্ণকারী বলা হয়। (২) শ্রদ্ধাকে সম্মুখে রেখে পারমী পরিপূর্ণকারীকে শ্রদ্ধা প্রধান পারমী পূর্ণকারী বলা হয়, (৩) বীর্যকে সম্মুখে রেখে পারমীপূর্ণকারী বীর্য প্রধান পারমী পূর্ণকারী বলা হয়। যারা প্রজ্ঞা প্রধান পারমী পূর্ণকারী তাদেরকে চার অসংখ্য কাল সহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয়। যারা শ্রদ্ধা প্রধান তাদেরকে আট অসংখ্য কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ হয় এবং যারা বীর্য প্রধান তাদেরকে ষোল অসংখ্য কাল সহ লক্ষাধিক কাল পারমীপূর্ণ করতে হয়। এই সময় যখন হতে একজন বুদ্ধ হতে বর প্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্বের পারমী পূরণের কথা। তার আগে ও তাঁকে বুদ্ধ হওয়ার জন্য মনোসংকল্প, বাক সংকল্প ও কায়বাক সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। এই সময়ে কোন বুদ্ধের বরপ্রাপ্ত হয় না বলে সেই সময়ের হিসাব ধর্তব্য নহে। কোন বুদ্ধ হতে বোধিসত্ত্ব হওয়ার বর প্রার্থনা করতে হলে সেই ব্যক্তিকে আটটা বিষয়ের পূর্ণতা থাকতে হবে। (অষ্ট সম্পত্তি)

“ মনসসত্ত্বং লিঙ্গ সম্পত্তিৎ হেতু সত্ত্বার দস্সনং
পঞ্চজ্জা গুণসম্পত্তি অধিকার চ ছন্দতা
অট্টধম্মা সমোধানা অভিনীহারো সমিজ্জ্বতি ।”

মানুষত্ব পুরুষত্ব অর্হত্বহেতু জীবিত বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা প্রব্রজ্যা পঞ্চাভিজ্জা, অষ্ট সমাপত্তি লাভীত্ব অসাধারণ ত্যাগ ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি-এই অষ্টধর্ম সমন্বিত হলেই বর পাওয়া যায়। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে অশ্রম নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য অর্হৎ হওয়ার প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পাদন করতে হয়। তবুও কেন প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা ও বীর্য প্রধান বোধিসত্ত্বদের পারমীপূরণের সময়ের তফাৎ দেখা যায়? কারণ সম্যক বুদ্ধ হওয়ার যখন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তখন তাদের পারমীপূরণের তারতম্য হয়ে থাকে। অনাগতবংশের অট্টকথায় উল্লেখ আছে, প্রজ্ঞা প্রধান বোধিসত্ত্বগণ তিন লাইনের কম সংক্ষিপ্ত ধর্ম দেশনায় ধর্ম চক্ষু উৎপন্ন করতে পারেন। শ্রদ্ধা প্রধান বোধিসত্ত্ব চার লাইনের কম দেশনা শুনে ধর্মচক্ষু উৎপন্ন করতে পারেন। বীর্য প্রধান বক্তি চার লাইন ধর্ম শুনে ধর্মচক্ষু উৎপন্ন করতে পারেন। আমাদের গৌতম বুদ্ধ তিন লাইনের কম সংক্ষিপ্ত ধর্ম দেশনা শুনে ধর্মচক্ষু উৎপন্ন করতে পারতেন বলে তিনি চার অসংখ্য কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পরিপূর্ণ করে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু আগামী আর্য মৈত্রেয় বুদ্ধ বীর্য প্রধান বোধিসত্ত্ব হওয়াতে তিনি চার লাইন শুনে ধর্মচক্ষু

উৎপন্ন করতে পারবেন। তাই তাঁকে ষোল অসংখ্যে কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয়েছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৩০ পূঃ) থাইল্যান্ডের ভিক্ষু শ্রীমৎ ফা রতন পঞ্ঞা স্ববির কর্তৃক রচিত ‘জিনকাল মালীপকরণ’ নামক পুস্তক হতে আমরা জানতে পারি যে আমাদের ভবিষ্যৎ বুদ্ধ আর্যমৈত্রেয় মারজয়ী তথাগত মহত সম্যক সম্বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মৈত্রেয় বুদ্ধের বর প্রাপ্তির পর তিনি ষোল অসংখ্যে কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করেছেন। বর্তমানে তিনি তুষিত স্বর্গে (১৩) অবস্থান করতেছেন। ভবিষ্যতে তিনি জগতে সম্যক সম্বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হবেন। এই পুস্তক হতে আমরা জানতে পারি যে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বর্তমান গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দুইবার গৌতমবুদ্ধের সংস্পর্শে এসেছিলেন। (১) প্রথমবার-গৌতম বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যের সালিন্দিয়া ব্রাহ্মণ নিগমে ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা পিতার মৃত্যুর পর তিনি সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং পণ্ডর পর্বতে অবস্থান করতে থাকেন। পণ্ডর পর্বত বর্তমানে এরক পর্বত নামে পরিচিত। সেখানে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব। (২) দ্বিতীয় বার-গৌতম বোধিসত্ত্ব এক সময়ে করণ্ডক নগরে অতিদেব রাজা নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব শ্রীগুণ্ড (সিরিগুণ্ড) নামে রাজার পুরোহিত রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। তখন জগতে ষোল অসংখ্যে কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণকারী সম্যক সম্বুদ্ধ ব্রহ্মদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন নন্দ অসংখ্যে কালের সার কল্প ছিল। শ্রীগুণ্ড অতিদেব রাজাকে সম্যক সম্বুদ্ধ ব্রহ্মদেবের আবির্ভাবের কথা জানায়ে বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলেন। অতিদেব রাজা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে পঞ্চাঙ্গ (১৪) দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম জানায়ে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কায় সংকল্প করেছিলেন।

ত্রিপিটক সংকলনের অনেক পরে ‘দসবোধি সত্ত্বপ্লত্তি কথা’ নামক গ্রন্থে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁর বীর্যপ্রধান পারমী পূরণের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর মিগার মাতুর আবাসে উপাসিকা বিশাখা নির্মিত পূর্বারামে অবস্থান করতেছিলেন। সেই সময় অগ্রশ্রাবক সারীপুত্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে বুদ্ধ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের বীর্য পারমী সম্বন্ধে বলেছিলেন।

অতীতে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে শঙ্খরাজা নামে চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ ত্রিশ যোজন দৈর্ঘ্য এবং সাত যোজন প্রস্থ দেবতাদের নগরীর তুল্য ছিল। চক্রবর্তী রাজা পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা ছিলেন এবং তাঁর সপ্তরত্ন ছিল। যথা-চক্ররত্ন, হস্তীয়রত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতি রত্ন এবং পরিনায়ক রত্ন। শঙ্খ সপ্ত বিধ রত্ন খচিত সপ্ততল প্রাসাদে অবস্থান করতেন। এই প্রাসাদ রাজার পূর্ব জনৈর পূণ্যের প্রভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। শঙ্খ তার পরিষদকে মৃত্যুর পর উচ্চতর ভূমিতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য পথ নির্দেশ দিতেন এবং ন্যায় ও সততার সহিত রাজ্য শাসন করতেন।

যখন শঙ্খ চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, জগতে সিরিমত (শ্রীমৎ) বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। বোধিসত্ত্বের জন্মের একহাজার আগে বুদ্ধোৎপত্তি ঘোষণা দিয়ে শুদ্ধাবাস

দেবগণ সমস্ত জগৎ প্রদক্ষিণ করতে থাকেন এবং এই ঘোষণাকে বুদ্ধ-কোলাহল (১৫) বলা হয়। শঙ্খ চক্রবর্তী রাজার সময়ও এক হাজার বৎসর আগে বুদ্ধ-কোলাহল হয়েছিল। একদিন রাজা শ্বেত রাজহৃদ্রের নীচে সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করে ঘোষণা দিয়েছিলেন- ‘অনেকদিন আগে জগতে বুদ্ধোৎপত্তির কোলাহল হয়েছিল। সে ব্যক্তি বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সংঘরত্ন প্রভৃতি ত্রিরত্নসহ বুদ্ধধর্ম দেশনার কথা জেনে আমাকে জানাবেন, তাকে আমি এই চক্রবর্তী রাজ্যের রাজত্ব দান করব। আমি সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট যাব।’ যখন সিরিমত বুদ্ধ শঙখ রাজার রাজধানী হতে ষোলযোজন দূরে পূর্বারামে অবস্থান করতেছিলেন, সেই সময়ে এক দরিদ্র পরিবারের বালক সিরিমত শাসনের শ্রামণের (১৬) রূপে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ শীল সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁর মাতা এক ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁর মাতাকে মুক্ত করার জন্য তিনি টাকার সন্ধানে নগরে প্রবেশ করেছিলেন। তার এই বেশ দেখে তার প্রকৃত পরিচয় না জেনে শহরবাসী তাকে যক্ষ বা দৈত্য মনে করে তার প্রতি লাঠিছোড়া নিক্ষেপ করতেছিল। তিনি ভয়ে রাজার প্রাসাদের নিকট গেলেন এবং রাজার সম্মুখে দাঁড়ালেন।

শঙ্খ রাজা যাকে আগে কোনদিন দেখেন নাই যে শ্রামণেরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন-‘আপনি কে?’ শ্রামণের বল্লেন-‘মহারাজ, আমাকে শ্রামণের বলা হয়।’ রাজা-‘আপনাকে শ্রামণের কেন বলা হয়? শ্রামণের-‘মহারাজ, কারণ আমি পাপকাজ করিনা, আমি নিজেকে শীল প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং আমি পবিত্র জীবন যাপন করি। সে জন্য আমাকে শ্রামণের বলা হয়।’ রাজা-‘আপনাকে কে এই নাম দিয়েছেন।’ শ্রামণের-‘মহারাজ, আমার আচার্য,’ রাজা-‘আপনার আচার্য কে?’ শ্রামণের-‘আমার আচার্যকে ভিক্ষু বলা হয়।’ রাজা-‘আপনার আচার্যকে কে ভিক্ষু নাম দিয়েছেন? শ্রামণের -‘মহারাজ, আমার আচার্যের নাম অনুত্তর ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে।’

শঙ্খরাজা ভিক্ষুসংঘের নাম শুনামাত্র আনন্দে সিংহাসন হতে উঠে শ্রামণের পদপ্রান্তে শুইয়ে পড়লেন এবং জিজ্ঞেস করলেন-‘সংঘ নাম কে দিয়েছেন?’ শ্রামণের-‘মহারাজ, সম্যক সম্বুদ্ধ সিরিমত সংঘ নাম দিয়েছেন।’ ‘বুদ্ধ’ নাম শত সহস্র কল্পেও শুনা দুর্লভ। শঙ্খ রাজা ‘বুদ্ধ’ শুনামাত্র আনন্দে মুর্ছিত হলেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পান তিনি শ্রামণেরকে জিজ্ঞেস করেন-‘ভগ্নে, সম্যক সম্বুদ্ধ সিরিমত এখন কোথায় অবস্থান করতেছেন?’

শ্রামণের বল্লেন যে এখান থেকে ষোল যোজন দূরে পূর্বারাম নামক বিহারে বুদ্ধ এখন অবস্থান করতেছেন। রাজা শঙ্খ তৎক্ষণাৎ শ্রামণেরকে তাঁর চক্রবর্তী রাজ্যের ক্ষমতা অর্পণ করেন। তিনি তার রাজ্য এবং বহু আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেন। সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন করার ভাবনায় মহানন্দে বিভোর হয়ে তিনি পূর্বারামের দিকে উত্তরমুখী যাত্রা শুরু করেন। প্রথম দিন তাঁর পায়ের তলা ফেঁটে উন্মুখ হয়ে যায়। কারণ তার পায়ের তলা তাঁর বিলাসী জীবন যাপনের জন্য অত্যন্ত সুকোমল ছিল। দ্বিতীয় দিন তাঁর পা হতে রক্তপাত হতে থাকে। তৃতীয় দিন তিনি পায়ে হাঁটতে অক্ষম হলেন। সুতরাং তিনি হাতের তালু এবং হাঁটুতে ভর দিয়ে চলতে থাকেন। চতুর্থদিন তাঁর হাতের তালু ও হাঁটু হতে রক্তপাত হতে থাকে। তাই তিনি তার বুকের উপর ভর দিয়ে চলতে থাকেন। বুদ্ধতে দেখার সম্ভাবনার আনন্দে তিনি ভীষণ দুঃখ ও বেদনা অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

সেই সময় সিরিমত বুদ্ধ তাঁর সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে জগত অবলোকন করে শঙ্খ রাজার বীর্যবল প্রত্যক্ষ করলেন। বুদ্ধ ভাবলেন-‘চক্রবর্তী রাজা শঙ্খ নিশ্চয় বুদ্ধাংকুর-বুদ্ধবীজ।’ তিনি আমার কারণে ভীষণ কষ্ট সহ্য করতেছেন।’ পরিপূর্ণ করুণাহৃদয়ে আপ্ত হয়ে তিনি বুদ্ধ মহিমায় শঙ্খের নিকট যাওয়ার চিন্তা করলেন। কিন্তু কারও সংকল্প দ্বারা বুদ্ধের মহান মহিমা দর্শন করতে পারা যায় না। ঋদ্ধিবলে বুদ্ধ তাঁর মহিমা গুপ্ত রেখে তিনি এক যুবকদের ছদ্মবেশে এক রথে শঙ্খরাজার নিকট গেলেন এবং তার বীর্যবল পরীক্ষার জন্য শঙ্খ রাজাকে সম্বোধন করে বল্লেন-‘মহাশয়, রাস্তা ছাড়ুন। আমি রথ নিয়ে সম্মুখের দিকে যাব।’ তখন রাজা বল্লেন-‘হে সারথী, এই রাস্তা ছেড়ে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেন এই রাস্তা সরে যাব? আমি যেন বুদ্ধের উপস্থিতিতে বুদ্ধকে অভিবাদন জানাতে আনন্দে যাচ্ছি। আপনি আপনার রথ আমার উপর নিতে পারেন; আমি রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছি না,’ ছদ্মবেশী বুদ্ধ বল্লেন-‘আপনি যদি বুদ্ধকে দেখতে যেতে চান, তবে আমার রথে উঠে আসুন, আমি সম্যক বুদ্ধের পথ হয়ে যাব।’ পথে তাবতিংস (১৭) স্বর্গ হতে সুজাতা নামক দেবকন্যা একজন যুবতী মেয়ের ছদ্মবেশে নেমে আসেন এবং বুদ্ধের ঋদ্ধিবলে রাজাকে দেবকন্যা খাদ্য সরবরাহ করেন। তাবতিংস দেবলোক হতে একজন যুবকের বেশে শত্রু এসে রাজাকে জল প্রদান করেন। দৈব খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে শঙ্খ রাজার সকল কষ্ট লাঘব হয়েছিল।

যখন তাঁরা পূর্বারামে এসে উপনীত হলেন তখন তাঁর শরীরের ষড়্রশি বিস্তারিত করে বুদ্ধ আপন মূর্তি প্রদর্শন করে বিহারের নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। রাজা তথায় উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে সমহিমায় দেখে মুহূর্ত হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরৎ পাওয়ার পর রাজা বুদ্ধের নিকট পঞ্চাঙ্গ দিয়ে অভিবাদন করতে ভুলুষ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হন। তারপর রাজা বুদ্ধকে বল্লেন-‘পূজনীয় ভাস্তে, লোকনাথ লোক পটিসরণ, আমাকে ধর্মদেশনা করুন যাহা শুনে আমি শান্ত হতে পারি।’ অতঃপর ভগবান বল্লেন ‘মহারাজ, শুনন’। বুদ্ধ নির্বাণ ধর্ম পম্যবেক্ষণ করে রাজাকে নির্বাণ সম্বন্ধে দেশনা শুরু করেন। এতে ধর্মের প্রতি রাজার গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ধর্মের কিছু শুনার পর রাজা বুদ্ধকে অনুরোধ করে বল্লেন-‘ভগবান, আর ধর্ম দেশনা করবেন না।’ কারণ তিনি চিন্তা করলেন যদি বুদ্ধের দেশনা আরও শ্রবণ করেন তবে তিনি বুদ্ধ যাহা দেশনা করেছেন উহার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে পারবেন না। তাই তিনি বল্লেন-‘ভাস্তে, সতিহই সকল ধর্মের মধ্যে একধর্ম ‘নির্বাণ’ সম্বন্ধে বুদ্ধ বক্তব্য রেখেছেন। উহা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সুতরাং আমার শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আমি আমার মস্তক দিয়ে বুদ্ধের ধর্মকে পূজা করব।’ তারপর তিনি তার অঙ্গুলি দিয়ে তার ঘাড় ছিঁড়তে থাকেন এবং বুদ্ধকে বল্লেন ‘ভাস্তে, আপনি প্রথমে আমার মস্তক দানে প্রতি গ্রহণে পরিনির্বাণিত হউন। আমি পরে নির্বাণ যাত্রা করব।’ তারপর তিনি তার অঙ্গুলি দিয়ে তার মাথা ঘাড় হতে ছিন্ন করলেন। সত্যক্রিয়ার প্রভাবে বোধিসত্ত্বদের আকাজ্জা সফল হয়ে থাকে। রাজা সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের প্রত্যাশায় ভগবান সিরিমতের ধর্ম দেশনায় আপন মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। ইহাই আর্থমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের বীর্য পারমীর পূরণের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল। তাঁর বীর্য এতই শক্তিশালী দেখে সিরিমত বুদ্ধ উপলব্ধি করতে পারলেন যে এই রাজা একজন মহাসত্ত্ব। ত্রিপিটকের বিভিন্ন অর্থকথায় উল্লেখ আছে যে বোধিসত্ত্বগণ

তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন কি জীবন দান করতে পারলে উল্লসিত হয়ে থাকেন। এই রূপ দান তাঁদের মধ্যে অকৃত্রিম শ্রীতির সৃষ্টি করে। এতে তারা কোন প্রকার মানসিক বিকারে ভোগেন না। সুতরাং এইরূপ দান সাধারণ মানুষের পক্ষে অচিন্তনীয়। তাই আমরা এইরূপ দান করার অসীম গুরুত্ব অনুভব করতে পারি না।

আমরা গৌতমবুদ্ধের সময়ে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের জীবন কাহিনী আলোচনার সূত্র পাত করবো। গৌতম বুদ্ধের সময়ে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব অজিত স্থবির নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। ‘অনাগতবংশের’ অর্থকথায় উল্লেখ আছে যে অজিত ব্যক্তিগত জীবনে রাজা অজাতশত্রুর রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর মাতার নাম কাঞ্চনদেবী। রাজপুত্র অজিতের পাঁচশত অনুগামী ছিল। যখন রাজপুত্রের বয়স ষোল, তখন রাজা তাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। রাজপুত্র রাজী হলে রাজা তাঁর পাঁচশত অনুগামীসহ অতি জাকজমকের সহিত বেলুবন বিহারে নিয়ে আসেন। রাজপুত্র অজিত একজন শ্রামণের হিসাবে দীক্ষা নেন। তার ভদ্রতা, শিষ্টতা এবং প্রজ্ঞার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তারপর পরিণত বয়সে অজিত ভিক্ষু হিসাবে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। বুদ্ধ রাজগৃহ হতে কপিলাবস্তু যাওয়ার সময় অজিত ভিক্ষু নিগ্রোধারামে অবস্থানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

যখন তাঁরা কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করতেছিলেন, মহাপ্রজাপতি গৌতমী একজন এক জোড়া মসৃণ ও অভিযত্নের সহিত তৈরী চীবর বুদ্ধের ব্যবহারের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেই কার্পাস বীজ বপন করেছিলেন এবং চীবর প্রস্তুত করার সকল প্রয়োজনীয় কাজ নিজে করেছিলেন। মধ্যম নিকায়ের ১৪২ নং সূত্রে এ চীবর তৈরীর বিশদ বিবরণ আছে। বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রদত্ত চীবর গ্রহণ করতে তিন বার অস্বীকার করেছিলেন এবং এই চীবর বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান করার জন্য বলেছিলেন। আনন্দ স্থবির বুদ্ধের নিকট গিয়ে বুদ্ধকে এই চীবর গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বুদ্ধ এই দানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্র দেশনা করেন। ত্রিপিটকের কোন স্থানে অথবা আচার্য বুদ্ধ ঘোষ অর্থকথায়ও অজিত স্থবিরে দানের বিশেষত্বের উল্লেখ নাই। ত্রিপিটক অর্থ কথা সংকলনের অনেক পরে সংকলিত অনাগতবংশের অর্থকথা ‘সমস্ত ভদ্রিকা’ হতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

‘অয়ংপন অনাগতবংশো কেন দেসিতো, কথ দেসিতো, কদা দেসিতো, কস্স পুচ্ছা, কং আরব্ভ দেসিতো’তি।

তত্র’ ইদং বিসসজ্জনং। কেন দেসিতো তি সৰ্ব্বএঃএঃ বুদ্ধেন, কথ দেসিতো তি কপিলাবস্তু নগরে, কদ দেসিতো’ তি বুদ্ধবংশাবসানে, কস্স পুচ্ছা তি ধম্ম সেনাপতিনা, কং আরব্ভ দেসিতো তি মহা পজাপতিয়া গৌতমিয়া ভগবতো উপনীত দুস্স যুগেসু এক দুস্স পটি গ্গাহকং অজিতথেরং আরব্ভ দেসিতো।’

বাংলাঃ-এই অনাগত বংশ কার দ্বারা, কোথায় কখন দেশিত হয়েছে? কার প্রপ্নে এবং কার সম্বন্ধে ইহা দেশিত হয়েছে?

তাতে, এই সব প্রশ্নের উত্তর দাঁড়ায়-কারদ্বারা ইহা দেশিত? সর্বজ্ঞ বুদ্ধের দ্বারা দেশিত। কোথায়? কপিলবস্তু নগরে। কখন ইহা দেশিত? ধর্ম সেনাপতির (সারীপুত্রের) প্রশ্নের উত্তরে। কার সম্বন্ধে ইহা দেশিত? মহা প্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক বুদ্ধের নিকট আনীত দুই চীবর হতে একটা চীবর গ্রহণ করলে অজিত স্থবির সম্বন্ধে ইহা দেশিত।

আমরা এখন বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক ভগবান বুদ্ধকে বস্ত্রদান ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একদা ভগবান বুদ্ধ কপিলাবস্তুর নিম্নোদ্ধারামে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী নিজেই দুই খানা চীবর নূতন তৈরী করে বিশেষভাবে বুদ্ধ ব্যবহার করার জন্য বুদ্ধের নিকট নিয়ে আসেন। বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে একখানা কাপড় ভিক্ষু সংঘকে দিতে বলেন এবং আরেকখানা কাপড় অজিত স্থবিরকে দিতে বলেন। তখন ভিক্ষুদের মধ্যে কথা উঠেছিল কেন বুদ্ধ অন্য স্থবিরদের চেয়ে কনিষ্ঠ ভিক্ষু অজিত স্থবিরকে একটা কাপড় দিতে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বলেছেন। বুদ্ধ তখন অজিত স্থবির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন-‘অজিত স্থবির একজন সাধারণ ভিক্ষু নহেন। তিনি এই ভদ্রকল্পে মৈত্রেয় নামে বুদ্ধ হবেন।’

এখানে আমরা প্রসঙ্গতঃ মধ্যম নিকায়ের দক্ষিণাবিতঙ্গ (১৪২) সূত্রে উল্লিখিত বিষয় উত্থাপন করতে পারি। মহাপ্রজাপতি গৌতমী কপিলাবস্তু নগরে নিম্নোদ্ধারামে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তার স্বহস্তে কর্তিত ও বুনিত দুই খানা নূতন বস্ত্র বুদ্ধকে অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বলেছিলেন ‘গৌতমী, নব বস্ত্র যুগল ভিক্ষু সংঘকে দান কর। সংঘকে প্রদান করলে আমিও সংঘ উভয়ই পূজিত হব।’

অনাগত বংশের অর্থকথায় উল্লেখ আছে যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রদত্ত দুই খানা বস্ত্রের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ একখানা গ্রহণ করেছিলেন এবং আরেক খানা কাপড় ভিক্ষু সংঘকে দিতে বলেছিলেন। অগ্রশ্রাবক মহাশ্রাবক প্রভৃতি আশিজন শ্রাবকসহ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কেহ দ্বিতীয় বস্ত্রখানা গ্রহণে এগিয়ে আসেন নাই। তখন অজিত স্থবির চিন্তা করলেন যে বুদ্ধ গৌতমীর হিতার্থে সংঘকে বস্ত্র দান দিতে বলেছেন। তিনি ভিক্ষুসংঘের মধ্যে সিংহরাজের ন্যায় সাহস ভরে উঠে বস্ত্রখানি গ্রহণ করেছিলেন। তখন ভিক্ষুদের মধ্যে অনেকে নিরাশ হয়েছিলেন এবং বলাবলি করিতেছিলেন যে যেখানে কোন শ্রাবক মহাশ্রাবক বস্ত্রখানি গ্রহণ করতে সাহস করেন নাই সেখানে একজন অজ্ঞাত ভিক্ষু কিভাবে এই বস্ত্র গ্রহণ করতে পারে। ঘটনার পরিস্থিতি অনুধাবন করে ভিক্ষুদের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন-‘ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে একজন সাধারণ ভিক্ষু হিসাবে গণ্য করবে না। তিনি একজন বোধিসত্ত্ব এবং তিনি ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হবেন।’ তখন ভগবান বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পর চতুর্মহারাজিক দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আকাশের দিকে নিষ্কম্প করেন। শ্রাবক অগ্রশ্রাবকদের মধ্যে কোন ভিক্ষু এই ভিক্ষাপাত্র আকাশ হতে নিয়ে আসতে সাহস করেন নাই। কিন্তু অজিত স্থবির বুঝতে পারলেন যে বুদ্ধ তাঁর ঋদ্ধি প্রদর্শনের জন্য ইচ্ছা করেছেন; তাই তিনি উক্ত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আসেন। তারপর অজিত স্থবির বস্ত্রখানি গ্রহণ করে বুদ্ধের আরাম গন্ধকুটিরের ছাঁদের নিচে চাঁদোয়ার মত স্থাপন করেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে তাঁর এই দানের ফলে তিনি যখন বুদ্ধ হবেন তখন তাঁর

একটা চাঁদোয়া থাকবে তাতে বার লীগ বিস্তারিত সপ্তরত্ন থাকবে এবং স্বর্ণ রৌপ্য মনিরত্ন ঝুলতে থাকবে। বুদ্ধ তখন মুচকি হেসেছিলেন। আনন্দ স্থবির বুদ্ধকে তাঁর হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বুদ্ধ বলেছিলেন-‘আনন্দ এই ভদ্রকল্পে অজিত স্থবির আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হবেন, তখন বুদ্ধ বিমুক্তি সুখে নিরব হলেন। বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে ভিক্ষু সংঘ অজিত স্থবির সম্বন্ধে আরও জানার জন্য উদ্গ্রীব। তাই তিনি বুদ্ধকে অজিত স্থবির সম্বন্ধে দেশনা করতে অনুরোধ করেন। তখন বুদ্ধ অনাগত বংশে অজিত স্থবিরের বিবরণী দেন।

শ্রীলংকায়, ব্রহ্মদেশে, শ্যামদেশে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ সম্পর্কিত যে ঘটনা এবং আলোচনা হয়েছে আমরা এই ঘটনা ও আলোচনা হতে কয়েকটা এখানে লিপিবদ্ধ করবো।

১। গৌতমবুদ্ধ হতে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বাণী প্রাপ্ত অজিত স্থবির অনেক ভিক্ষুদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদের প্রজ্ঞার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে ত্রিপিটকের বিশদ ব্যাখ্যা দিতেন এবং গ্রহণীয় ধৈর্যের জ্ঞান অর্জনে তাদের সহায়তা করতেন। তিনি আগামী বুদ্ধত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাধনায় নির্লিপ্ত ছিলেন। অজিত স্থবির মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন।

২। কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ন্যূনপক্ষে আরেক বার মনুষ্য লোকে বোধিসত্ত্ব রূপে জন্ম নেবেন। তখন বেসাসান্তর রাজার মত দান পারমী পরিপূর্ণ করবেন। তারপর পুণঃ তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হবেন। সেখান হতে মৈত্রেয় বুদ্ধ রূপে জগতে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু চুল্লবংশে উল্লেখ আছে, তিনি মনুষ্য জগতে আরও কয়েকবার জন্ম গ্রহণ করবেন।

৩। ত্রিপিটকের বহির্ভূত এক সিংহলী পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হতে ত্রয়ক্রিংশ স্বর্গে প্রায়ই যান। তিনি ত্রয়ক্রিংশ স্বর্গের চূড়ামনি চৈত্যে (১৮) সিদ্ধার্থের কেশ ধাতু পূজা করেন এবং শত্রু কর্তৃক গৃহীত বুদ্ধ ধাতুর পূজা করেন। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের সহিত অনেক দেবদেবী বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ত্রয়ক্রিংশ স্বর্গে বুদ্ধের কেশ ধাতু এবং শারীরিক ধাতু পূজা করতে আসেন।

৪। শ্যামদেশে রচিত ‘জিনকালমালীপকরণ’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে কাক বনুতিস্স (দেবানংতিস্সের ভ্রাতা মহানাগের পুত্র) তম্বপন্নীধীপে মহাগন্ধার দক্ষিণে সেরু নামক ব্রহ্মের ধারে বরাহ পার্বত্য এলাকায় বুদ্ধের উষ্ণীষ ধাতু প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহাবংশে উল্লেখ আছে যে রাজ প্রাসাদের এক পেটিকায় মহিন্দস্থবিরের স্বর্ণফলকের লিপি আছে-‘ভবিষ্যতে ১৪০ বৎসর পর রাজ কাকবনুতিস্সের পুত্র দুট্ঠ গামিনী অভয় এই ফলক প্রাপ্ত হবেন এবং এখানে স্তূপনির্মাণ করবেন।’ মহিন্দ স্থবিরের ভবিষ্যৎ বাণী প্রাপ্ত হয়ে দুট্ঠ গামিনী অভয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিন্তা করলেন-‘আমি মহিন্দস্থবির কর্তৃক দৃষ্ট হয়েছি।’ তিনি রাজপ্রাসাদের নিকট লৌহ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

এই কাকবনুতিস্স এবং তাঁর পুত্র দুট্ঠগামিনী অভয় সম্বন্ধে মৈত্রেয় বুদ্ধ সম্পর্কিত প্রসঙ্গ আমরা এখানে উল্লেখ করতেছি। স্তূপবংশে ও মহাবংশে উল্লেখ

আছে যে কাকবনুতিষ্য রাজা ভবিষ্যৎ আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের পিতা হবেন এবং তাঁর স্ত্রী বিহারদেবী তাঁর মাতা হবেন। রাজা দুটঠ গামিনী অভয় আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের অগ্রশাবক হবেন এবং তার ছোট ভাই শ্রদ্ধাতিস্স আৰ্য মৈত্রেয় বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশাবক হবেন। রাজার পৈতৃব্য মাসীমা রাজকন্যা অনুলা আৰ্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের পত্নী হবেন। রাজা দুটঠগামিনী অভয়ের পুত্র সালিয় মৈত্রেয় বুদ্ধের পুত্র হবেন। রাজমন্ত্রী শঙ্খ বুদ্ধের প্রধান সেবক বা (উপস্থাপক) এবং মন্ত্রী কন্যা বুদ্ধের প্রধান সেবিকা হবেন। এইভাবে বুদ্ধের সকল পরিষদের ভবিষ্যৎ ধার্য আছে।

৫। আমরা এখন শ্রীলংকায় রচিত ‘রসবাহিনী’ নামক পুস্তক হতে মৈত্রেয় বুদ্ধের সম্পর্কিত একটা কাহিনীর উল্লেখ করব। শ্রীলংকায় জঙ্জরা নদীর তীরে একটা বৌদ্ধ বিহার ছিল। এই বিহারের শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাগণ প্রায়ই সমবেত হয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করতেন। এখানে অনেক ভিক্ষু বসবাস করতেন। রাজা বট্ঠগামিনীর রাজত্বকালে মালিয়দেব মহাস্থবির নামে একজন অরহৎ ভিক্ষু উক্ত বিহারে অবস্থান করতেন। যদিও বৌদ্ধধর্ম জগতে অনেক দিন স্থায়ী থাকবে তবুও অনেকে বিশ্বাস করতেন যে মালিয়দেব মহাস্থবির সর্বশেষ অর্হৎ ভিক্ষু। চুল্লগল্প উপাসক ছিলেন এই বিহারের একজন শ্রদ্ধাবান ভক্ত। তিনি এখানে ভিক্ষুদের আহারের জন্য একটা সুন্দর ভোজনালায় তৈরী করেছিলেন।। সেখানে তিনি ভিক্ষুদের চর্চুপ্রত্যয় দানে প্রায় আসতেন।

একরাত্রে মালিয়দেব মহাস্থবির ভীষণ পেট পীড়ায় ভোগছিলেন। পূর্বে তিনি যখন এইরূপ পেট পীড়ায় ভোগতেন তখন এগার প্রকার ভৈষজ্যের সহিত যাণ্ড পান করলে তাঁর অসুখ সেরে যেত। সেই দিন সকালে মালিয়দেব মহাস্থবির চুল্লগল্প উপাসকের ভোজনালায়ে উপস্থিত হলেন। ভোজনালায়ের পরিচালকগণ মহাস্থবিরের অসুখের কথা জানতে পেরে তাকে অসুখের উপসর্গ সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করেন। তিনি বল্লেন যে তিনি পেট পীড়ায় ভোগতেছিলেন। এখন চুল্লগল্প উপাসক এগার প্রকার ভৈষজ্য দিয়ে মহাস্থবিরের জন্য বিশেষ আহারের ব্যবস্থা করেন। আহার প্রস্তুতির সময় মহাস্থবিরের সহিত উপাসকের ধর্মলোচনা চলতেছিল। এক পর্যায়ে মহাস্থবির উপাসককে তাবতিংস স্বর্গে চূড়ামুনি চৈত্য পূজা করার পরামর্শ দেন। উপাসক বল্লেন যে চূড়ামুনি চৈত্য দর্শন করার মত তার ঋদ্ধিশক্তি নাই। মহাস্থবির উপাসককে চূড়ামুনি চৈত্য দর্শন করার জন্য তাবতিংস স্বর্গে নিতে যেতে রাজী হলেন।

ভিক্ষু মালিয়দেব মহাস্থবির ঋদ্ধিবলে সেখানে উপস্থিত সকল ভিক্ষুসহ উপাসককে তাবতিংস স্বর্গে উপনীত হলেন। এই স্বর্গের সপ্তসুবর্ণ তোরণের দেবতার তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে আৰ্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বও চূড়ামুনি চৈত্য বন্দনা করার জন্য তুষিত স্বর্গ হতে তাবতিংস স্বর্গে তাঁর সপরিষদে উপস্থিত ছিলেন। চুল্লগল্প উপাসক দেবপরিষদ দেখে মহাস্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন যে কি পুণ্যের প্রভাবে এই দেবগণ এখানে উৎপন্ন হয়েছেন। তখন মালিয়দেব মহাস্থবির এখানকার প্রত্যেক দেবতার পূর্ব জনের কুশলকর্মের

হেতু প্রত্যয় ব্যাখ্যা করেন। আর্য মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব তাঁর রথ হতে অবতরণ করে মহাস্থবিরকে বন্দনা করে তাবতিংস স্বর্গে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করেন। মহাস্থবির বল্লেন সে তারা চূড়ামনি চৈত্য বন্দনা করতে এসেছেন। চুল্লগল্ল উপাসক আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে এক পার্শ্বে দাঁড়ালেন। বোধিসত্ত্ব এই উপাসক সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলে মালিয়দেব মহাস্থবির তার পরিচয় দেন এবং বলেন যে এই উপাসক সদ্ধর্ম শ্রদ্ধাবান এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত। তখন আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব উপাসককে দুই খন্ড স্বর্গীয় কাপড় দেন। বর্তমানে এক খন্ড শ্রীলংকায় নারম্মলে রাজ মহাবিহারের স্তূপে পূজিত হচ্ছে। বোধিসত্ত্ব উপাসককে পূণ্যকর্ম করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং মালিয়দেব মহাস্থবিরের ও অন্যান্য ভিক্ষুদের মত চূড়ামনি চৈত্য বন্দনা করেন।

মালিয়দেব মহাস্থবির উপাসককে বল্লেন যে আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব তাঁর অতীত জীবনে অনেক পূণ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ভগবান মহদ বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি ষোল লক্ষ অসংখ্য কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পরিপূর্ণ করেছেন। উক্ত সময়ে তিনি অসংখ্য বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁদের থেকে বুদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী শুনেছেন। এখন তিনি তুষিত স্বর্গে অবস্থান করে দেবতার নিকট ধর্ম দেশনা করতেছেন। বর্তমানে যারা কুশল কর্ম করেন, তারা তুষিত স্বর্গে আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করতে পারবেন। আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব কেতুমতী নগরে সম্যক সম্বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হবেন।

মালিয়দেব মহাস্থবির চূড়ামনি চৈত্য বন্দনা করে সশিষ্য পুনঃপৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। চুল্লগল্ল উপাসককে যদি কেহ এই স্বর্গীয় বস্ত্র কোথায় পেয়েছেন জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি এই বস্ত্র ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় দিয়েছেন বলেন উত্তর দিতেন। তিনি সকলকে আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ মানসে কুশল করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। এই ঘটনার অষ্টম দিবসে চুল্লগল্ল উপাসক মৃত্যু বরণ করেন এবং নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়ার ন্যায় তুষিত পুরে পুনঃজন্ম গ্রহণ করেন।

৬। এখন আমরা শ্রীলংকায় আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের উদ্দেশ্য নিবেদিত আর্যমৈত্রেয় বিগ্রহ নির্মাণের কয়েকটা বিহারের ইতিহাস উল্লেখ করব। শ্রীলংকায় অনেক বিহারে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। আর্য মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে নানা প্রকার অলংকারে সজ্জিত করে মূর্তি তৈরী করা হয়। কিন্তু বুদ্ধমুদ্রায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দর্শন দেখা যায় না। অনুরাধাপুরে রত্নমালী চৈত্যে পঞ্চ বুদ্ধ মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। তবে আর্য মৈত্রেয়কে বোধিসত্ত্ব হিসাবে নানা অলংকারে সজ্জিত করে মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। সেখানে রাজা দুট্ট গামিনী (১৬১-১৩৭ খৃঃ পূঃ) দণ্ডায়মান অবস্থায় বুদ্ধপূজা করতেন রূপে রাজাকে চিহ্নিত করা যায়। ধাতু সেন (৪৫৫-৪৭৩ খৃঃ) সম্পূর্ণ রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছেদে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এক যোজন ব্যাসার্ধ পরিসরে একজন দারোয়ান নিযুক্ত করেছিলেন। দপ্পল-১ (৬৫৯)

১৫ফুট বিশিষ্ট একটি মূর্তি তৈরী করেছেন। এই মূর্তি দ্বারা আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধকে দেবতাদের নিকট অভিধর্ম ব্যাখ্যা করতেছেন বুঝায়। কশ্যপ (৯১৪-৯২৩) সকল ভিক্ষু পরিমন্ডিত বিহারে অবস্থান করে আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ সকল মনি রত্নাদির দ্বারা সজ্জিত মন্ডলে উপবেশন করে অভিধর্ম আবৃত্তি করতেছেন অবস্থায় বুদ্ধ মহিমা প্রতিফলিত করেছেন। পরাক্রম বাহু -১ (১১৫৩-১১৮৬) আৰ্য মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর তিনটা বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরাক্রম বাহু-২ (১২৩৬-১২৭২) তাঁর রাজত্বকালে আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখে আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করে তাঁর করুণা প্রার্থনা করতে দেখা যায়। কীর্তি শ্রী রাজসিংহ (১৭৪৭-১৭৮২) আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি একটা রাজত বিহারে এবং আরেকটা বিহারের উপরে গুহায় ভিতরে তৈরী করেছিলেন।

৮। এখন আমরা ‘মহাসম্পিণ্ড নিদান’ নামক পুস্তক হতে আৰ্য মৈত্রেয় বুদ্ধ ও মহাকশ্যপ সম্পর্কিত কাহিনী উল্লেখ করব। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মহাকশ্যপ প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত করে বুদ্ধের ধর্মের স্থায়ীত্বের একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি রাজা অজাতশত্রু সহযোগীতায় বুদ্ধের ধাতু নিধান করেন। মহাকশ্যপ ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। পরবর্তী জীবন তিনি বেলুবন বিহারে অতিবাহিত করেন। মহাকশ্যপের পরিনির্বাণের সময় উপস্থিত হলে তিনি জনসাধারণের নিকট তাহা ঘোষণা করেন। তারপর তিনি পরিনির্বাণের পূর্বে তিনটা অধিষ্ঠান করেন।

(১) কুক্কট সম্পাদ পর্বতের তিনটা চূড়ায় আমার মৃত দেহ অপরিবর্তিত থাকুক এবং পর্বতের চূড়া তিনটা আপনাপনি বন্ধ থাকুক (২) যখন রাজা অজাতশত্রু আমার মৃত দেহ দেখতে আসবেন তখন চূড়া উন্মুক্ত হউক এবং আমার মৃতদেহ রাজা নিকট উপস্থিত হউক। (৩) সম্বোধিলাভের পর আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ এই স্থানে উপস্থিত হলে হৈ পর্বতের চূড়া উন্মুক্ত হউক এবং আমার গুণাবলীর প্রশংসা করে বুদ্ধ স্বহস্তে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করুক।

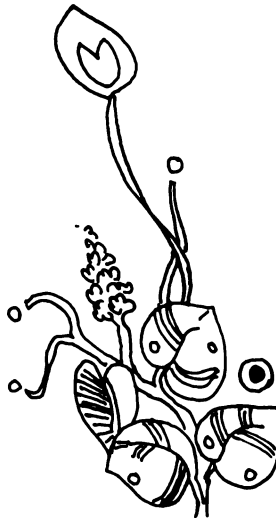
এদিকে জনসাধারণ মহাকশ্যপের পরিনির্বাণের কথা শুনে তাকে দেখবার জন্য সমবেত হয়েছিল। মহাকশ্যপ তাঁর পরিনির্বাণের কথা রাজা অজাতশত্রুকে জানাবার জন্য বিপুল জনতা সহকারে রাজপ্রসাদে উপনীত হয়েছিলেন। রাজাকে ঘুমন্ত দেখে তিনি রাজ পরিষদের নিকট গিয়ে তাঁর পরিনির্বাণের কথা জানিয়েছিলেন।

রাজ পরিষদ মহাকশ্যপের পরিনির্বাণের সংবাদ শুনে রাজার জন্য বিবিধ ভৈষজ্য দিয়ে সাতটা দ্রোণী বা স্নানপাত্র তৈরী করে দিলেন। কারণ বুদ্ধের পরিনির্বাণের সংবাদ শুনে রাজা মূর্ছিত হলে তাকে এই ঔষধ সজ্জিত দ্রোণীতে রেখে মূর্ছিত অবস্থা হতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরায়ে আনা হয়েছিল। রাজাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরায়ে আনতে তিনবার দ্রোণীতে শোয়ানো হয়েছিল। মহাকশ্যপের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজা পূর্বের মত মূর্ছিত হতে পারেন ভেবে রাজ অমাত্যগণ সেই রূপ দ্রোণী প্রস্তুত করেন।

মহাকশ্যপ মহাস্থবির বিহারে ফিরে এসে শুয়ে পড়েন এবং অচিরে পরিনির্বাণিত হন। রাজা জাগ্রত হলে রাজাকে মহাকশ্যপের পরিনির্বাণের কথা জ্ঞাপন করা হয়। রাজা

এই সংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে যান। তখন তাকে দ্রোণীতে শোয়ানো হয়। এইভাবে রাজা সাতবার মূর্ছিত হন এবং তাকে সাতটা দ্রোণীতে শোয়ানো হয়। তারপর রাজা সুস্থ হলে তাঁর সপরিষদে কাঁদতে কাঁদতে এবং বিলাপ করতে করতে পর্বতের দিকে অগ্রসর হন। মহাকশ্যপের সত্যক্রিয়ার প্রভাবে পর্বতের চূড়া উন্মুক্ত হয়। রাজা মৃতদেহ দেখে উহার পূজার সাতদিন উৎসবের আয়োজন করেন। সপ্তম দিবসে পর্বতের চূড়া আপনাপনি বন্ধ হয়ে যায়।

অশোকাবদান নামক সংস্কৃত গ্রন্থে মহাকশ্যপের পরিনির্বাণের বর্ণনায় কিছু পরিবর্তন এখানে উল্লেখ করতেছি। মহাকশ্যপ তাঁর পরিনির্বাণ আসন্ন বুঝতে পেরে তিনি রাজা অজাতশত্রুকে তাহা জানাতে রাজপ্রসাদে গিয়েছিলেন। রাজা ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তিনি কুক্কুটপাদ পর্বতের শিখরে উঠলেন এবং সেখানে পদ্মাসনে বসলেন। তিনি অধিষ্ঠান করলেন যে বুদ্ধ প্রদত্ত পাংশু কুলচীবর তার শরীরে যেন এ অবস্থায়ই থাকে। জগতে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভাব হলে মহাকশ্যপ শাক্যমুনির চীবর যেন আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধকে অর্পণ করতে পারেন। তারপর তিনি পরিনিবৃত্ত হবেন। তাহা অনেকে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছে বলে ধারণা করেন। এই অবস্থায় পর্বতের চূড়া আপনাপনি তাকে নিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। রাজা অজাতশত্রু আনন্দ স্থবিরকে নিয়ে কুক্কুটপাদ পর্বতে মহাকশ্যপকে দেখতে যান। মহাকশ্যপের শরীর পর্বতের চূড়া উন্মুক্ত হলে বের হয়ে আসেন। রাজা মহাকশ্যপের শরীরের দাহক্রিয়া সম্পন্ন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আনন্দ স্থবির বল্লেন যে ভবিষ্যৎ আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব পর্য্যন্ত এই শরীর অবিকৃত অবস্থায় থাকবেন। পর্বতের চূড়া পুনঃরায় বন্ধ হলে রাজা অজাতশত্রু এবং আনন্দ স্থবির প্রস্থান করেন।





বুদ্ধগণের জীবনকথাঃ

সম্যক সম্বুদ্ধ হতে বর প্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্বগণ নিজের অর্ন্তদৃষ্টিতে দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমীর স্বরূপ উদঘাটন করে পারমী পরিপূর্ণ করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। এই সময়ে বোধিসত্ত্বগণ আঠার প্রকার অভব্য বা অশুভ অবস্থা (অটটারস অব্ টঠানানি) হতে নিকৃতি পেয়ে থাকেন। যথাঃ

- (১) তিনি জন্মান্ধ, বধির, উন্মাদ, জড় (এলমুগ) অথবা বর্বররূপে জন্মগ্রহণ করেন না।
- (২) তিনি কখন ক্রীতদাস - ক্রীতদাসীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন না।
- (৩) তিনি কখন মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন না।
- (৪) তিনি কখনও লিঙ্গ পরিবর্তন করেন না অর্থাৎ সর্ব সময় পুরুষ হিসাবে গ্রহণ করেন।
- (৫) তিনি পাঁচ প্রকার আনন্তরিক কর্মের (১৯) কোনটা কখনও করেন না।
- (৬) তিনি কোন সময়ে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন না।

- (৭-৮) যদি তিনি প্রাণী হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেন, তার শরীর তিতির পক্ষী হতে ক্ষুদ্র হয় না এবং হস্তী হতে বৃহৎ শরীরধারী হন না ।
- (৯) তিনি ক্ষুৎপিপাসিক প্রেতলোকে কখনও জন্মগ্রহণ করেন না ।
- (১০) তিনি নিধমামতৃষ্ণিক (নিজের আগুনে নিজে প্রজ্জলিত) প্রেতলোকে কখনও জন্মগ্রহণ করেন না ।
- (১১) তিনি কখন কালকঞ্জ নামক অসুর যোনীতে জন্ম গ্রহণ করেন না ।
- (১২) তিনি কখনও অবীচী নরকে জন্ম গ্রহণ করেন না ।
- (১৩) তিনি কখনও লোকান্তরিক (২০) নরকে জন্ম গ্রহণ করেন না ।
- (১৪) তিনি কামাবচরে মার লোকে জন্মগ্রহণ করেন না ।
- (১৫) তিনি রূপাবচরে অসংজ্ঞ (২১) ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেন না ।
- (১৬) তিনি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন না ।
- (১৭) তিনি অরূপ ব্রহ্মলোকে (২২) জন্মগ্রহণ করেন না ।
- (১৮) তিনি এক চক্রবাল (২৩) হতে অন্য চক্রবালে জন্ম গ্রহণ করেন না ।

বোধিসত্ত্বরূপে সম্যক সম্বুদ্ধ হতে বর প্রাপ্তির পর যে সকল বুদ্ধ জগতে উৎপত্তি হন, সেই সকল বুদ্ধ হতে তিনি ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হওয়ার ঘোষণা পেয়ে থাকেন । এই ঘোষণাকে ব্যাকরণ বলা হয় । ত্রিশটি পারমী পূর্ণ করার পর বোধিসত্ত্বগণ মহৎ পাঁচ ত্যাগ (মহাপরি দ্বাগা-স্বীদান, পুত্র দান, রাজ্যদান, আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান এবং আপন জীবন দান) তিন চরিত্র (তয়া চরিয়া-এগাতথচরিয়া, লোকথ চরিয়া ও বুদ্ধিয়া চরিয়া) এবং সপ্ত মহাদান (বেসসান্তর রাজার মত দান) করে মহাপৃথিবীতে সপ্তবার কম্পিত করে থাকেন ।

উপরিউক্ত প্রকার সকল প্রকার বুদ্ধ করণীয় ধর্ম পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করে বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গে অবস্থান করেন । এখানে দেবগণের আয়ুষ্কাল ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর । কিন্তু বোধিসত্ত্বগণ তার পূর্বে তাদের আয়ুষ্কাল পরিসমাপ্তি করেন ।

জগতে বুদ্ধোৎপত্তির সময় উপস্থিত হলে চতুর্মহারাজিক দেবগণ চিন্তা করতে থাকেন-‘এক হাজার বৎসর পর জগতে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হবে ।’ তারা প্রচার করতে থাকেন-‘বন্ধুগণ, এক হাজার বৎসর পর জগতে বুদ্ধোৎপত্তি হবে । এই প্রচার বুদ্ধ-কোলাহল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে । এই দেবতাদের বুদ্ধ-কোলাহল শুনতে পেয়ে দশ হাজার চক্রবাল দেবগণ একত্রিত হয়ে যে ব্যক্তি বুদ্ধ-হবেন তার নিকট উপনীত হন । তারা তাকে (বোধিসত্ত্বকে) তার স্বর্গ হতে চ্যুতির কথা শ্রবণ করায় দেন । এই সময়ে প্রত্যেক চক্রবালের দেবগণ এক চক্রবালে এসে উপনীত হন । প্রত্যেক চক্রবালের চতুর্মহারাজিক দেবতা, শক্র, সুয়াম, সন্তুষিত, বসবর্তী দেবগণ এবং মহাব্রহ্মা তুষিত দেবপুরীতে উপনীত হন । তারা বোধিসত্ত্বের চ্যুতি নিমিত্তের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করে তাকে অতি বিনয়ের সহিত বলেন ‘বন্ধু, আপনি দশ পারমী পূর্ণ করেছেন ।

যখন আপনি পারমী পূর্ণ করতে ছিলেন, তখন আপনি শত্রু, ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রাপ্তির জন্য উহা পূরণ করেন নাই। আপনি সমগ্র বিশ্বের হিতার্থে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হওয়ার জন্য উহা করেছেন। হে মহাবীর, এখন আপনার সময় হয়েছে। মাতৃগর্ভে অবতীর্ণ হউন। দেব মনুষ্যের মুক্তিদাতা হিসাবে সাহায্য করার জন্য জগতে আবির্ভূত হউন।’ মহাসত্ত্ব দেবতাদের এইভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে তাদেরকে কোন প্রকার আশার বাণী না শুনায়ে শুধু পঞ্চমহাবিলোকন (২৫) অনুসন্ধান করতে থাকেন। পঞ্চ মহাবিলোকন হল—(১) সময় (২) মহাদেশ (৩) জনপদ (৪) বংশ এবং (৫) মাতার আয়ুষ্কাল। প্রথমে বোধিসত্ত্ব সময় সম্বন্ধে অবলোকন করেন। ‘এখন কি ঠিক সময় অথবা ঠিক সময় নয়? কারণ যখন মানুষের বয়স এক লক্ষ বৎসরের বেশী তখন ঠিক সময় নয়। কেন? কারণ এই সময়ে জন্ম, জরা ও মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। এই তিন অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে বুদ্ধের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। যখন বুদ্ধ অনিত্য দুঃখ অনায়াস সম্পর্কে ধর্ম দেশনা করবেন তখন তারা বলতে থাকবে—‘বুদ্ধ যে ধর্ম দেশনা করেন উহা কি?’ তারা বুদ্ধের দেশনা শুনবেও না বিশ্বাস ও করবে না। সুতরাং মানুষদের ধর্ম চক্ষু উৎপন্ন হবে না। তাই বুদ্ধের দেশনা বৃথা যাবে। সুতরাং এই সময় ধর্ম প্রচারের সময় নহে। মানুষের আয়ুষ্কাল যখন এক শত বৎসর হতে কম হবে তখনও বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের সময় নয়। তখন মানুষের মধ্যে ক্রেশে পূর্ণ হয়ে থাকবে। ক্রেশে পরিপূর্ণ মানুষের নিকট ধর্ম দেশনা করলে জলে সৃষ্ট রেখার মত ধর্ম দেশনার পর মুহূর্তেই উহা অন্তর্হিত হয়ে যাবে। সুতরাং তখনও ধর্ম দেশনার সময় নহে। ধর্ম প্রচার নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে যখন মানুষের বৎসর এক লক্ষ বৎসরের কম হবে এবং এক শত বৎসরের বেশী হবে।

তারপর বোধিসত্ত্ব কোন মহাদেশে আবির্ভাব হবেন তাহা অনুসন্ধান করেন। তিনি জগতের চার মহাদেশ অবলোকন করে দেখেন যে তিন মহাদেশে বুদ্ধ উৎপন্ন হন না। কেবলমাত্র জম্বুদ্বীপেই বুদ্ধ উৎপত্তি হয়ে থাকেন।

তৎপর তিনি চিন্তা করেন সে জম্বুদ্বীপ এত বিস্তৃত যে উহা দশ হাজার যোজন আয়তন। কোন জনপদে বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়া সমীচীন তাহা তিনি চিন্তা করেন। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা চিন্তা করেন। সাধারণতঃ বুদ্ধগণ ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। বোধিসত্ত্ব তার মাতার আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে অবলোকন করেন। বোধিসত্ত্বের মাতাকে এক লক্ষ কাল পারমী পূর্ণ করতে হয় এবং জন্মের পর থেকে তিনি ন্যূনপক্ষে পাঁচশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বোধিসত্ত্বের জন্মের পর তিনি আর কার ও মাতা হবেন না এবং তার আয়ু হবে দশ মাস সাত দিন। এই পঞ্চ বিলোকন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে বোধিসত্ত্বগণ অন্যান্য দেবতার সহিত তুষিত পুরীর নন্দন বনে উপনীত হন। সেখান হতে ক্রিয়ারত অবস্থায় বোধিসত্ত্বগণ অন্তর্হিত হন।

আমরা এখন সর্বজ্ঞ সম্যকবুদ্ধগণের ত্রিশটা ধর্মতা বা বিশ্বধর্মের নির্ধারিত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করব।

১। অন্তিম জন্মে বোধিসত্ত্বগণ স্মৃতিমান হয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন।

- ২। মাতৃগর্ভে বদ্ধাসনে উপবেশন করে বহির্মুখী হয়ে অবলোকন করে থাকেন।
- ৩। বোধিসত্ত্বের মাতার দণ্ডায়মান অবস্থায় সন্তান প্রসব হয়ে থাকেন।
- ৪। বোধিসত্ত্বগণের জন্ম অরণ্যে হয়ে থাকে।
- ৫। সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপারি স্থিত হন এবং উত্তরাভিমুখী হয়ে সপ্ত পদ গমন করেন। তারপর সর্ব দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক এই মহত্ত্ব ব্যঞ্জন বাক্য উচ্চারণ করেন-“এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার শেষ জন্ম, আর আমার পূর্ণজন্ম নাই।”
- ৬। তিনি বৃদ্ধ রোগী, মৃতদেহ এবং প্রব্রজিত প্রভৃতি চার নিমিত্ত (২৬) দর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়ে পুত্র লাভের পর মহাভিনিষক্রমণ করেন।
- ৭। তিনি প্রব্রজ্যার কমপক্ষে সপ্তাহ ধরে তপশ্চর্যা করতে থাকেন।
- ৮। বোধিসত্ত্বগণ বুদ্ধত্বলাভের দিনে পায়সান্ন ভোজন করে থাকেন।
- ৯। তিনি কুশাসনে বসে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন।
- ১০। বোধিসত্ত্বগণ বুদ্ধত্বলাভের জন্য আনাপন স্মৃতি ভাবনা করেন।
- ১১। বোধিসত্ত্বগণ বজ্রাসনেই মার সৈন্যদের পরাজয় করে থাকেন।
- ১২। তিনি বোধিমন্ডপে ত্রিবিদ্যা (২৭) অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন থাকেন।
- ১৩। সম্বোধিলাভ করে তিনি বোধিবৃক্ষের অদূরে সাত সপ্তাহ যাপন করেন।
- ১৪। ধর্ম প্রচারের প্রতি অনীহা দেখে মহাব্রহ্মা কর্তৃক ধর্ম প্রচারের জন্য প্রার্থনা।
- ১৫। তিনি ঋষিপুত্র মৃগদায়ে ধর্ম চক্র প্রবর্তন করে থাকেন।
- ১৬। বুদ্ধ মাঘী পূর্ণিমায় বিপুল ভিক্ষুসংঘসহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করেন।
- ১৭। বুদ্ধ জেতবন দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন।
- ১৮। শ্রাবস্তীর নগরদ্বারে বুদ্ধ যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেন।
- ১৯। বুদ্ধ তাঁর মাতাকে সম্মুখে রেখে তাবতিংস স্বর্গে দেবতার নিকট অভিধর্ম দেশনা করেন।
- ২০। বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে অভিধর্ম দেশনা করে সাংকাশ্য নগর দ্বারে অবতরণ করেন।
- ২১। বুদ্ধগণ সতত ফল সমাপত্তি লাভ করেন থাকেন।
- ২২। বুদ্ধগণ সমাপত্তিতে স্থিত থেকে বিনয়নযোগ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করেন।
- ২৩। বুদ্ধগণ কারণ দর্শন করে ধর্মদেশনা করেন।
- ২৪। তারা প্রয়োজনবোধে জাতকের কথা উত্থাপন করেন।
- ২৫। বুদ্ধগণ জ্ঞাতীদের সমাগনে বুদ্ধবংশ দেশনা করেন।

- ২৬। বুদ্ধগণ আগন্তুক ভিক্ষুগণের সহিত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন।
- ২৭। বুদ্ধগণ বর্ষাবাসের পর যাদের দ্বারা নিমন্ত্রিত তাদের সহিত কথা বলে অন্যত্র গমন করেন।
- ২৮। প্রত্যহ দিবসের পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে এবং রাত্রির প্রথম বাস, মধ্যম যাম ও শেষ যামের বুদ্ধকৃত্য (২৮) সম্পাদন করেন।
- ২৯। বুদ্ধগণ পরিনির্বাণের পূর্বে মাংসরস গ্রহণ করে থাকেন।
- ৩০। বুদ্ধগণ চব্বিশ কোটি লক্ষ সমাপত্তি সমাপন করে নির্বাণ লাভ করেন।

বুদ্ধগণের চারটি অন্তরায়বিহীন ধর্ম—

- (১) বুদ্ধের উদ্দেশ্য আনীত অথবা সঞ্চিত চতুর্প্রত্যয়ের কেহ অন্তরায় করতে পারে না।
- (২) বুদ্ধের পরমায়ুর অন্তরায় কেহ করতে পারে না।
- (৩) বুদ্ধের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনের (২৯) অন্তরায় করতে পারে না।
- (৪) বুদ্ধের রশ্মি বিস্তারের কেহ অন্তরায় করতে পারে না।

বুদ্ধ বংশ বইতে সুমেধ তাপস পরিচ্ছেদের পর দীপঙ্কর বুদ্ধ হতে শুরু করে অন্যান্য বুদ্ধের জীবন পঞ্জী অতি সুসজ্জিতভাবে গানিতিক পদ্ধতিতে একটার পর একটা ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বুদ্ধের জীবনী পরিচ্ছেদের সহিত সংগতি রক্ষা করে চিহ্নিত করণ, সীমিতকরণ নির্দেশিত করণ ঠিক রেখে বিষয় ও ভাব উত্থাপিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি ২২ প্রকার। যথা (১) কল্প (২) নাম (৩) গোত্র (৪) জন্ম (৫) নগর (৬) পিতা (৭) মাতা (৮) বোধিবৃক্ষ (৯) ধর্মচক্র প্রবর্তন (১০) অভিসময় ও ধর্মজ্ঞান (১১) ভিক্ষু সম্মেলন (১২) প্রধান শিষ্যদ্বয় (১৩) সেবক বা উপস্থাপক (১৪) প্রধান মহিলা শিষ্যা (১৫) পরিবার ভিক্ষু (১৬) বুদ্ধ রশ্মি (১৭) শরীরের উচ্চতা (১৮) বোধিসত্ত্বের কুশল কর্ম (১৯) বুদ্ধদের ভবিষ্যৎ বাণী (২০) বোধিসত্ত্বের তপস্চর্যা (২১) বুদ্ধের আয়ুষ্কাল ও (২২) বুদ্ধের পরিনির্বাণ। বুদ্ধ বংশ অর্থ কথায় আরও ১০টা বিষয় যোগ করা হয়েছে, যথা (১) গৃহী জীবনের সময়। (২) বোধিসত্ত্বের তিনটা প্রাসাদের নাম (৩) নর্তকীয় সংখ্যা (৪) তার স্ত্রীর নাম (৫) পুত্রের নাম (৬) অভিনিষ্ঠমনের বাহন (৭) তপস্চর্যা (৮) প্রধান গৃহী উপাসক (৯) উপাসিকার নাম ও (১০) বিহারে অবস্থান।

আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের জন্ম ও জীবন

আমরা চক্রবর্তী সীহনাদ সুত্ত হতে উল্লেখ করেছি যে মানুষের আয়ু তাদের অকুশলকর্মের প্রভাবে ক্রমে ১০ বৎসরে এসে পৌছবে। তারপর আবার কুশলকর্মের প্রভাবে তাদের আয়ু বাড়তে থাকবে। যখন তাদের ৮০ হাজার বৎসর হবে তখন জগতে মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব হবে। কিন্তু অট্টকথায় উল্লেখ আছে যে সংবর্ত কল্পে (৩০) বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না। তাহলে মানুষের আয়ু অসংখ্য বৎসর হয়ে আবার যখন ক্রমে ৮০ হাজার বৎসর হবে, তখন জগতে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব হবে। গৌতমবুদ্ধ ও আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সময়ের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। তবে অনাগতবংশ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ দশ কোটি বৎসর পর জগতে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু অট্টকথা মতে ইহাতে অনেক শত সহস্র বৎসরের কোটিগুণ বুঝায়। আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব মৌল অসংখ্য কাল সহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পরিপূর্ণ করে বর্তমান ভূমিত স্বর্গে অবস্থান করতেছেন। তিনি সেখানে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করতেছেন। তিনি তাঁর পূর্ণজন্ম সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি ভূমিত স্বর্গে দেবতাদের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করবেন। এখানকায় দেবতাদের ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর, জগতের বুদ্ধ রূপে আবির্ভাব হওয়ার এক হাজার পূর্বে দেবব্রহ্মা গণ তাঁর আবির্ভাবের ঘোষণা দেবেন। এই ঘোষণাকে “বুদ্ধ কোলাহল” বলা হয়।

আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ভূমিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবেন। বোধিসত্ত্বের প্রতীসন্ধি গ্রহণ কালে নিম্নলিখিত আশ্চর্য ও অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হবে।

যখন বোধিসত্ত্ব ভূমিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মাতৃকৃষ্ণিতে প্রবেশ করবেন, তখন দেবলোক, মারভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ব্রহ্মান ও দেব মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হবে। অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিত নিরয় যে স্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সে স্থানও দেবতাগণের দেবতানুভাব অতিক্রম করে অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হবে। সে সকল প্রাণী ঐ স্থানে উৎপন্ন তারা ঐ আলোকে পরস্পরকে জানতে সক্ষম হবে, “ওহে অন্যান্য প্রাণীও এ স্থানে উৎপন্ন হয়েছে। দশ সহস্র জগৎ সম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হবে, প্রকম্পিত হবে, সঞ্চারিত হবে। এ দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্ত বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হবে। এই রূপ অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হবে। আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব মাতৃকৃষ্ণিতে প্রবিষ্ট হলে তাঁর রক্ষার জন্য চার দেবপুত্র আগমন করবেন যাহাতে মনুষ্য অথবা অমনুষ্য কেহই বোধিসত্ত্ব অথবা তাঁর মাতার কোন অনিষ্ট সাধন করতে না পারে। বোধিসত্ত্ব মাতৃকৃষ্ণিতে প্রবিষ্ট হলে তাঁর মাতা স্বভাবতঃ শীলবর্তী হবেন; প্রাণাতিপাত, অদন্তের গ্রহন, ব্যাভিচার, মুষাবাদ, সুরামেয়াদি মদ্যপান হতে বিরত হবেন এবং তিনি পুরুষের প্রতি রাগোপসংহিত চিত্ত উৎপাদন করবেন না। তিনি রক্তচিত্ত পুরুষের প্রভাবের অতীত হবেন। বোধিসত্ত্বের মাতা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিরূপ সুখের অধিকারী হবেন এবং এই সুখের উপকরণরূপ ভোগ্য বস্তু সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেবিত হয়ে বিহার

করবেন। তিনি কোন প্রকার রোগাক্রান্ত হবেন না, অক্রান্ত দেহে সুখ অনুভব করবেন।
কুক্ষিগত বোধিসত্ত্বকে সর্বাঙ্গ ও সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন দেখতে পাবেন।

এখন আমরা “দসবোধিসত্ত্বপ্ৰতিকথা” গ্রন্থ হতে আর্থমৈত্রেয় বুদ্ধের শারীরিক বর্ণনা উল্লেখ করতেছি। ভগবান আর্থমৈত্রেয় বুদ্ধের আয়ুষ্কাল হবে বিরাশি (৮২) হাজার বৎসর, তিনি উচ্চতায় অষ্টাশি (৮৮) হাত হবেন। প্রস্থে পঁচিশ (২৫) হাত হবেন এবং উচ্চতা ও প্রস্থানুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ হবে। পায়ের তলা হতে হাটু পর্যন্ত তার পরিমাপ হবে বাইশ (২২) হাত, হাটু হতে নাভি মন্ডলের পরিমাপ হবে বাইশ (২২) হাত, নাভিমন্ডল হতে কণ্ঠাস্থির পরিমাপ হবে বাইশ (২২) হাত, কণ্ঠাস্থি হতে মস্তকশীর্ষ পর্যন্ত পরিমাপ হবে বাইশ (২২) হাত, তার উভয় বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য হবে চল্লিশ (৪০) হাত। দুই বাহুর মধ্যে ফাঁকা হবে পঁচিশ (২৫) হাত, প্রত্যেক কণ্ঠাস্থি হবে পাঁচ (৫) হাত, প্রত্যেক আঙ্গুল হবে চার (৪) হাত, প্রত্যেক হাতের তালু পাঁচ (৫) হাত, ঘাড়ের পরিধি পাঁচ হাত, প্রত্যেক চোঁট পাঁচ (৫) হাত, জিহ্বার দৈর্ঘ্য দশ (১০) হাত, নাকের উচ্চতা সাত (৭) হাত, প্রত্যেক চক্ষুগর্ত সাত (৭) হাত, প্রত্যেক চক্ষু সাত (৭) হাত চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক পাঁচ (৫) হাত, প্রত্যেক কান সাত (৭) হাত এবং প্রত্যেক কানের পরিধি পঁচিশ (২৫) হাত হবে। তিনি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ এবং অশীতি অনুব্যঞ্জন যুক্ত হবেন।

চন্দ্রসূর্য আলোক উজ্জ্বলতার মধ্যে সুবর্ণ তারকার ন্যায় তার শরীর হতে ষড়রশ্মি (৩১) নির্গত হবে। এই ষড়রশ্মি দশ সহস্র চক্রবাল পর্যন্ত আলোকিত করবে। সর্বক্ষণ বুদ্ধের রশ্মি বিদ্যমান থাকবে এবং দিবারাত্রি মধ্যে তারতম্য প্রত্যক্ষ করতে অসম্ভব হবে পড়বে। জনসাধারণ জলপদ্ম ও স্থলপদ্মের পাতা ও পাপড়ি দেখে এবং পক্ষীদের কলরব শুনে সন্ধ্যা এবং সূর্যাস্ত নির্ণয় করবে। মানুষেরা পক্ষীর কলরব শুনে সূর্যোদয় এবং সকাল সম্বন্ধে অবগত হবে এবং বাহির হয়ে জলপদ্ম ও স্থলপদ্মের পাতা ও পাপড়ির উন্মোচন দেখে দিবা সম্বন্ধে অবগত হবে।

আর্থমৈত্রেয় বুদ্ধ যখন মাটিতে পা স্থাপন করবেন তখন তার পাদতল হতে ত্রিশ হাত বহিঃ পাপড়ি পঁচিশ হাত অন্তঃ পাপড়ি, ষোল হাত পুষ্পবৃত্ত, দশ হাত পুষ্পরেণু বিশিষ্ট পদ্ম প্রস্ফুটিত হবে। জনসাধারণ বাণিজ্য ও কৃষি কার্যে নিয়োজিত না হয়েও সুস্বাদু ভাত খেয়ে কোন রোগবালাই ছাড়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে। বুদ্ধের মহিমায় এবং করুণায় জনসাধারণ ধর্মের প্রতি উৎসাহিত হয়ে সংসার হতে মুক্ত হয়ে সুন্দর কাপড়ে ও অলংকারে সুসজ্জিত হবে। আর্থ মৈত্রেয় বুদ্ধের পারমীর পরিপূর্ণ করার সময় অন্যান্য বুদ্ধের হতে সম্পূর্ণ পারমীর বৈশিষ্ট্যের জন্য একইরূপ হবে। আর্থমৈত্রেয় বুদ্ধ চক্রবর্তী রাজা শঙ্খের রাজধানী কেতুমতী (বর্তমান বারানসী) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন জম্বুদ্বীপে ৮৪ হাজার নগর থাকবে। নব্বই শত কোটি রাজপুত্র থাকবে। জম্বুদ্বীপের পরিধি হবে ১ লক্ষ লীগ। কেতুমতী নগর কন্টক বিহীন স্বচ্ছ সবুজ তৃণাবৃত থাকবে। এই তৃণের উচ্চতা হবে আঙ্গুলের মত এবং উহা নরমকাপড়ের মত সুকোমল হবে। আবহাওয়া সব সময় অনুকূলে থাকবে। বৃষ্টিপাত সমন্বিতযোগ্য হবে এবং বাতাস অতি উষ্ণ হবে না, অতি শীতল হবে না। নদনদী ও পুষ্করিনীতে জল পূর্ণ থাকবে। মটর এবং শিমের আকৃতিতে মস্ন শ্বেত বালুরাশি হবে। সমস্ত জম্বুদ্বীপ ফুলে ফুলে সজ্জিত

থাকবে। গ্রামে নির্গমে জনসাধারণ খুব কাছাকাছি বসবাস করবে। তারা শান্ত নিরাপদ এবং নিঃশংক থাকবে। তাদের প্রীতি, সুখ ও আনন্দ মুখর আয়োজন অনুষ্ঠান হবে। তাদের খাদ্য পানীয় প্রচুর পরিমাণে থাকবে। কুরুঞ্জ্যের রাজধানী অলকানন্দের ন্যায় জম্বুদ্বীপ সদা উল্লসিত থাকবে।

কেতুমতী ১২ লীগ লম্বা এবং ৭ লীগ প্রস্থ জম্বুদ্বীপের রাজধানী। রাজধানীতে পদ্ম প্রস্ফুটিত পুষ্করিনী থাকবে। পুষ্করিনীর জল স্বচ্ছ, পরিষ্কার, সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। জনসাধারণের পক্ষে সহজেই পুষ্করিনীতে সকল সময়ে উঠতে নামতে কোন অসুবিধা হবে না। কেতুমতী নগরের সপ্তরংসজ্জিত সাত সারি তালগাছ থাকবে। কেতুমতী শহরের অভ্যন্তরে নীল পীত লোহিত শ্বেত কল্লতরু (২৪) সজ্জিত থাকবে। এই কল্লতরু হতে স্বর্গীয় মনিরত্ন ঝুলতে থাকবে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী ধনসম্পদ কল্ল তরু হতে পাওয়া যাবে।

এই কেতুমতী নগরে শঙ্খ নামে একজন চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হবে। অতীত জন্মের তিনি ও তার পিতা একজন পঞ্চেকবুদ্ধের জন্য একটা পর্ণকুঠির তৈরী করে দিয়ে ছিলেন। তারা পঞ্চেক বুদ্ধকে এখানে তিন মাস বর্ষাবাসের জন্য আহবান করেছিলেন এবং বর্ষাবাসের পর ত্রিচীবর (৩৫) দান করেন করেছিলেন। এই পর্ণকুঠিরে সাতজন পঞ্চেক বুদ্ধ (৩৫) এইভাবে বাস করতে অনুরোধ করেছিলেন। মৃত্যুর পর তারা তাবতিংস দেবলোকে উপন্ন হয়েছিলেন। শত্রু তার পিতাকে মর্তে মহাপনাদ রাজপুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ অনুরোধ করেন। দেবতাদের মধ্যে স্থপতি বিশ্বকর্মা মহা-পনাদের একটা রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের আসলে মহাপনাদ ভদ্রজী স্থবির ছিলেন। এক সময় গঙ্গানদীর তলদেশ হতে মহাপনাদের প্রাসাদ স্বোদর হয়ে এসেছিল। এই প্রাসাদ ভবিষ্যৎ শঙ্খের জন্যে অপেক্ষা করেছেন। এই শঙ্খ রাজ অতীতে পঞ্চেক বুদ্ধকে পর্ণকুঠির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

যখন চক্রবর্তী শঙ্খ জগতে আবির্ভূত হবেন, তখন কেতুমতী নগরের মধ্যস্থলে মহাপনাদ প্রাসাদ স্বতঃ স্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসবে। এই প্রাসাদ এত চোখজ্বলসানো যে উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কঠিন হবে। রাজা শঙ্খ সপ্তরংগের অধিকারী হবেন। যথা চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও বিনায়ক রত্ন, রাজার শীল প্রভাবে রাজ্যে কল্লতরুর আবির্ভাব হবে। রাজ্যের জন সাধারণের শীল প্রভাবে বিনা চাষে স্বয়ং জাত তদ্ভুল উৎপন্ন হবে। উহা বিশুদ্ধ, সুগন্ধ যুক্ত এবং কনবদ্ধ তুষবিহীন হবে। কেতুমতী বাসীদের যে যত এই তদ্ভুল চাইবে, সে তত পরিমাণ তদ্ভুল পাবে। কেতুমতী বাসীগণ অত্যন্ত ধনী হবে, তারা মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সুখী হবে। রাজা শঙ্খের ৮৪ হাজার নর্তকী থাকবে। তাঁর এক সহস্র পুত্র থাকবে। তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্র তার প্রধান মন্ত্রী হবেন। রাজা বিনা অস্ত্রে বিনা যুদ্ধে ধর্মানুসারে সসাগরা জম্বুদ্বীপ জয় করবেন।

আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ কেতুমতীরাজ্যে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন। তার পিতার নাম সুব্রহ্ম। তিনি চক্রবর্তী রাজা শঙ্খের প্রধান পুরোহিত। তার মাতার নাম ব্রহ্মবর্তী। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের গৃহীণাম হবে অজিত।

আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ কেতুমতী নগরের এক অরণ্যে জন্মগ্রহণে করবেন। তাঁর মাতা ব্রহ্মবতীর দন্ডায়মান অবস্থায় বুদ্ধের জন্ম হবে। তিনি যখন মাতৃ কৃষ্ণি হতে নিষ্ক্রান্ত হবেন, প্রথমে দেবগণ তাকে গ্রহণ করবেন। মাতৃকৃষ্ণি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভূমিস্পর্শে আসার আগে দেবগণ তাকে গ্রহণ করে তার মাতার সম্মুখে স্থাপন করে বলবেন-‘দেবি! সুপ্রসন্ন হউন, আপনার মহাশক্তি সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন।’ বোধিসত্ত্ব যখন তাঁর মাতৃকৃষ্ণি হতে নিষ্ক্রান্ত হবেন তখন সুনির্মল থাকেন; জল, শ্রেষ্ঠা, রুধির অথবা অপর কোন প্রকার অশুচি দ্বারা লিপ্ত হবেন না মাতৃকৃষ্ণি হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্তরীক্ষ হতে দু’টা জলধারা নির্গত হবে,-একটা শীতল, অপরটা উষ্ণ। এই জল ধারায় বোধিসত্ত্ব ও তাঁর মাতার প্রক্ষালন কার্য সম্পন্ন হবে। তারপর তিনি সমপাদদোপরি স্থিত হবেন এবং উত্তরাভিমুখী হয়ে সপ্ত পদ গমন করবেন। দেবগণ তার মস্তকোপরি স্বেতছত্র ধারণ করবেন। তিনি সর্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক এই মহত্ত্ব ব্যঞ্জক বাক্য উচ্চারণ করবেন-“এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি জ্যৈষ্ঠ এবং আমি শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার সর্বশেষ জন্ম আর আমার পূর্ণজন্ম নাই”

বোধিসত্ত্বের জন্মের সাথে দেবলোক মারভবন ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণ ও দেব মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হবে। অনন্তঘন অক্ষকারাচ্ছন্ন লোকান্তবিক নিরয় যে স্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ ও প্রবেশ করতে অক্ষম, সে স্থানেও দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হবে। সে সকল প্রাণী ঐ স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও এই আলোকে পরস্পরকে জানাতে সক্ষম হবে “ওহে অন্যান্য প্রাণীও এই স্থানে উৎপন্ন হয়েছে” দশ সহস্র জগৎ সম্পন্ন এই ব্রহ্মান্ড কম্পিত হবে, প্রকম্পিত হবে, সঞ্চালিত হবে। দেবতাগণের দেবতানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হবে।

আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের জন্মের পর নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখে তাঁর বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। এই বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তির মাত্র দুইগতি, অন্য গতি নাই। যদি তিনি গৃহবাসীহন, তাহলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হবেন, ধার্মিক ধর্মরাজ চতুরন্তবিজেতা হন, তার রাজ্য শান্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি সপ্ত রত্নের অধিকারী হন, যথা-চক্ররত্ন হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও মন্ডীরত্ন। তিনি সুর বীর শত্রু সেনা মর্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবী দন্ড ও অস্ত্রবিদ্যা ধর্ম্যানুসারে জয় করে বাস করেন। যদি তিনি গৃহ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা আশ্রয় নেন, তা’হলে জগতে তিনি মায়াবরণমুক্ত অর্হ সম্যক সম্বুদ্ধ হন।

বত্রিশ মহা পুরুষ লক্ষণের নাম

- ১। সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ, (সুপ্ততিষ্ঠিত পাদো)
- ২। পাদতলের নিম্নদেশে সর্বাঙ্গের পরিপূর্ণ নেমি ও নাভিসহ সহস্র অরযুক্ত চক্র বিদ্যমান (হেট্ঠা পাদতলেসু চক্কানি জাতানি সহস্রারানি সনেনমিকানিস নাভিকানি সর্বাবাকার (পরিপূরানি)
- ৩। আয়ত পাঞ্চি বা পরিপূর্ণ পায়ের মুড়ি (আয়রতপনিহ্)
- ৪। দীর্ঘ অঙ্গুলি, (দীঘঙ্গুলি)
- ৫। ব্রহ্ম ঋজু শরীর (ব্রহ্মজ্জুগতো)
- ৬। সপ্ত উন্নত স্থান-দুই হস্ত, দুই পাদ, দুই অংস, ঋক্ষ ও এক গ্রীবা বা অংসকুট মাংসপূর্ণ উন্নত স্থান। (সত্ত্বসসদো)
- ৭। মৃদু কোমল হস্ত ও পাদতলে, (মুদুতলুনহথ পাদো)
- ৮। জালহস্ত পাদ (জাল হথ পাদো)
- ৯। পায়ের মধ্যবর্তী গুলফ। (উস্সঙ্খ পাদো)
- ১০। উর্দ্ধমুখী লোমের অগ্রভাগ, (উদ্ধ গগলোমো)
- ১১। এণিমৃগঘদৃশ জঙ্ঘা (এণিজংঘো)
- ১২। অতিশয় মসৃন স্নিগ্ধ মুখাবয়ব (সুখমচছাবি)
- ১৩। সুবর্ণ বর্ণ কাঞ্চন সদৃশ ত্বক (সুবল্লবল্লো)
- ১৪। গুহেন্দ্রিয় কোবরক্ষিত (কোসোহিত বথ গুয়েহা)
- ১৫। নিম্নোদধ পরিমন্ডল অর্থাৎ বয়ঃ প্রমাণ ব্যাম, ব্যামপ্রমাণবয়ঃ (নিম্নোদধমন্ডলো)
- ১৬। দভায়মান অবস্থায় উভয় হস্ত দ্বারা উভয় জানুদ্বয় স্পর্শ ও পরিমর্দন করতে সক্ষম (অননোমন্তো)
- ১৭। সিংহ পূর্বার্ধ কায়, (সীহ পূর্ববদ্ধ কায়ো)
- ১৮। ঋদ্ধগহবর পরিপূর্ণতাগ্রাণ্ড, (চিত্তন্তরংসো)
- ১৯। সমবর্ত ঋক্ষ, (সমবত্তথন্দো)
- ২০। সুক্ষরসগ্রাহী জিহ্বা (রসগগসগগি)
- ২১। গাঢ় নীল নেত্র। (অভিনীলনেত্রো)
- ২২। গো-চক্ষু বিশিষ্ট (গোপখুমো)
- ২৩। উষ্ণীষ শীর্ষ। (উনহীসসীসো)
- ২৪। প্রত্যেক লোমকূপে একলোম। (একেকলোমো)

২৫। প্রফুল্লগলের মধ্যে উণা (চক্রাকারে উর্দ্ধমুখী স্বর্ণবর্ণ একটা লোম।) (উণা)

২৬। চল্লিশ দন্ত। (চত্বাল্লীসদন্তো)

২৭। অবিবরদন্ত। (অবিরল দন্তো)

২৮। দীর্ঘ জিহবা। (পহুত জিবহা)

২৯। ব্রহ্মস্বর। (ব্রহ্মস্বরো)

৩০। সিংহ হনু। (সীহ হনু)

৩১। সমদন্ত। (সমদন্তো)

৩২। শুভ্রদন্ত। (সুসুন্ধদন্তো)

নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ বাণী শুনে বোধিসত্ত্বের পিতা সুব্রহ্ম তাঁকে যাতে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হতে না পারেন তজ্জন্য সচেষ্ট হবেন। তিনি তাঁর ভোগ বিলাসের বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর্থমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব আট হাজার বৎসর গৃহীজীবন যাপন করবেন। তাঁর জন্য চারটা প্রাসাদ নির্মান করা হবে। যথা (১) শ্রীবন্ধ, (২) বর্দ্ধমান (৩) সিদ্ধার্থ ও (৪) ছন্দক।

তাঁর শত সহস্র নর্তকী পরিচারিকা থাকবে। আর্থমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের স্ত্রীর নাম চন্দ্রমুখী এবং তাঁর পুত্রের নাম হবে ব্রহ্ম বর্ধন।

আট হাজার বৎসর গৃহীজীবন যাপনের পর একদিন আর্থমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব কেতুমতী নগরের উদ্যানভূমি দর্শনার্থে সারথী নিয়ে রথে যাত্রাকরবেন। তাঁর রথ স্বর্গীয় সুষমভিত প্রাসাদের মত দেখাবে। তিনি চার প্রকার নিমিত্ত দেখে সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবেন। চতুর্নিমিত্ত হল- (১) জরা গ্রন্থ বৃদ্ধ ব্যক্তি (২) ব্যাধি গ্রন্থজীর্ণ ব্যক্তি (৩) মৃতব্যক্তি শ্মশানের দিকে বহন করার দৃশ্য ও (৪) প্রব্রজিত সন্ন্যাসী। এই চতুর্নিমিত্ত দেখে সংসার ত্যাগের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হবেন। আর্থমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব সোভিত, পদুমন্তর ধর্মদর্শী এবং কশ্যপবুদ্ধের মত আপন প্রাসাদ নিয়ে মহাভিনিক্রমণ করবেন। বুদ্ধবংশ অর্থকথার উল্লেখ আছে যে উদ্বায়ী ভাসমান প্রাসাদ আকাশে, উড্ডীমান হয় এবং সে বোধিবৃক্ষ মূলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হবেন সেই বৃক্ষে পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথিবীতে মেনে আসেন। প্রাসাদের মহিলাবৃন্দ নিজ নিজ ইচ্ছামত প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যায়। বোধিসত্ত্ব বোধিবৃক্ষ মূলে একাকী ধ্যানে মগ্নহন। আর্থমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব প্রাসাদে অবস্থান করে যখন অভিনিষ্ক্রয়মনের কথা চিন্তা করবেন, এই প্রাসাদ আকাশে উত্তীর্ণ হবে এবং বোধিসত্ত্বের সপরিষদ এই প্রাসাদে অবস্থান করবেন। তখন দশ সহস্র চক্রকালে দেবগণ পুষ্প দিয়ে তাকে পূজা করবেন। জম্বুদ্বীপের ৮৪ হাজার রাজা নগরের এবং দেশের জনগণ তাকে ফুল সুগন্ধিদিয়ে পূজা করবেন, অসুরপুরীর রাজাগণ আর্থমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের প্রাসাদ পাহাড়া দেবেন। নাগরাজগণ বোধিসত্ত্ব কে মূল্যবান মনি দিয়ে পূজা করবেন। সুপর্ণরাজা গণ তাদের গলার মনিরত্ন খচিত মালা উপহার দেবেন। গার্কব গণ তাঁকে নৃত্য বাদ্য সহকারে সম্মান প্রদর্শন করবেন। বোধিসত্ত্বের সহিত কেতুমতীরাজ্যের চক্রবর্তী রাজ সহ সকল রাজপরিষদ থাকবেন। চক্রবর্তী রাজা ও

মহাসত্ত্বের মহিমায় সকল পরিষদ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। তারা মহাসত্ত্বের সহিত বোধিবৃক্ষের মূলে সমবেত হবেন তখন মহাব্রহ্মা ষাটলীগ বিশিষ্ট শ্বেতছত্র নিয়ে বোধিসত্ত্বের মস্তকোপরি উত্তোলন করবেন। দেবরাজ শত্রু বিজুস্তর শঙ্খধ্বনি করবেন। যাম স্বর্গের দেবরাজ সুয়াম চমরীধেনুর পৃষ্ঠানির্মিত পাখা দিয়ে বোধিসত্ত্বকে পূজা করবেন। তুষিত স্বর্গের দেবপুত্র সন্তুষিত মনিরত্নময় পাখা ধরবেন। গার্কবরাজ পঞ্চ সিংহ স্বর্গীয় বীণা বেলপুণ্ড নিয়ে বাজাতে থাকবেন। চতুর্মহারাজিক দেবগণ প্রাসাদের চারদিকে বেষ্টন করে অবস্থান করবেন এবং প্রাসাদ পাহাড়া দেবেন। এই স্থানের দেবগণ, মনুষ্যগণ, গার্কবগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, বোধিসত্ত্বের সম্মুখে পশ্চাতে পাশে থেকে তাঁর সহিত গমন করবেন। এই ভাবে মহাজাকজমকে বোধিসত্ত্ব দেব মনুষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে আকাশে প্রাসাদোপরি অবস্থান করবেন। তারপর প্রাসাদ বোধিবৃক্ষের নিকট এসে আকাশ হতে ভূমিতে অবস্থান করবেন। এই সময়ে মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হতে অবতরন করেন এবং তার ঋদ্ধিবলে অষ্ট পরিষ্কার (৩৬) সৃষ্টি করে বোধিসত্ত্বকে অর্পণ করবেন। বোধিসত্ত্ব তার মাথার কেশ কর্তন করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেবেন। তারপর তিনি মহাব্রহ্মা প্রদত্ত অষ্ট পরিষ্কার পরিধান করে প্রব্রজিত রূপে সজ্জিত হবেন। এই বোধিবৃক্ষস্থলে বোধিসত্ত্ব সাতদিন কঠোর সাধনা করবেন। বোধিসত্ত্বের সহিত আগত মনুষ্যগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে সাধনায় মগ্ন হবেন।

আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ হবে নাগেশ্বর বৃক্ষ। এই বৃক্ষ উচ্চতায় ১২০ হাত এবং চার প্রধান শাখা থাকবে-উহাদের উচ্চতা ১২০ হতে ১৩০ হাত হবে। তাহাছাড়া এই বৃক্ষের দুই হাজার ছোট ছোট শাখা থাকবে। এই শাখাগুলি অগ্রভাগ নিম্নমুখী থাকবে এবং সর্ব সময়ে নড়তে থাকবে। এই বৃক্ষে চক্রের মত বড় বড় নাগফুলে শোভিত থাকবে। এই পুষ্পের পুষ্পেরেণু স্বর্গীয় সুগন্ধে সুবাসিত করে রাখবে। এই সুবাসিত সুগন্ধ বাতাসের অনুকূলে প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়ে দশ লীগ বেষ্টিত এলাকায় বিস্তৃত থাকবে। এই বৃক্ষের পত্রগুলি সকল ঋতুতে গাঢ় সবুজ থাকবে এবং পুষ্প মানুষের দিকে বিস্তৃত থাকবে।

অনাগতবংশে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত যারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন তাদের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই পুস্তকে তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামও উল্লেখ আছে। আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব তাঁর পরিবারের লোকজন সহ বন্ধুবান্ধব ও রাজপরিষদের নিয়ে এই অভিনিষ্ঠমন করবেন। তাদের মধ্যে চতুরঙ্গ সেনা এবং চতুর্বর্ণ পরিষদ থাকবে এবং তারা ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। তাঁর সহিত ৮৪ হাজার রাজপুত্র এবং ৮৪ হাজার ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও থাকবেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে ইসিন্দও ও পুরাণ ভ্রাতৃদ্বয়, জাতিমিত্র ও বিজয় অপরিমিত প্রাজ্ঞদ্বয়, সুদ্ধিক গৃহপতি, সুদ্ধনা প্রধান মহিলাশিষ্যা, শঙ্খা মহিলা সেবিকা, সন্দর গৃহপতি, সুদত্ত জনৈক মহৎ ব্যক্তি বিসাক্ষ ও যশবতী দম্পতি প্রভৃতি থাকবেন। তাহা ছাড়া সামাজিক বিভিন্ন পদবীধারী লোকজন তাঁর সহিত থাকবেন।

বুদ্ধদের চারটা অপরিবর্তিত স্থান থাকে। যথা (১) সম্মোবিলাভের স্থান-বুদ্ধগয়া (২) ধর্মপ্রবর্তনের স্থান-ঝষিপতন (৩) অভিধর্ম দেশনার পর মর্তে অবতরনের স্থান-সাংকাশ্য ও (৪) শ্রাবস্তীর বুদ্ধের দীর্ঘকাল অবস্থা-গন্ধকুঠি বিহার। আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব

বুদ্ধত্বলাভের দিন পায়সান্ন গ্রহণ করবেন। তারপর বোধিবৃক্ষের মূলে ঘাস প্রসারিত করে নির্দিষ্ট আসনে বসবেন। প্রথমে তিনি আনাপান শ্রুতিপ্রস্থান অনুশীলন করবেন। তখন তিনি মার তার সৈন্যসহ-বোধি সত্ত্বকে ধ্যানচ্যুত করতে অগ্রসর হবে। কিন্তু বুদ্ধের পারমী পূরনের প্রভাবে মার পরাজিত হয়ে দুঃখিত মনে বোধিবৃক্ষের স্থান হতে প্রস্থান করবে। আৰ্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ত্রিবিদ্যা অধিগত করে রাত্রির শেষ যামে সম্বোধি লাভ করবেন। সম্বোধিলাভ করে তিনি আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ নামে অভিহিত হবেন। অনাগত বংশ নামক গ্রন্থে আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধকে ‘বুদ্ধরাজা’ আখ্যায়িত করা হয়েছে। সম্বোধি প্রাপ্তি পর আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের চারপাশে সাত সপ্তাহ বিমুক্তি সুখে অতিবাহিত করবেন।

তারপর তিনি তাঁর অধীত ধর্ম প্রচারের জন্য মহাব্রহ্মা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হবেন। আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ নাগবনে সর্ব প্রথম ধর্ম প্রবর্তন করবেন। এই নাগবন কেতুমতী নগরের ঋষিপত্তন নামক স্থানে অবস্থিত।

আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ ধর্ম চক্র প্রবর্তন কালে এক শত লীগ বিস্তৃত স্থানে মহা জনতা সম্মেলন হবে। সেই সময়ে দেবলোক হতে দেবতাগণ সম্মেলনে যোগদান করেন ধর্ম চক্র প্রবর্তন কালে একশত কোটি সত্ত্ব ধর্ম চক্ষু উন্মিলিত হবে। চতুরার্য সত্য প্রকাশের আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের এটা প্রথম অভিসময়। (৩৭)

চক্রবর্তী রাজা শঙ্খ তার জন্য মনিরত্ন প্রাসাদ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান করবেন। তিনি দরিদ্র, দুঃস্থ এবং ভিক্ষুকদের অকাতরে দান দেবেন। রাজা তাঁর নব্বইশত কোটি পরিষদসহ তার স্ত্রীকে নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপনীত হবেন। তারা সকলে ‘এহি ভিক্ষু’ বা ‘এসভিক্ষু’ বলার সাথে সাথে অষ্টপরিষ্কার পরিবৃত্ত হয়ে ভিক্ষুভিক্ষুনীতে পরিণত হবেন। আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের এইটাই হবে দ্বিতীয় অভিসময়।

আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের তৃতীয় অভিসময় বা সম্মেলন হবে যখন দেব মনুষ্য অর্হৎ বিষয়ে আলোচনার জন্য তার নিকট সমবেত হবেন। তখন আশি সহস্র কোটি সত্ত্বের ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হবে।

আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সময়ে অর্হৎদের তিনটা সন্নিপাদ (৩৮) বা সম্মেলন হবে। প্রথম সন্নিপাদে (৩৮) লক্ষ কোটি অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকবেন। অন্যান্য বুদ্ধের ন্যায় আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ ও মাঘী পূর্ণিমায় প্রাতিমোক্ষ (৩৯) উদ্দেশ্যের সময় এই সম্মেলন হবে। এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- (১) এই সময়ে উপস্থিত সকল ভিক্ষু ‘এহি ভিক্ষু’ হবেন। (২) তারা ষড়্ভিজ্জ (৪০) হবেন। (৩) তারা পূর্বঘোষণা ছাড়াই উপস্থিত হবেন (৪) পঞ্চদশ দিবসে এই উপোসথ অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় সন্নিপাদ হবে, বর্ষাবাসের প্রবারণা (৪১) পূর্ণিমায়। তখন নব্বই লক্ষ কোটি অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকেন। তৃতীয় সন্নিপাদ হবে যখন আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ হিমবন্ত প্রদেশের গন্ধমাদন ঢুলু অঞ্চলে নির্জনে বাস করতে যাবেন। তখন অর্হৎদের সংখ্যা হবে আশি লক্ষ কোটি। অন্য সময়ে আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ ষড়্ভিজ্জ সম্পন্ন এবং ঋদ্ধিপ্রাপ্ত লক্ষ কোটি ভিক্ষুদের দ্বারা পরিবৃত্ত থাকবেন। গৌতমবুদ্ধ চক্রবর্তী সীহ নাথ সূত্রেও এই কথা উল্লেখ করেছেন। আৰ্যমৈত্রেয় বুদ্ধ অনেক লোকের ধর্মচক্ষু উৎপন্নের জন্য তার ধর্ম দেশনা করে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে থাকবেন। অনেকে তাঁর নিকট ত্রিশরনাগমন করবেন, অনেকে পঞ্চাশীলে প্রতিষ্ঠিত হবেন এবং

অনেকে দশশীলে প্রতিষ্ঠিত হবেন, অনেকে তাঁর নিকট উপ-সম্পদা গ্রহন করে চতুর্বিধ ফল সমাপত্তি লাভ করবেন। অনেকে বিদর্শন জ্ঞান, অষ্ট সমাপত্তি, ত্রিবিদ্যা এবং ষড়ভিজ্জ লাভ করবেন। বুদ্ধের দেশনা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হবে। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি অর্হৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখে সেই ব্যক্তির জন্য মুহূর্তে লক্ষ লীগ পথ অতিক্রম করবেন। এমন কি সত্ত্বগণ যাহাতে নিম্ন যোনিতে উৎপন্ন না হয়, সেই জন্য তিনি তাদের সমুত্তেজিত রাখতে প্রচেষ্টা করবেন।

আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের অগ্রশাবক হবেন চক্রবর্তী রাজা শঙ্খ। তার প্রব্রজিত নাম হবে অশোক। তার দ্বিতীয় অগ্রশাবক হলেন ব্রহ্মদেব। বুদ্ধের উপস্থাপক হবেন সীল। বুদ্ধের প্রধান মহিলা শিষ্যা হবেন সীহা। বুদ্ধের প্রধান মহিলা শিষ্যা হবেন পদুমা ও সুমনা। তার প্রধান গৃহী উপাসক হবেন সুমন ও শঙ্খ এবং গৃহী উপাসিকা হবেন যশবতী ও সংঘা।

আর্যমৈত্রেয় কোথায়ও গমন করলে বিপুল সংখ্যক দেবতা বুদ্ধের সম্মান করতে করতে তাঁর সহিত গমন করবেন। কামাবচর ভূমির দেবতা গণ নাগ ও সুপর্ণ গণসজ্জিত মনি মুক্তা দিয়ে গলার হার তৈরী করে পরিধান করবেন। স্বর্ণ রৌপ্য মনি প্রবাল প্রভৃতি দিয়ে তৈরী আটটি গলার মালা থাকবে। বিভিন্ন রং সজ্জিত শত শত পতাকা উড়তে থাকবে। চাঁদোয়ার অলংকিত মনিরত্নগুলি চন্দ্রের মত দেখাবে। এই গুলি মনিরত্ন খচিত এবং বাজনার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। তখন দেব ও মনুষ্য লোকীয় সুগন্ধ পুষ্প ও ধূপে ভরপুর থাকবে। জনসাধারণ বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত থাকবে। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে তারা বুদ্ধের গুনকীর্তন করতে থাকবে। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের শীলগুণে বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক ঘটনা ঘটবে। এই সব অলৌকিক ঘটনা দর্শন করে অনেকে মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে বুদ্ধের শরনাপন্ন হবে। তাতে অনেকে ভবযন্ত্রনা হতে মুক্ত হবেন এবং যদি কেহ মুক্ত হতে না পারেন, তবে স্বর্গ গমনের পথ প্রশস্ত করতে পারবেন।

বুদ্ধগনের ত্রিশটা ধর্মতার মধ্যে আর্য-মৈত্রেয় বুদ্ধের সময় কয়েকটা ঘটনার কথা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে। বুদ্ধগন জেতবনের গন্ধকুঠি বিহারে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের শয্যা অতীত বুদ্ধগনের মত একইস্থানে হবে। তিনি শ্রাবস্তীর প্রবেশ পথে যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করবেন। বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে তাঁর মাতা কে অভিধর্ম দেশনার জন্য যাবেন। তারপর সাংকাশ্য নগরে তিনি স্বর্গ হতে মর্তে অবতরণ করবেন।

আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ সময়োপযোগী বিনয় বিধান নির্দেশ করবেন প্রয়োজনে অন্যান্য সত্ত্বদের উপযোগী তিনি জাতক বর্ণনা করবেন। তিনি তার আত্মীয় স্বজনদের নিকট বুদ্ধ বংশ প্রকাশ করবেন।

অন্যান্য বুদ্ধের মত তিনি তার প্রাত্যহিক বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করবেন। তিনি আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে স্বাগত জানায়ে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। তিনি নিমন্ত্রিত স্থানে বর্ষা বাস করবেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে জানায়ে সেই স্থান ত্যাগ করবেন। তিনি

প্রত্যেক দিবারাত্রি বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করবেন এবং রাত্রি প্রথম যামে ধ্যান করে দ্বিতীয় যামে শয্যা গ্রহণ করবেন এবং তৃতীয় যামে দেবতাদের সহিত কথোপকথন করবেন ।

বুদ্ধগণ ধর্ম দেশনাকালে আদিতেশীল, মধ্যে আর্যমার্গ ও অবসানে নির্বাণ সম্বন্ধীয় ধর্ম দেশনা করে থাকেন । সেই হেতু বলা হয়েছে-যোধস্ম্যং দেসেতি আদি কল্যাণং মজ্জ্ঝে কল্যানং পরিয়োসানে কল্যানং মজ্জাঝিমনিকায়ের চুল হস্তি পদোপম সূত্রে আছে-

আদি মিহং দস্মেয়্য মজ্জমে সগগং বিভাবয়ে
পারিয়োসানামিহং কল্যানং এসাকথিক সন্তিতরীতি ।
আর্যমৈত্রেয়্য বুদ্ধ মম্বক্ষে এই কথা প্রজোহ্য ।

কিন্তু বুদ্ধগণ ও অনিত্য ধর্মে অধীন, তাদেরকে ও মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয় । আর্য মৈত্রেয়্য বুদ্ধকেও পারিনির্বাণে নির্বাণিত হতে হবে । সকল বুদ্ধগণ পারিনির্বাণের পূর্বে মাংসরস গ্রহণ করে থাকেন । আর্যমৈত্রেয়্য বুদ্ধ পারিনির্বাণের পূর্ব মাংসরস গ্রহণ করবেন । বুদ্ধের পারিনির্বাণের পূর্বে ২,৪০০,০০০ কোটি সত্ত্ব অর্হাস্ব প্রাপ্ত হবেন । আর্যমৈত্রেয়্য বুদ্ধের পারিনির্বাণের বিপাক কর্মজ রূপের প্রভাবে কোন দেহাবশেষ থাকবেনা । তিনি নির্বাণ ধাতুতে নির্বাণিত হবার সাথে সাথে তাঁর আর কোন অবশিষ্ট থাকবে না । অনাগত বংশে উল্লেখ আছে সে আর্যমৈত্রেয়্য বুদ্ধের ধর্মের আয়ুষ্কাল হবে ১ লক্ষ আশি হাজার বৎসর । কিন্তু অর্থকথায় উল্লেখ আছে আর্যমৈত্রেয়্য বুদ্ধের ধর্ম তিন লক্ষ আশি হাজার বৎসর বিদ্যমান থাকবে ।

আগত-অনাগত বুদ্ধ বিষয়

যেচ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা

পঙ্কপ্পন্না চ য়ে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সববদা,

বাংলা- যে সকল বুদ্ধগণ অতীত হয়েছেন, যে সকল বুদ্ধগণ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবেন এবং বর্তমানে যে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, আমি সর্বদাই বন্দনা করতেছি। ইহাই সনাতন ধর্ম যে জগতে অসংখ্য বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন এবং অসংখ্য উৎপন্ন হবেন এবং দেব মনুষ্যদের মধ্যে চতুরার্য সত্য প্রকাশ করে তাদের দুঃখমুক্ত করেছেন এবং করবেন। আমরা এখন বুদ্ধবংশ এবং অনাগত বংশ গ্রন্থদ্বয় হতে অতীত ও ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের তথ্য উপস্থাপন করে আর্যমৈত্রের বুদ্ধের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি উপস্থাপন করব। আমরা বুদ্ধবংশ গ্রন্থে গৌতমবুদ্ধ বোধিসত্ত্ব হওয়ায় বরপ্রাপ্তিকল্প হতে বর্তমান কল্প পর্যন্ত ২৮ জন বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত দেখতে পাই। বর্তমানে বৌদ্ধগণ এই অষ্টবিংশতি বুদ্ধ সমীপে নিজ মঙ্গল কামনায় বন্দনা করে থাকেন।

অষ্টবিংশতি বুদ্ধ পরিভ্রাণ

- ১। তণ্হক্করো মহাবীরো, মেথক্করো মহাযসো, সরণক্করো লোকহিতো, দীপক্করো জুতিক্করো।
- ২। কোভএঃএঃ জনপামোক্খো, মঙ্গলো পুরিসা সভো: সুমনো সুমনো ধীরো, রেবতো রতি বদ্ধনো।
- ৩। সোভিতো গুণসম্পন্নো, অনোমদস্সী জনুত্তমো, পদুমো লোকপজ্জাতো, নারদো বরসারথী।
- ৪। পদুমুত্তরো সত্তসারো, সুমোধো অগগপুগগলো, সুজাতো সববলোকগগো, পিয়দস্সী নবাসভো।
- ৫। অথদস্সী কারুণিকো, ধম্মদস্সী তমোনুদো সিদ্ধাথো অসমোলোকে, তিসসো বরদসংবরো।
- ৬। ফুসসো বরদসম্বুদ্ধো, বিপস্সী চ অনুপমো, সিখী সববহিতো সথা, বেসসভু সুখদায়কো।
- ৭। ককুসন্দো সথবাহো, কোণাগমনো রণঞ্জহো, কস্সপো সিরি সম্পন্ন, গোতমো সাক্য পুঙ্গবো।

৮। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি মেস্তবলেন চ, তেপি ত্বং
অনুরক্খন্তু আরোগেন সুখনচতি ।

৯। অট্টঠবিসতি মে বুদ্ধা, পুরেত্তাদসপারমী, জেত্তা মারারি
সঙ্গামং, বুদ্ধত্তং সমুপাগমুং, এতে ন সচ্চ বজ্জেন হোতুতে
জয় মঙ্গলং । (পিরিত পোত)

বাংলা-মহাবীর তৃষ্ণাকর, মহাযশস্বী মেধাকর, লোকহিতৈষী শরণকর,
জ্যোতিঃশালী দীপকর, জনশ্রেষ্ঠ কৌন্ডিন্য, পুরুষার্ঘভ মঙ্গল, ধীর সুমন সুমন, রতিবর্দ্ধক
রেবত, গুণ সম্পন্ন শোভিত, জনোত্তম অনোমদর্শী, লোকরঞ্জক পদুম বরসারথী নারদ,
সত্ত্বসার পদুমুত্তর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ সুমেধ, সর্বলোকশ্রেষ্ঠ সুজাত, নরার্ঘব সিদ্ধার্থ, কারুণিক
অর্থদর্শী, তমঃ বিনোদনকারী ধর্মদর্শী, অদ্বিতীয় সিদ্ধার্থ, সুসংযমী তিস্য, সম্বুদ্ধশ্রেষ্ঠ ফুস্য,
অনুপম বিপর্সী, সর্ব হিতকামী শিখী, সুখদায়ক বেসসভু, সার্থবহ ককুসন্ধ, রণত্যাগী
কোণাগমন, শ্রী সম্পন্ন কশ্যপ ও শাক্যপুঙ্গব গৌতম । তাঁদের সততায়, শীলে, ক্ষান্তি,
মৈত্রী, বলে তোমাদের রক্ষাকরক, তোমাদের স্বাস্থ্য এবং সুখ উৎপন্ন হউক ।
অষ্টবিংশতি বুদ্ধ দশ পারমী পূরণ করতঃ মার সেনাদের পরাজিত করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত
হয়েছেন এই সত্য প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক ।

উপারে উক্ত বুদ্ধদের সহিত আর্থমৈত্রেয় বুদ্ধের সাদৃশ্যাণ্ডলে আমরা বিভিন্ন
প্রকারে তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছি । এই সব বুদ্ধদের মধ্যে আট প্রকার বৈসাদৃশ্য
আছে । আর্থমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত বৈসাদৃশ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে আমরা এই আট বিষয়ের
উল্লেখ করতেছি ।

- (১) বুদ্ধদের আয়ুষ্কাল
- (২) শারীরিক উচ্চতা
- (৩) পরিবার
- (৪) তপস্চর্যায় সময়
- (৫) দেহরশ্মি
- (৬) অভিনিষ্ক্রমন-বাহন
- (৭) বোধিবৃক্ষ
- (৮) পদ্মাসনের পরিধি

বুদ্ধদের মধ্যে কোন কোন বুদ্ধের আয়ুষ্কাল অতিদীর্ঘ, আবার কারও আয়ুষ্কাল অতি অল্প। নিম্নে আমরা বুদ্ধের আয়ুষ্কাল লিপিবদ্ধ করতেছি। দীপঙ্কর, কৌণ্ড্য, অনোমদর্শী, পদুম, পদুমুত্তর, অর্ধদর্শী, ধর্মদর্শী, সিদ্ধার্থ ও তিস্য প্রভৃতি নয় জন বুদ্ধের আয়ুষ্কাল ১ লক্ষ; মঙ্গল, সুমন, শোভিত, নারদ, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী ও ফুস্য প্রভৃতি ৮ বুদ্ধের আয়ুষ্কাল ৯০ হাজার বৎসর; রেবত ও বেসসভু প্রভৃতি দুই বুদ্ধের আয়ুষ্কাল ৬০ হাজার বৎসর; বিপর্সী বুদ্ধের আয়ুষ্কাল ৮০ হাজার বৎসর। শিখীর বুদ্ধের ৭০ হাজার বৎসর, ককুসন্ধ বুদ্ধের ৪০ হাজার বৎসর, কোণাগমন বুদ্ধের ৩০ হাজার বৎসর, কশ্যপবুদ্ধের ২০ হাজার বৎসর। গৌতমবুদ্ধের আয়ুষ্কাল এক শত বৎসর। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের আয়ুষ্কাল হবে ৮২ হাজার বৎসর।

বুদ্ধদের শরীরের উচ্চতার তারতম্য হয়ে থাকে। দীপঙ্কর, রেবত, প্রিয়দর্শী, অর্ধদর্শী, ধর্মদর্শী, বিপর্সী ৮০ হাত, কৌণ্ড্য, মঙ্গল, নারদ, সুমেধ ৮৮ হাত, সুমন ৯০ হাত; শোভিত, অনোমদর্শী, পদুম, পদুমুত্তর ফুস্য ৫৮ হাত, সুজাত ৫০ হাত, সিদ্ধার্থ, তিস্য, বেসসভু ৬০ হাত, শিখী ৭০ হাত, ককুসন্ধ, কোণাগমন, কশ্যপ ক্রমে ৪০ হাত, ৩০ হাত, ২০ হাত উচ্চ ছিলেন। গৌতমবুদ্ধ ১৮ হাত উচ্চ ছিলেন। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের উচ্চতা হবে ৮৮ হাত। বুদ্ধগণ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ককুসন্ধ, কোণাগমন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য বুদ্ধগণ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন।

বুদ্ধগণের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্য তপস্চর্যার তারতম্য হয়ে থাকে। দীপঙ্কর, কৌণ্ড্য, সুমন, অনোমদর্শী, সুজাত, সিদ্ধার্থ, ককুসন্ধ প্রভৃতি বুদ্ধ দশ মাস; মঙ্গল, সুমেধ, তিস্য শিখী প্রভৃতি ৮ মাস, রেবত ৭ মাস, শোভিত ৪ মাস, পদুম, অর্ধদর্শী বিপর্সী, অর্ধ মাস। নারদ, পদুমুত্তর, ধর্মদর্শী কশ্যপ ৭ দিন তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করে ছিলেন। গৌতম ছয় বৎসর তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ ৭ দিন তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন।

বুদ্ধদের শরীরের রশ্মি বিস্তারও বিবিধ প্রকার হয়ে থাকে। মঙ্গলবুদ্ধের রশ্মি দশসহস্র চক্রবাল আলোকিত করে থাকত। পদুমুত্তর বুদ্ধরশ্মি ১২ যোজন, বিপর্সী ৭ যোজন, শিখীর ৩ যোজন, ককুসন্ধের ১০ যোজন ছিল। গৌতম বুদ্ধরশ্মি দিন ব্যাম মাত্র। অন্যান্য বুদ্ধদের রশ্মি অনিয়মিত ছিল। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের রশ্মি দশ সহস্র চক্রবাল বিস্তৃত হবে। বুদ্ধগণ মহাভিনিক্ষনে বিবিধ প্রকার বাহন বা যান ব্যবহার করে থাকেন। দীপঙ্কর, সুমন, সুমেধ, ফুস্য, শিখী, কোণাগমন প্রভৃতি হস্তীযান, কৌণ্ড্য,

রেবত, পদুম, প্রিয়দর্শী, বিপরী, ককুসন্ধ প্রভৃতি বুদ্ধ রথযান, মঙ্গল, সুজাত, অর্ধদর্শী, তিষ্য ও গৌতম প্রভৃতিবুদ্ধ অশ্বযান, অনোমদর্শী, সিদ্ধার্থ বেসসভু প্রভৃতি বুদ্ধ পালকি, নারদ বুদ্ধ পথব্রজে এবং শোভিত, পদুমুত্তর, ধর্মদর্শী, ফুস্য প্রভৃতি বুদ্ধ প্রাসাদ সহ শূন্যে উড়ে অভিনিষ্ঠ্রমন করেছেন। আর্যমৈত্রেয় প্রাসাদ সহ অভিনিষ্ঠ্রমন করবেন। বিভিন্ন বুদ্ধদের বোধিবৃক্ষ ও বিভিন্ন হয়ে যাকে। দীপঙ্কর কপিথ বা পিপফলিবৃক্ষ, কৌণ্ডন্য শালবৃক্ষ, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত নাগবৃক্ষ; অনোমদর্শী অর্জুন বৃক্ষ, পদুম ও নারদ মহাশোনবৃক্ষ, পদুমুত্তর সলল বৃক্ষ, সুমেধ নীপবৃক্ষ, সুজাত বেলুবৃক্ষ, প্রিয়দর্শী ককুধবৃক্ষ, অর্ধদর্শী চম্পক বৃক্ষ, ধর্মদর্শী কুববকবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ কনিকার, তিষ্য, অশনবৃক্ষ, ফুস্য আমলকবৃক্ষ, বিপরী পাটলীবৃক্ষ, শিখী পুণ্ডরীকবৃক্ষ, বেসসভু শালবৃক্ষ, ককুসন্ধ শিরীষবৃক্ষ, কোণাগমন উদুম্বরবৃক্ষ, কশ্যপ ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ এবং গৌতম অশ্বথবৃক্ষ মূলে সম্বোধি লাভ করেন। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ নাগবৃক্ষ মূলে সম্বোধি লাভ করবেন। বুদ্ধগণ পদ্মাসনে বসবার আসনের বিস্তার বিবিধ ছিল। দীপঙ্কর, রেবত, প্রিয়দর্শী, অর্ধদর্শী, ধর্মদর্শী, বিপরী প্রভৃতি বুদ্ধের ৫৩ হাত, কৌণ্ডন্য, মঙ্গল, নারদ, সুমেধ প্রভৃতি বুদ্ধের ৫৭ হাত। সুমন বুদ্ধের ৬০ হাত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদুম পদুমুত্তর, ফুস্য প্রভৃতি বুদ্ধের ৩৮ হাত, সুজাত বুদ্ধের ৩২ হাত, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, বেসসভু প্রভৃতি বুদ্ধের ৪০ হাত, শিখী বুদ্ধের ৩২ হাত, ককুসন্ধ বুদ্ধের ২৬ হাত, কোণাগমন বুদ্ধের ২০ হাত। কশ্যপ বুদ্ধের ১৫ হাত এবং গৌতম বুদ্ধের আসনের বিস্তার ১৪ হাত ছিল। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের পালঙ্কের বিস্তার ৫৭ হাত হবে।

অনাগত বোধিসত্ত্ব বৃন্দ

অনাগতবংশ গ্রন্থে এবং দসবোধিসত্ত্ব প্লত্তিকথা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে গৌতমবুদ্ধ অনাগতে দশ জন বুদ্ধ হবেন বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।

একং সময়রং ভগবা সাবখিয়ং উপনিসসায় পুপফারামে বিসাখায় কারিতে মিগার মাতৃপাসাদে বিহরন্তো অজিত থেরং আরব্ভ পুচ্ছান্তসস সারীপুত্র থেরসস অনাগতে দস বোধিসত্ত্ব প্লত্তিং আরব্ভ কথেসি।

বাংলা-এক সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটে বিশাখা কর্তৃক নির্মিত মৃগার মাতা প্রাসাদে পূর্বারামে অবস্থান করতেছিলেন। তখন তিনি অজিত স্থবির প্রসঙ্গে সারীপুত্র স্থবির কর্তৃক প্রশ্নের উত্তরে অনাগতে দশ বোধিসত্ত্ব উৎপত্তির কথা বলেছিলেন।

অনাগত বোধিসত্ত্ব

মেত্তেয়ো উত্তমো রামো পসেনো কোসলো ভিভু,

দীঘসেনি চ চক্কী চ সুভো তোদেয়্য ব্রাহ্মণো ।

নালগিরি পারিলেয়্য বোধিসত্তা ইমে দসা,

অনুজ্জমেন সস্বোধিং পাপুনিসসতি অনাগতে ।

বাংলা-মৈত্রেয়, উত্তমরাম, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, অভিভু, দীর্ঘশোনি, চক্কী, শুভ, ব্রাহ্মণ তোদেয়্য, নালগিরি এবং পারিলেয়্য এইদশ বোধিসত্ত্ব অনাগতে অনুক্রমে সস্বোধি প্রাপ্ত হবেন ।

বৃটিশ যাদুঘরে একটা সম্পূর্ণ পত্রে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে । উহা নিম্নরূপ-

ইমস্মিং ভদ্রকল্পে মেত্তেয়ো বোধিসত্তো সববঞ্জতং পাপুনিসসতি ।
দুতিয়কল্পো সূঞ্জঞো হোতি । ততিয়কল্পে রামো বোধিসত্তো সববঞ্জতং
পাপুনিসসতি, সেনানি পঞ্জ্ঞাসকল্পানি । এতস্মিং অন্তরে যথারূপং অঞ্জতরো
বোধিসত্তো সববঞ্জতং পাপুনিসসতি । ইদানি পন মেত্তেয়ো চ রামো পসেনো চ
বিভূতি চ চত্তারো বোধিসত্তা তুসিত ভবনে বসন্তি । সুভূতো চ নালগিরি চ পারিলেয়্য চ
তয়ো বোধিসত্তা তাবতিংসভবনে বসন্তি । উত্তরো চ দীঘো চ চক্কী চ তয়ো বোধিসত্তা
ইদানিং পঠরিয়া পববজিতা হোন্তি ভিক্কু । দসবোধিসত্তাবিধি ।

বাংলা-এই ভদ্রকল্পে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন । দ্বিতীয় কল্প
শূণ্য কল্পহবে । তৃতীয়কল্পে বোধিসত্ত্ব রাম সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন । পরে পঞ্চাশকল্প
বাকী থাকবে । এই সময়ে যথাক্রমে অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন ।
বর্তমানে মৈত্রেয়, রাম, প্রসেনজিৎ এবং বিভূতি প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণ তুষিত দেবলোকে
অবস্থান করিতেছেন । সুভূতি, নালগিরি এবং পারিলেয়্য প্রভৃতি তিন বোধিসত্ত্ব তাবতিংস
দেবলোকে অবস্থান করিতেছেন । উত্তর, দীঘ এবং চক্কী প্রভৃতি তিনজন বোধিসত্ত্ব
বর্তমানে জগতে ভিক্ষু হিসাবে আছেন । ইহা দশবোধিসত্ত্বের ইতিহাস ।

আমরা 'সোতথকী' নামক গ্রন্থে দশ বোধিসত্ত্ব উৎপত্তির সহিত আর দুই লাইন
গাথা পেয়েছি ।

দসুত্তরা পঞ্চসতা বোধিসত্তা সমূহতা,

দসা অনুজ্জমা চেব অবসেসা নানুজ্জমা ।

বাংলা-মোট পাঁচশত দশজন বোধিসত্ত্ব নির্ধারিত হয়েছেন । তাদের মধ্যে দশ
জন অনুক্রমে বুদ্ধ হবেন । অন্য পাঁচ শত বোধিসত্ত্বের ক্রম এখন ও নির্ধারিত হয় নাই ।

আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের উপায়

জগতে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাবে দেবমনুষ্যগণ দুঃখ হতে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পায়। সম্যক সম্বুদ্ধ মুক্তি দাতা এবং দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শক। একমাত্র সম্যক সম্বুদ্ধই চতুরার্য সত্য ব্যাখ্যা করে দেব মনুষ্যদের পরম শান্তি নির্বাণের পথ উন্মুক্ত করতে পারেন। তাই সাধারণ মানুষেরা বুদ্ধের আবির্ভাবে দুঃখ মুক্তির পথের দিকে ব্যগ্রচিন্তে চেয়ে থাকে। বর্তমান গৌতম বুদ্ধের সময় আমরা যারা ধর্মচক্ষু উৎপন্ন করতে না পারি আমাদের আগামী আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দসবোধিসত্তু শ্লোকিকা এবং অনাগতবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করবার উপায়গুলি লিপিবদ্ধ আছে। এই ভদ্রকল্পে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ পঞ্চম ও শেষ সম্যক সম্বুদ্ধ। এই কল্পে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে না পারলে এই ভবচক্রহতে মুক্তি পাওয়া মানুষের পক্ষে বড়ই দুষ্কর হয়ে পড়বে।

দসবোধি সত্ত্বশ্লোকিকা গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধ সারীপুত্র স্থবিরকে বলেছিলেন-“সকল মানুষ আমার সহিত সাক্ষাতে নাও আসতে পারে। কিন্তু যদি তারা আমার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে দান শীল ও ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে এই কুশলকর্মের প্রভাবে তারা আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সময়ে পুনর্জন্ম লাভ করবে।”

দান শীল ভাবনা পূণ্য অর্জন করার উপায়। এই সব কুশল কর্মের বিপাকে মানুষ সুগতি লাভ করে উচ্চতর ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করতে পারে। ধ্যানের দ্বারা মানুষ সাময়িক বিশুদ্ধতা লাভ করতে পারে। ইহা শমথ ভাবনা। বিদর্শন ভাবনার দ্বারা অরহত্ব লাভ করে সত্যিকার ভাবে মুক্ত হতে পারে।

অনাগতবংশ নামক গ্রন্থে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। মানুষের ‘উববিস্থ মানসের’ দ্বারা বীর্য ও ধৈর্য দিয়ে চেষ্টা করলে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব। ‘উবল্লিমানস’ অর্থ মুক্তির জন্য শীঘ্র সংবেগ উৎপন্ন করা’ যারা কুশল কর্ম করে এবং যারা তৎপর, তারা ভিক্ষু হউক ভিক্ষুণী হউক, উপাসক হউক, উপাসিকা হউক, তারা নিশ্চয় আগামী বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করতে পারবেন। যারা বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তারা আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের শুভ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারবে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। দান দেয়া উচিত। উপোসথ পালন করা উচিত। মৈত্রী সৃষ্টিতে তৎপর হওয়া উচিত। স্মৃতি রক্ষার্থে এবং কুশলকর্ম সম্পাদনে প্রীতি উৎপন্ন করা উচিত। এই সব কর্তব্য সম্পাদন করলে মুক্তির পথ নিশ্চয় প্রশস্ত হবে।

শ্রদ্ধেয় লেভী ছেয়াদ মহাস্থবির তাঁর রচিত “বোধিপকখীয় দীপনী” নামক পুস্তিকায় আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের কয়েকটা উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা শ্রদ্ধেয় লেভী ছেয়াদের বইয়ের আলোচ্য বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করতেছি। লেভী ছেয়াদ উল্লেখ করেছেন সে বোধিজ্ঞানের জন্য বৌদ্ধদের পক্ষে ৩৭টি বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। বোধিপক্ষীয় ধর্ম বিষয় অনুধাবন করতে অভিধর্মপিটকের পুগগল পঞঞত্তি গ্রন্থে পুদগলকে বা ব্যক্তিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-(১) উদঘাটিতজ্জ (প্রত্যুৎপন্নমতি) (২) বিপশ্চিত (বিচিন্তিমতি) (৩) নেয় বা নীয়মান (অনুক্রমমতি) এবং (৪) পদপরম (দুঃখমুক্তি কামী বা নির্বাণকাজী ব্যক্তি)। উদঘাটিতজ্জ বা প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি ভগবান বুদ্ধের নিকট সদ্ধর্মের সংক্ষিপ্ত গাথা বা শ্লোক শুনামাত্র ধর্ম বুঝতে পারেন ও ধর্ম জ্ঞান লাভ করতে পারেন। “সার সংগ্রহ” নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের নিকট একটা চতুর্পদী গাথা শ্রবণকালে গাথার তিনপদ শেষ হবার আগে যড়াভিজ্জ ও চার প্রতিসম্বিদাসহ অরহত্ব লাভের উপযুক্ত থাকেন। বিপশ্চিতজ্জ ব্যক্তি সদ্ধর্মের সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিশদ ব্যাখ্যা করা হলে ধর্ম হৃদয়ক্ষম করতে পারেন এবং ধর্ম জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারেন। নেয়া বা নীয়মান ব্যক্তি সদ্ধর্ম শ্রবণ, মনন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মনোনিবেশ সহকারে ধর্ম অনুশীলন এবং কল্যাণ মৈত্রের ভজন ও সংসর্গ লাভ প্রভৃতি বিষয়ে ক্রম উন্নতিতে ধর্ম জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাই নীয়মান ব্যক্তি সদ্ধর্ম অনুশীলন করলে কল্যাণ মিত্রের সহচর্য প্রাপ্ত হলে এই জনোই ধর্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যক্তির পারমী পরিপূর্ণ থাকলে ও অসৎ সংসর্গের ফলে বিপথগামী হতে পারে। যেমন- অজাত শত্রু, মহাধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র, ভিক্ষু সুদীর্ঘ ইত্যাদি। পদপরম ব্যক্তি যদি ও বৌদ্ধ শাসনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা ও অনুশীলন করে যায়, তবুও তার পূর্বজন্ম কৃত পারমী পুণ্যের অভাবে এই জনো দুঃখ হতে মুক্ত অথবা অরহত্ব লাভ করতে সমর্থ নহে। যদি পদপরম ব্যক্তি এই জনো পুন্যসঞ্চয় করেন এবং দৃঢ় সংকল্পের সহিত শমথ ও বিদর্শন ভাবনা করেন, তবে তিনি মৃত্যুর পর পুনঃ মানব রূপ জন্ম গ্রহণ করে অথবা দেবলোকে জন্ম নিয়ে তার কৃত পারমী পুরনের প্রভাবে এই বুদ্ধের শাসনকালেই দুঃখ মুক্তি লাভ করে অরহত্ব লাভ করতে পারেন। যেমন-সচ্চক পরিব্রাজক, ছত্ত মানব, ভেক দেবতা ইত্যাদি। এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে সে শীল বিশুদ্ধি, দৃষ্টি বিশুদ্ধি প্রভৃতি সপ্ত বিশুদ্ধি উদঘাটিতজ্জ ও বিপশ্চিতজ্জ ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন নাই। কারণ তারা আগেই এসব দিক দিয়ে বিশুদ্ধ। কিন্তু নীয়মান ও পদপরম ব্যক্তিদের জন্য এই সপ্ত বিশুদ্ধি ধর্ম জ্ঞানলাভের জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়।

শ্রদ্ধেয় লেভী ছেয়াদ মহাস্থবির উক্ত পুস্তকে আরও উল্লেখ করেছেন যে বুদ্ধের ধর্ম প্রবর্তনের এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রতিসম্পিদা প্রাপ্ত অরহতের সময় ছিল। তাই এখন উদঘাটিতজ্ঞ ও বিপক্ষিতজ্ঞে ব্যক্তিবির্গ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার অবকাশ নাই। কারণ এক হাজার বৎসর পর হওয়ায় পর জগতে বর্তমানে বৌদ্ধদের মধ্যে নিয়মান ও পদপরম ব্যক্তিগণ আছেন। বর্তমানে নিয়মান ব্যক্তি যদি অতি নিষ্ঠার সহিত বোধিপক্ষীয় ধর্ম অনুশীলন করেন, তবে তিনি এই জীবনেই স্রোতাপন্ন হতে পারবেন অথবা আরও উচ্চতর স্তরে যেতে পারবেন। যদি তিনি বোধি পক্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে স্মৃতি প্রস্থান সম্বন্ধে অমনোযোগী হন, তবে তিনি আগামী জন্মে এই বুদ্ধের আমলে স্রোতাপন্ন হতে পারবেন। তিনি যদি বর্তমান জন্মে স্রোতাপন্ন হতে নাও পারেন, আগামী বুদ্ধের শাসনে স্রোতাপন্ন হতে পারবেন। তবে তিনি যদি অতি নিষ্ঠার সহিত বোধিপক্ষীয় ধর্ম অনুশীলন করে স্মৃতিপ্রস্থান সম্বন্ধে অমনোযোগীর ফলে তিনি দেবপুত্র হিসাবে জন্ম নিয়ে দেব লোকে এই বুদ্ধের শাসনে স্রোতাপন্ন হতে পারবেন।

পদপরমব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে পারমী পূর্ণ করতঃ ৩৭ প্রকার বোধি পক্ষীয় ধর্ম অনুশীলন ও অনুস্মরণ করতে পারলে এই বুদ্ধের শাসনে পুনঃ বার মানব গ্রহণ করে অথবা দেবলোকে স্রোতাপন্ন হবেন।

আমরা এখানে শ্রদ্ধেয় লেভী ছেয়াদ মহাস্থবির বর্তমান জীবনে করণীয় সম্বন্ধে কতগুলি নির্দেশের কথা উল্লেখ করতেছি, যারা শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন, তাদের পক্ষে পনেরটার মধ্যে অন্ততঃ এগারটা চরণ ধর্ম পালন করতে হবে অর্থৎ ধ্যান ছাড়া অন্যধর্ম সমূহ তাদের অনুশীলন করতে হবে। এইগুলির মধ্যে প্রথম চার হল।-

- (১) শীল (প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল) (২) ইন্দ্রিয় সংবরশীল (৩) ভোজনে মাত্রাজ্ঞান এবং (৪) জাপ্রতভাব।

অন্য সাতটি ধর্মকে সদ্ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়। যথা (১) শ্রদ্ধা-বুদ্ধের পতি ইন্দ্রকিলের সদৃশ শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে হবে।

(২) লজ্জা-(হিরি) লজ্জার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে। কায় বাক্য মনে কোন অকুশল কর্ম করতে সতত লজ্জিত হতে হবে।

(৩) ভয় (ওত্তপ্প)-নগরী রক্ষার জন্য যেরূপ উচ্চ প্রাচীর নির্মিত হয়, সেভাবে কায়-বাক্য মনে সে পাপ কর্মের জন্য ভীত হতে হবে।

(৪) বহু শ্রুতি -(বহু সচ্চ) বহুশ্রুতি অসি ও বর্ষার ন্যায় আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। সে ব্যক্তি বেশী ধর্ম শিক্ষা করেন এবং যাহা শিক্ষা করেন, তাহা শ্রুতিতে ধারণ করতে পারেন, সে ব্যক্তি বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে পারেন।

(৫) বীর্য-বীর্য নগরী রক্ষার সৈন্যদলের মত। অস্থির মানসিক অবস্থা হতে মুক্ত হতে হলে বীর্য কে জাগরুক করে তুলতে হবে। মানসিক স্থিরতা অর্জন করতে বীর্যের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। বীর্য মানসিক স্থিরতার দ্বারা সংকল্প দৃঢ় করে। এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা এবং ধৈর্য্য বৃদ্ধি করে।

(৬) স্মৃতি-অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষেধ করে দিতে স্মৃতি জ্ঞানী বুদ্ধিমান দারোগার মত কাজ করে। কেবল মাত্র জানা বিষয়ের জন্য আগ্রহী হতে সাহায্য করে। সুতরাং উচ্চতর সমাধি ও বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সবাইকে অর্জন করতে হবে।

৭) প্রজ্ঞা- প্রজ্ঞা পলস্তারিত উচ্চ ও প্রশস্ত দুর্গপ্রাচীরের ন্যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে লোকধর্ম সম্বন্ধে প্রজ্ঞাবান হতে হবে। কারণ সম্পূর্ণ দুঃখ জয়ের জন্য প্রজ্ঞার প্রয়োজন বৌদ্ধ ধর্মে সর্বতোভাবে স্বীকৃত।

উপরি উক্ত আলোচনায় পরিপেক্ষিতে আমরা ধারণা করতে পারি যে কেহ যদি ভবিষ্যৎ বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করতে মনোবাসনা পোষন করেন, তাকে অবশ্যই দান, উপোসথ, শীল ও সাতটা সদ্ধর্ম বিষয় অনুশীলন করতে হবে। কেহ যদি এই বুদ্ধের শাসনে মার্গও ফল লাভের প্রত্যাশী হয়, তাকে দান করার আর প্রয়োজন নাই। তবে প্রথম ১১টা চরণ পূর্ণ করে প্রত্যেক দিনের ভাগে বা যামে শুধু রাত্রির মধ্যম যাম নিন্দ্রা যেতে হবে এবং অন্যান্য যামে জাগরিত থেকে প্রাত্যহিক কাজ সম্পন্ন করে গভীর সমাধিতে মগ্ন থাকতে হবে। ভবিষ্যৎ বুদ্ধের প্রতীক্ষায় থাকতে চাইলে এই জন্মে পারমী পূর্ণ করতে হবে। আমাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে যে শীল পারমী পূর্ণ না হলে সমাধিকে চিত্ত স্থিত থাকে না। তবে ভবিষ্যৎ বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করতে হলে শীলবিশুদ্ধি, চিত্তবিশুদ্ধি, দৃষ্টি বিশুদ্ধি, কংখাবিতরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি, প্রতিপদ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি ও জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি প্রভৃতি সপ্ত বিশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে।

আমরা এখন বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা আর্থমৈত্রেয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রার্থনা বা প্রনিধান করেছেন তাঁদের লিখিত উদ্ধৃতি দেব।

আমরা এখানে প্রথমে আচার্যবুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে উল্লেখ করব। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বিশুদ্ধি মার্গ’ এবং ধর্ম সঙ্গীনের আর্যকথা ‘অর্থসালিনী’ পুস্তক দ্বয়ের ইতি টানতে গিয়ে লিখেছেন।

“এই পুস্তক লিখে এবং অন্যান্য কুশলকর্ম করে আমি যে পুণ্যরাশি সঞ্চয় করেছি, সেই পুণ্য ও কুশলকর্মের প্রভাবে আমি যেন ভবিষ্যৎ জন্মে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করতে পারি। এবং পুণ্যময় ব্যবহারে উৎফুল্ল হয়ে কামের পঞ্চগুণ হতে বিরত হয়ে প্রথম ফলে অর্থাৎ স্রোতাপন্ন হতে পারি। আমার অস্তিমজন্মে আমি যেন মুনিবৃষভ মৈত্রের (বুদ্ধের) সহিত সাক্ষাৎ করতে পারি। আর্যমৈত্র্যেয়বুদ্ধ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, প্রভূ, তাঁর প্রীতি জগতের সকল সত্ত্বের হিতে। জ্ঞানীগণ শ্রবণ করুন, পবিত্র ধর্ম প্রকাশ করুন, সর্বোচ্চ ফলে প্রতিষ্ঠিত হউন এবং ধর্মজয়ীর দেশনা সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন।”

শ্রীলংকায় প্রাচীন পাতুলিপিতে আর্যমৈত্র্যের বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য নিম্নলিখিত প্রণিধান দৃষ্ট হয়।

**ইমং লিক্কত পুএত্তেএন মেত্তেয়্য উপসংকামী,
পটিট্ঠ হিত্তা সরণে সুপতিট্ঠামি সাসনে।**

বাংলা-এই লেখার পুণ্যফলে আমি যেন আর্যমৈত্র্যেয় বুদ্ধের নিকট উপনীত হতে পারি। তার শরণাপন্ন হয়ে আমি যেন বুদ্ধশাসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষু সঙ্ঘে শ্রাবক হতে পারি।

এখানে আমি একটা সিংহলীভাষা আর্যমৈত্র্যেয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের প্রণিধান উল্লেখ করতেছি।

সে কুসল বলেন মংসিবু অপায়ে নো হীমেন,
তিদস পুরবরে মেত বোসতানন দকিঙ্ঘা,
সুর সিরি বিন্দ ইন গোস কেতুমাত্যাপুরেদী,
দুরুকর কেলেসুন মোক মেত বুদুঙ্গেন লবম সেত। (সদ্ধর্ম খরত্বা বলিয়)

বাংলা-এই পুণ্যের প্রভাবে চার মহা নিরয়ে না গিয়ে আমি যেন তাবতিংস স্বর্গে মৈত্র্যের বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করতে পারি এবং দিব্যসুখ উপভোগ করতে পারি। সেই খান হতে চ্যুত হয়ে কেতুমতী নগরে উপস্থিত হয়ে সর্ব আসব ক্ষয় করে আর্যমৈত্র্যেয় বুদ্ধ হতে বিমুক্তি সুখ লাভ করতে পারি।

শ্যামদেশের শ্রীমৎ রতন পঞঞ স্থবির “জিন কাল মালীপকর ন পুস্তকের” শেষে লিখেছেন ।

“প্রজ্ঞা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এই গ্রন্থ পড়ে অনায়াসে জিনের অর্থাৎ বুদ্ধের জীবন বিষয় হৃদঙ্গম করতে পারবেন । (এই গ্রন্থ রচিত পুন্য প্রভাবে) আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের গম্ভীর ধর্ম গুণামাত্র উচ্চতর জ্ঞানার্জনের আমার হেতু হউক ।”

পরিশেষে শ্যামদেশীয় ভিক্ষু উপালি মহাস্থবির কর্তৃক শ্রীলংকায় “দ্বাদসপরিণ্ত” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত পরিণ্ত আবৃত্তি করে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতি নত শিরে বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন ।

অনাগতে চ মেত্তেয়্য বুদ্ধো লোকে অনুত্তরো,
মহপঞঞো মহাতেজো মহাসংতিং করোতুতে ।

বাংলা-‘ভবিষ্যতে অনুত্তর আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হবেন । তিনি হবেন মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাতেজস্বী । তার মহিমায় তোমাদের মহাশান্তি বিরাজ করুক ।’



টীকা

১। ভদ্রকল্প-সময় বা কালের আদিও নাই, অন্তও নাই। এই অনাদি অনন্তকালের আবর্তে মহাজাগতিক প্রক্রিয়া চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ চলেই যাচ্ছে। মহাজাগতিক প্রক্রিয়ায় চক্রাকারে জগতের সততই আবর্তন-বিবর্তন হচ্ছে। বৌদ্ধ সাহিত্য মতে জগৎ অনিত্য। এই অনিত্য জগতের সৃষ্টি ও বিলয় কালের পরিমাপে কল্প একক রূপে গৃহীত হয়েছে। ইংরেজীতে আমরা কল্পকে Cyclic Unit on a Cosmic Scale বলে অভিহিত করতে পারি।

মহাবংশ গ্রন্থে লিখিত আছে-অন্তর কল্প, অসংখ্য কল্প ও মহাকল্প এই তিন প্রকার কল্প। সত্ত্ব, রোগ ও দুর্ভিক্ষের কারণে জগৎ বিনষ্ট এবং পুনঃ সৃষ্টি হতে সে সময় অতিবাহিত হয়, তাকে আমরা অন্তরকল্প নামে অভিহিত করতে পারি। জগৎ বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে সত্ত্বদের বয়স অসংখ্য বৎসর থাকে। লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশবর্তী হয় বলে সত্ত্বের বয়স ক্রমে দশ বৎসরে পৌঁছে। এইরূপ সময়ের সীমাকে সত্ত্ব-অন্তর কল্প বলা হয়। রোগ ও দুর্ভিক্ষের জন্য কল্প ধ্বংস হলে রোগ অন্তর ও দুর্ভিক্ষ অন্তর কল্প বলা হয়। বিশ অন্তর কল্পে এক অসংখ্য কল্প। চার অসংখ্যের কল্পে এক মহাকল্প। সাধারণত আমরা কল্প বলতে এক মহাকল্পকে বুঝি। বিসুদ্ধি মগ্গ, অগ্গঞ্ঞসুত্ত অর্থ কথা, সারত্ত সংগ্রহ, সারথ দীপনী, অভিধর্মথ বিভাবনী টীকা, লোকপল্লন্তি ও লোক দীপক সার প্রভৃতি গ্রন্থে এক মহাকল্পে চার অসংখ্যে আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- (১) সংবর্ত কল্প (২) সংবর্ত স্থায়ী কল্প (৩) বিবর্ত কল্প ও (৪) বিবর্ত স্থায়ী কল্প। অনুত্তর নিকায়েও এইরূপ উল্লেখ আছে। অগ্নি, জল ও বায়ু দ্বারা জগৎ বিনষ্ট হয়।

সত্ত্ব সত্ত্বগ্ গিনা বারা অট্ঠমে অট্ঠ মোদকা,
চত্ব সট্ঠি যদা পুন্না একো বায়ুবরো সিয়া।
অগ্গিনাভস্স হেট্ঠা আপেন সুভকিন্ণকা।
বেহপ্ফতো বাতেন এবং লোকো বিনস্সতি।

বাংলা-সাতবার অগ্নি দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর অষ্টমবারে জলের দ্বারা ধ্বংস হয়। (অগ্নিদ্বারা ৮ বার X জলের দ্বারা ৮ বার) = এই প্রকার ৬৪ বার ধ্বংস হওয়ার পর একবার বায়ুর দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে থাকে। অগ্নির দ্বারা আভাস্বর ব্রহ্মলোকের নিম্নভাগ, জলের দ্বারা শুভাকীর্ণ ব্রহ্মলোকের নিম্নভাগ এবং বায়ুর দ্বারা বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকের নিম্নভাগ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে থাকে।

বুদ্ধোৎপত্তি হিসাবে কল্প দুই প্রকার। যথা-(১) শূন্য এবং (২) অশূন্য কল্প। শূন্য কল্পে সম্যক সম্বুদ্ধ পক্ষে বুদ্ধে এবং চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হয় না বলেই শূন্য কল্প। অশূন্য কল্প পাঁচ প্রকার। যথা-(১) সার কল্প (২) মন্ড কল্প (৩) বর কল্প (৪) সারমন্ডকল্প (৫) ভদ্রকল্প।

জগৎ বিবর্তনের প্রারম্ভে অশূন্য কল্পে যতজন সম্যক সম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হবেন বুদ্ধগণের সম্বোধি লাভের স্থানে ততটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। গুহ্যাবাস ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাগণ উক্ত পদ্ম আহরণ করে ব্রহ্মপুরে রেখে দেন। জগতে সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হলে তারা বুদ্ধকে এই পদ্ম দিয়ে পূজা করে থাকেন।

“একো বুদ্ধো সারকল্পে, মন্ড কল্পে জিনাদুবে,
বরকল্পে তয়ো বুদ্ধা, চতুরো সারমন্ডকে।
পঞ্চ বুদ্ধা ভদ্রকল্পে,
ততো নত্ব অধিকা জিনা।”

বাংলা-সার কল্পে এক বুদ্ধ, মন্ডকল্পে দু'বুদ্ধ, বরকল্পে তিনবুদ্ধ, সারমন্ড কল্পে চার বুদ্ধ এবং ভদ্রকল্পে পাঁচ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে থাকেন। ইহার অধিক বুদ্ধ (কল্পে) উৎপন্ন হন না।

নেয়থ অথাপত্তি সুত্তে নিদান সংযুক্ত অনমত্তগগ দুতিয়বগ্গ দসমসুত্তে বেপুল্ল পর্বত বর্ণনায় এবং উক্ত সূত্র অর্থ কথার উল্লেখ আছে-

ককুসন্ধ বুদ্ধ এই ভদ্রকল্পের বিবর্ত স্থায়ী অসংখ্য কল্পের প্রথম অন্তর কল্পে, কোণাগমন বুদ্ধ দ্বিতীয় অন্তরকল্পে, কশ্যপবুদ্ধ তৃতীয় অন্তরকল্পে এবং গৌতম বুদ্ধ চতুর্থ অন্তর কল্পে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অর্থাৎ এই ভদ্রকল্পে বিবর্ত স্থায়ী অসংখ্য কল্পের প্রথম অন্তর কল্পে অসংখ্য বৎসর হবে মানুষের আয়ু ত্রাস যখন চল্লিশ হাজার বৎসরে এসেছিল, তখন ককুসন্ধ সম্যক সম্বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল, তাই তাঁর আয়ু ছিল চল্লিশ হাজার বৎসর। ইহার সেই চল্লিশ বৎসর হতে আয়ু ক্ষয় হয়ে মানুষের আয়ু দশ বৎসর পৌছবার পর পুনঃ অসংখ্য বৎসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই অসংখ্য বৎসর হতে অতঃপর ত্রাস হয়ে যখন ত্রিশ হাজার বৎসরে এসেছিল। তখন কোণাগমন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। এইজন্য কোণাগমন বুদ্ধের আয়ু ছিল ত্রিশ হাজার বৎসর। সেই ত্রিশ হাজার হতে মানবগণের আয়ু কমে দশ বৎসরে এবং দশ বৎসর হতে পুনঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে অসংখ্য বৎসরে উপনীত হয়ে আবার কমতে থাকে। যখন বিশ হাজার বৎসর

মানুষের আয়ু হয়, তখন তথাগত কশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধ এই ধরনীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর আবার আয়ু কমে দশ হয়ে পুনঃ বুদ্ধি পেয়ে অসংখ্য বৎসরে উপনীত হয়ে আবার আয়ু কমতে কমতে মানুষের আয়ু যখন একশত বৎসর হয়, তখন গৌতম বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে একশত বৎসর হতে কমে মানুষের আয়ু দশ বৎসর হবে। তারপর দশ বৎসর হতে বাড়তে বাড়তে আবার অসংখ্য বৎসর হবে। অসংখ্য বৎসর হতে মানুষের আয়ু যখন এক লক্ষ বৎসরে উপনীত হবে। তখন জগতে আর্যমৈত্রেয় সম্যক সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। তখন তার আয়ু হবে ৮২ হাজার বৎসর।

২। চতুরার্য সত্য-আর্য সত্য চার প্রকার। যথা-(১) দুঃখ আর্য সত্য (২) দুঃখ সমুদয় আর্য সত্য (৩) দুঃখ নিরোধ আর্য সত্য এবং (৪) দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্য সত্য। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বিষয়ের অলাভ দুঃখ ও সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান ঋদ্ধি দুঃখ। ইহাকে দুঃখ আর্য সত্য বলে। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা প্রভৃতি তৃষ্ণাত্রয় পুনঃপাদনশীলা, নন্দিরাগ সংযুক্তা এবং উক্ত বিষয়ে অভিনন্দিনী। তাই ইহাকে দুঃখ সমুদয় সত্য বলা হয়। তৃষ্ণার অশেষরূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি, অনালয়ই দুঃখ নিরোধ আর্য সত্য। দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্য সত্য হল আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ। যথা-সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক শ্রুতি ও সম্যক সমাধি। পূর্বে অনশ্রুত ধর্ম তথাগত অভিসম্বোধি জ্ঞানে জ্ঞাত হয়েছেন, যাহা চক্ষু করণীয়, জ্ঞান করণীয় এবং যাহা উপশম অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত করে। তাই বুদ্ধ বলেছেন-“চতুসঙ্ক বিনিমুক্তো ধম্মো নাম নখি।” চতুরার্য সত্য ব্যতীত কোন ধর্ম হতে পারে না।

৩। প্রতিসম্বিদ্ধি-(প্রতি-সম-ভিদ্ ধাতু নিম্পন্ন) প্রতিসম্বিদ্ধি অর্থ লোকোত্তর মার্গাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি। বহু-শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও পৃথক জনের প্রতিসম্বিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে না। যাঁরা আর্যশ্রাবক তাঁদের প্রতিসম্বিদ্ধি লাভ অবশ্যাস্তাবী। প্রতিসম্বিদ্ধি জ্ঞান চার প্রকার। যথা-(১) অর্থ প্রতিসম্বিদ্ধি (২) ধর্ম প্রতিসম্বিদ্ধি (৩) নিরুক্তি প্রতিসম্বিদ্ধি ও (৪) প্রতিভাণ প্রতিসম্বিদ্ধি এই চার প্রতিসম্বিদ্ধি দুই কারণে ভিন্ন এবং পাঁচটি কারণে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। প্রতিসম্বিদ্ধি শৈক্ষ্য এবং অশৈক্ষ্য ভূমি এই কারণে দুই ভাগে বিভক্ত। সারীপুত্র, মোগ্গল্লায়ণদি অশীতি মহাস্থবিরের অশৈক্ষ্যবশে প্রতিপন্ন আর আনন্দ স্থবির, চিত্ত গৃহপতি, ধার্মিক

উপাসক, উপাল গৃহপতি, খুজুওরা উপাসিকাদির প্রতীতিসম্বন্ধি শৈক্ষ্য ভূমি বশে
প্রভিন্ণ ।

অধিগম, পর্যাণ্টি, শ্রবণ, জিজ্ঞাসা ও পূর্বযোগ-এই পাঁচটি কারণে প্রতীতিসম্বন্ধি সুস্পষ্ট
হয়ে থাকে ।

পাঁচ প্রকার অর্থ সম্বন্ধে ভিন্ণ ভিন্ণ প্রকার জ্ঞাত হওয়াকে অর্থ প্রতীতিসম্বন্ধি বলা হয় ।
চার প্রকার ধর্ম বিবিধ বিধানে জানবার যে জ্ঞান, তাহা ধর্ম প্রতীতিসম্বন্ধি । নিরুজ্জি বা
ব্যাকরণ হিসাবে ধর্ম জানবার যেই জ্ঞান, তাহা নিরুজ্জি প্রতীতিসম্বন্ধি । অর্থ, ধর্ম নিরুজ্জি
এই তিনটি জ্ঞানের বিভিন্নতা জানবার একটা বিশিষ্ট জ্ঞানকে প্রতিভাণ প্রতীতিসম্বন্ধি
বলে । প্রতিভাণ প্রতীতিসম্বন্ধি পূর্বোক্তম জ্ঞানত্রয় জানে বটে, কিন্তু তাদের কার্য সম্পাদন
করতে পারে না ।

৪ । অর্হৎ-অরহতি অর্থ যোগ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া নির্বাণ সাক্ষাৎযোগ্য । নির্বাণ
সাক্ষাৎ করার উপযুক্ত ব্যক্তি । অগ্র দক্ষিণার্হ বলে অর্হৎ অর্থাৎ চীবর, পিণ্ডপাত
শয্যাসনাদি ভৈষজ্য প্রত্যয় দানের ও গ্রহণের অরহতি উপযুক্ত বলে অর্হৎ । ভগবান
বুদ্ধকে নিম্নলিখিত কারণে অর্হৎ বলা হয় । (১) বুদ্ধ ক্রেশ অরি, হতে দূরে স্থিত । (২)
মার্গ জ্ঞান দ্বারা সমস্ত অরিকে হনন করেছেন (৩) সংসার চক্রের অর সমূহ ছেদন
করেছেন ও প্রত্যয়র্হ বা গোপনেও কোন পাপ করেন না বলে অর্হৎ । অর্হৎগণ “স্বীনা
জাতি বাসিতং ব্রহ্মচরিয়ং কতং করণীয়ং নাপরং ইথস্তায় “অর্থাৎ জন্ম ক্ষীণ করেছেন,
বিশুদ্ধ জীবনচর্যা করেন, করণীয় কর্ম সম্পাদন করেন এবং এই জন্মের পর আর পুনর্জন্ম
নাই ।

৫ । অনাগামী-(অন্+আগমিন্) অনাগামী অর্থ যিনি আর (সংসারে) আগমন করবেন না ।
কামরাগ ও প্রতিঘ সংযোজন সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারলে অনাগামী স্তরে উপনীত
হওয়া যায় । অনাগামীকে আর মনুষ্য লোকে বা দেবলোকে কোথায়ও পুনর্বীর জন্ম গ্রহণ
করতে হয় না । দেহ ত্যাগের পর তিনি শুদ্ধাবাস দেবলোকে অবস্থান করেন এবং
সেখানেই নির্বাণ লাভ করেন ।

৬ । স্কৃতাগামী-একবার মাত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন । প্রতিঘ সংযোজন আংশিক
জয় করতে পারল স্কৃতাগামী স্তরে উপনীত হওয়া যায় । যদি তিনি এই জন্মে অর্হৎ
হতে না পারেন, তাহলে অনধিক মাত্র একবার জন্মগ্রহণ করলেই অর্হৎ হবেন ।

৭ । স্রোতাপত্তি-নির্বাণের স্রোতে পতিত হওয়া । সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা এবং শীলব্রত
পরামর্শ-এই তিনবন্ধন ছিন্ণ করতে পারলে নির্বাণের স্রোতে পতিত হওয়া যায় । এই

স্রোতে পতিত হলে এই জন্নো অর্হৎ হতে না পারলে সাতজন্নোর মধ্যে অর্হৎ হয়ে নির্বাণ
সাক্ষাৎ করবেন ।

৮ । প্রতিবেধ-প্রতি+বেধ-অর্থ ধর্মসমূহে লোকোত্তর জ্ঞান । চার আর্ষ মার্গ, চার আর্ষ
মার্গফলও নির্বাণ ধর্মকে প্রতিবেধ ধর্ম বলা হয় ।

৯ । পরিয়ত্তি-ত্রিপিটকের নবান্ন ধর্ম শিক্ষাকে পরিয়ত্তি বলা হয় । তের প্রকার ধূতান্ন,
চৌদ্দ প্রকার খন্ডকব্রত, অশীতি প্রকার মহাব্রত, শীল, সমাধি ও বিদর্শন প্রভৃতি
আচরণের বিধানবলীকে প্রতিপত্তি ধর্ম বলে ।

১০ । যমক প্রাতিহার্য-যমক অর্থ দুই, প্রাতিহার্য-ঋদ্ধি । যমক প্রাতিহার্য অর্থাৎ একই
সঙ্গে দুই প্রতিচ্ছবি প্রবর্তন করা । কথিত আছে-বুদ্ধ অন্য তীর্থিয়দের সন্দেহ দূরীকরণের
জন্য শ্রাবস্তীতে যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেছেন । দুই বিপরীত দৃশ্যকে এক সঙ্গে
প্রদর্শন করা । যেমন-একই স্রোতে অগ্নি ও জল বাহির হওয়া ।

১১ । বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধ হতে বরপ্রাপ্ত সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশী ব্যক্তি-যাদের বুদ্ধ
হওয়ার নিশ্চিত বিষয়গুলি নির্ধারিত হয়েছে । কিন্তু শ্রদ্ধা, বীর্য ও প্রজ্ঞাকে প্রধান করে
চার, আট ও ষোল অসংখ্যে কাল সহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয় ।

১২ । পারমী-পারমী শব্দের অর্থ বিভিন্নভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় । পারং+ই=পারমী ।
পারং-পরে, অপর তীরে, দূরে, সাগর তীরে । $\sqrt{ই}$ ধাতু অর্থ-গমন । পারমী অর্থাৎ
পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত । বাংলা পরম অর্থ পরিপূর্ণ । শ্রেষ্ঠ, সর্বাঙ্গীত, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি । পারমী
অর্থ পরিপূর্ণতার ভাব, বোধিসত্ত্ব হতে সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার পূর্ণতা প্রাপ্ত । পারমী সাধারণ
অর্থে দশ প্রকার । যথা (১) দান, (২) শীল (৩) নৈষ্কম্য (৪) প্রজ্ঞা (৫) বীর্য (৬) ক্ষান্তি
(৭) সত্য (৮) অধিষ্ঠান (৯) মৈত্র ও (১০) উপেক্ষা । এই পারমী সাধারানার্থে উপ অর্থে
এবং পরমার্থ ত্রিশ প্রকার ।

১৩ । ভূষিত স্বর্গ-দেবলোকের চতুর্থ ভূমি । এখানকার সত্ত্বগণের আয়ু ৫৭ কোটি ৬০
লক্ষ বৎসর । সত্ত্বাধিত নামক দেবপুত্র এই দেবলোকের অধিপতি । বোধিসত্ত্বগণ এবং
তাদের মাতাপিতা প্রভৃতি মহাপুণ্যবানগণ এই দেবভূমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকেন । এখানে
দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক পৃথগ্জন ও কোন কোন স্রোতাপত্তি ও সঙ্কদাগামী ব্যক্তিগণ উৎপন্ন
হয়ে থাকেন ।

১৪ । পঞ্চাঙ্গ-আমাদের শরীরের দুই বাহু ও দুই জানু এবং মস্তক অবনত করে যে প্রণাম
বা বন্দনা করা হয় । উহা পঞ্চাঙ্গ বন্দনা বলা হয় ।

১৫। কোলাহল-দেবগণের হর্ষাবিষাদ ধ্বনি। দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে কোন পরম হর্ষের বা বিষাদের সময় উপস্থিত হওয়ার কারণ দেবগণ জানতে পারেন। তারা এই সময়ে আগে উক্ত ঘটনা দশ সহস্র চক্রবালে ঘোষণা করে থাকে। এই ঘোষণাকে কোলাহল বলা হয়। কোলাহল পাঁচ প্রকার। যথা-(১) কল্প কোলাহল শত সহস্র পরে এই জগতের প্রলয় হবে বলে যে কোলাহল, তাকে কল্প কোলাহল বলে। (২) চক্রবর্তী রাজা কোলাহল-শত বৎসর পর জগতে চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হলে যে কোলাহল, তাকে চক্রবর্তী রাজা কোলাহল বলে, (৩) বুদ্ধ কোলাহল-সহস্র বৎসর পর জগতে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হবে কোলাহল, (৪) মঙ্গল কোলাহল-বার বৎসর পর সম্যক সম্বুদ্ধ মঙ্গল ব্যাখ্যা করবেন বলে কোলাহল, (৫) মৌনব্রত কোলাহল-সাত বৎসর পর জৈনৈক ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের নিকট সাক্ষাৎ করে মৌনব্রত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন বলে কোলাহল।

১৬। শ্রামণের-মুন্ডিত মস্তক কাষায় বস্ত্রধারী দশ শিক্ষা পদ অনুশীলনকারী প্রব্রজিতকে শ্রামণের বলা হয়। অন্যান্য সাত বৎসর বয়স্ক ছেলেকে প্রব্রজ্যা বা দশ শীলে দীক্ষা দেয়া যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত তাকে উপসম্পদা দেওয়া না হয়, ততদিন তিনি 'শ্রামণের' নামেই অভিহিত থাকবেন।

১৭। তাবতিংস স্বর্গ-ছয়টি দেবলোকের দ্বিতীয়টি হচ্ছে তারতিংস, স্বর্গদেবরাজ ইন্দ্র এই স্বর্গের অধিপতি। মনুষ্যগণনায় এখানকার দেবতাদের আয়ু তিন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর। দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক পৃথকজন ও কোন কোন স্রোতাপন্ন ও সঙ্কতাগামী এই দেবলোকে উৎপত্তি হয়ে থাকেন।

১৮। চূড়ামণি চৈত্য-বোধিসত্ত্ব গৌতম অভিনিষ্কমন করে অনোমানদী তীরে নিজের অসি দ্বারা তাঁর মাথার চুলকর্তন করে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেন। তাবতিংস দেবলোকের দেবরাজ ইন্দ্র এই চুল সংগ্রহ করে ত্রিযোজন উচ্চ মনিময় চৈত্য নির্মাণ করে উহাতে নিধান করেন। এই চৈত্যের নাম চূড়ামণি চৈত্য। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁর দক্ষিণ দাঁত এবং দক্ষিণ অক্ষ ধাতু সেই চৈত্যে নিধান করা হয়।

১৯। আনন্তরিক কর্ম-ইহা (৫) পাঁচ প্রকার। যথা-মাতৃ হত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধের শরীর হতে রক্তপাত ঘটানো এবং সঙ্ঘভেদ। এই সব কর্মের যে কোন কেহ যদি করে থাকে, সে এই জন্মে ক্ষীণাস্রব হয়ে মুক্ত হতে পারবে না।

২০। লোকান্তরিক নরক-তিন চক্রবাল পর্বতের মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকৃতি ৬৮ হাজার যোজন বিস্তৃত নরককে লোকান্তরিক নরক বলে। এই নরক ঘন অন্ধকারে আবৃত। নিম্ন

দেশ তীব্র ক্ষার জলে পূর্ণ। এই নরকে উপর আচ্ছাদনহীন এবং তলদেশ বর্জিত। সুতরাং ইহার উপরে আকাশ এবং নিম্নে পৃথিবীর সন্ধারক শীতলতর তীব্র ক্ষারজল। এই নরকে সূর্যালোক না থাকাতে নারকীয় প্রাণীদের চক্ষু নাই। তাদের হাতে পায়ে সুতীক্ষ্ণ নখ আছে। এই নখ দিয়ে প্রাণী সকল চক্রবাল পৃষ্ঠে বাদুরের ন্যায় অবস্থান করে। নখ দিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে। যারা আনন্তরিক কর্ম করে, তারা এই নরকভোগী হয়ে থাকে।

২১। অসংজ্ঞ ভূমি-১৬টি রূপ ব্রহ্মলোকের অসংজ্ঞ ১১তম ভূমি। বেহপ্ফল এবং অসংজ্ঞ-এই দুই ব্রহ্ম লোক চতুর্থ ধ্যান ভূমি নামে অভিহিত। যারা চতুর্থ ধ্যানে সংজ্ঞা বিরাগ ভাবনা করেন, তারা অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবেন। এই ভূমি ব্রহ্মলোকবাসীদের পাঁচশত কল্প।

২২। অরূপ ব্রহ্মলোক-অরূপ ব্রহ্মলোকচারটা। যথা-(১) আকাশানন্তায়তন (২) বিজ্ঞানান্তায়তন (৩) আক্ষিকঞ্চনায়তন (৪) নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন অরূপ ব্রহ্মলোক। অরূপ ধ্যানীগণ এইসব ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। তাদের কর্মক্ষয়ে ও পূণ্য হয়ে আবার পূর্নজন্ম গ্রহণ করতে হবে।

২৩। চক্রবাল-বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত সুমেরু পর্বতকে কেন্দ্র সপ্তপর্বত ও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টিত ১২ শত হাজার যোজন দৈর্ঘ্য এবং ৩৪ শত ৫০ যোজন প্রস্থ এলাকাকে এক চক্রবাল বলা হয়। সুমেরু পর্বতের শিখরে যাম স্বর্গ অবস্থিত। সুমেরু পর্বক হতে পৃথিবী পর্যন্ত তাবতিংস ও চতুর্মহারাজিক স্বর্গ, অসুরভূমি সুমেরু পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এইরূপ অসংখ্য চক্রবাল আছে। বুদ্ধের আক্রাভূমি দশ সহস্র চক্রবাল, বুদ্ধের আদেশ ভূমি লক্ষ কোটি চক্রবাল এবং বুদ্ধের বিষয়ভূমি অপরিমিত চক্রবাল (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড)

২৪। কল্পতরু-জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পস্থায়ী স্বয়ং জাত সত্ত্বদের প্রার্থিত বিষয় প্রদানকারী কতগুলি বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। জম্বুদ্বীপে জম্বুতরু, অসুরদের চিন্তা পাটলী, গরুড়দের সিংহলী, পূর্বাবিদেহে শিরীষ, অপর গোপনে কদম্ব এবং তারতিংস লোকে পারিজাত বৃক্ষ। এই উত্তর কুরুতর বৃক্ষের নাম কল্পতরু।

২৫। পঞ্চবিলোকন-ভূষিত পুরীতে বোধিসত্ত্বের জগতে আবির্ভাব হওয়ার সময় হলে তিনি পঞ্চ বিলোকন করেন। যথা-(১) সময় (২) মহাদেশ (৩) জনপদ (৪) পরিবার বা গোত্র (৫) মাতার আয়ুষ্কাল (বিস্তারিত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

২৬। চারনিমিত্ত-বোধিসত্ত্বগণ (১) জরা গ্রস্ত লোক (২) ব্যাধিগ্রস্ত লোক (৩) মৃতদেহ এবং (৪) প্রব্রজিত সন্ন্যাসী প্রভৃতি চার নিমিত্ত দেখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করেন।

২৭। ত্রিবিদ্যা-পূর্ব নিবাস অনুস্মৃতি, পরচিন্তা বিভাজন ও আস্রবক্ষয় জ্ঞান-এই তিন বিষয়কে ত্রিবিদ্যা বলা হয়। অর্হৎ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হন।

২৮। বুদ্ধকৃত্য-বুদ্ধগণ মহাকরুণাবশে জগতে অবস্থান করে দিনের কর্তব্য শেষ করেন। ভোরে কোন সত্ত্বের প্রতি ধর্মদানে ধর্মচক্ষু উৎপাদন দেখা, প্রাতঃকালীন কৃত্য, পিভাচারণ, দিবা ধ্যান সমাধি ও ধর্মালোচনা, রাত্রির প্রথম যামে ধ্যান, দ্বিতীয় শয্যা গ্রহণ এবং শেষ যামে দেবতাদের সাথে কথোপকথন।

২৯। অনুব্যঞ্জন-বোধিসত্ত্বদের দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পরিপূর্ণ করার কারণে তাঁরা ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ এবং অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন লক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ পুস্তকে বর্ণিত আছে। অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন লক্ষণগুলি এখানে উল্লেখিত হচ্ছে।

- ১। উন্নত নখ (তুঙ্গ নখা)
- ২। তাম্রবর্ণ নখ (তম্ব্র নখা)
- ৩। স্নিগ্ধ নখ (সিনিগ্ধ নখা)
- ৪। সুগঠিত আঙ্গুল (বট্ঠাঙ্গুলি)
- ৫। চিত্রাঙ্গুল (চিত্তাঙ্গুলি)
- ৬। অনুপূর্ব আঙ্গুল (অনুপূর্বাঙ্গুলি)
- ৭। নির্ধ্বংস শিরা (নিগ্গন্তু সিরী)
- ৮। গুপ্ত শিরা (গুঢ় সিরী)
- ৯। নিগুঢ় গুল্ফ (গুঢ় গুল্ফা)
- ১০। সবলগ্রস্থি (ঘণ সন্ধি)
- ১১। সম ও সমান পদ (অবিসম সমপাদা)
- ১২। পরিপূর্ণ পুরুষ লক্ষণ (পরিপূর্ণা ব্যঞ্জনহ)
- ১৩। সমরশিা সম্প্রসারণ (সমন্ত পভা)
- ১৪। মৃদুগাত্র (মদু গত্তো)
- ১৫। সুন্দর গাত্র (বিসদ গত্তো)
- ১৬। অলীন গাত্র (অদীন গত্তো)

- ১৭। অনুসন্ধিগাত্র (অনুসন্ধি গন্তো)
- ১৮। সুসংহত গাত্র (সুসম্হ গন্তো)
- ১৯। সুবিভক্ত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (সুবি ভত্তাঙ্গ প্রত্তাঙ্গো)
- ২০। নিখিল অবিকৃত শরীর (নিখিলা দুস্ট সরীরা)
- ২১। অতি সৌম্য গাত্র (ব্যপগততিলকালক গন্তো)
- ২২। তুলাসদৃশ পদতল (তুল মদু পণয়হ)
- ২৩। গভীর হস্তরেখা (গভীর পাণি লেখা)
- ২৪। অভঙ্গ হস্তরেখা (অভগণ পাণি লেখা)
- ২৫। অচ্ছিন্ন হস্তরেখা (অচ্ছিন্ন পাণি লেখা)
- ২৬। অনুপূর্ব হস্তরেখা (অনুপূৰ্বা পাণি লেখা)
- ২৭। বিদ্বোষ্ঠ (বিদ্বোষ্ঠা)
- ২৮। সুবাসিত উচ্চারণ (নাভায়তননবচনা)
- ২৯। মৃদু, সরু লোহিত জিহ্বা (মদু তনু করন্ত জিব্হা)
- ৩০। গজেন্দ্রের সহিত অনুকরণীয় স্বর (গজগরজিতস্তনিত স্‌সরা)
- ৩১। সু-উচ্চারিত স্বর (সুস্‌সরবর গিরা)
- ৩২। মঞ্জুঘোষ (মঞ্জু ঘোসা)
- ৩৩। গজেন্দ্র গতি (নাগবিক্রান্ত গামী)
- ৩৪। বৃষ গতি (রসভবিক্রান্ত গামী)
- ৩৫। হংসরাজ গতি (হংসরিক্রান্তগামী)
- ৩৬। সিংহরাজগতি (সীহবিক্রান্তগামী)
- ৩৭। দক্ষিণাবর্ত গতি (অভিদক্‌খিন গামী)
- ৩৮। সমক্ষীতউদসদ (উদসদসমা)
- ৩৯। সমন্ত প্রাসাদক (সমন্ত পাসদিকা)
- ৪০। পবিত্র আচার ব্যবহার (সুচি সমাচারা)
- ৪১। পরম পবিত্র বিশুদ্ধ লোম (পরম সুচি বিসুদ্ধ লোমা)
- ৪২। পরিমন্ডলাকার সমোজ্জল রশ্মি (বিতি মিরসমন্তপ্পভা)
- ৪৩। ঋজুগাত্র (উজু গন্তো)
- ৪৪। মৃদু গাত্র (মদু গন্তো)
- ৪৫। অনুপূর্ব গাত্র (অনুপূৰ্ব গন্তো)
- ৪৬। ধনু উদর (চাপোদরা)
- ৪৭। সুচারু রূপে বৃহতাকার গোল ভুঁড়ি (চারুখাভগনোদরা)

- ৪৮। গম্ভীর নাভী (গম্ভীর নাভী)
 ৪৯। অভঙ্গ নাটী (অভগণ নাভী)
 ৫০। অচ্ছিন্ন নাভী (অচ্ছিন্ননাভী)
 ৫১। দক্ষিণাবর্ত নাভী (অভিদ ক্খিনাবত্ত নাভী)
 ৫২। পরিণত জানুমডল (পরিণত জানু মডলা)
 ৫৩। সুগঠিত দন্ত (বট্টি দাঠা)
 ৫৪। তীক্ষ্ণদন্ত (তীণ্হ দাঠা)
 ৫৫। অভগ দন্ত (অভগন দাঠা)
 ৫৬। অচ্ছিন্ন দন্ত (অচ্ছিন্ন দাঠা)
 ৫৭। সমদন্ত (অবিংসমদাঠা)
 ৫৮। উন্নতনাক (তুঙ্গ নাসা)
 ৫৯। অনতি-আয়তন নাক (নাত্তায়তন নাসা)
 ৬০। ভ্রমরকানো নয়ন (অসিত নয়না)
 ৬১। নীলশ্বেতকমল সদৃশ নয়নদ্বয় (অসিত সিত কমল দস্‌স—নয়না)
 ৬২। কালক্র (অসিত ভম)
 ৬৩। স্নিগ্ধ ক্র (সিনিগ্ধলোম ভম)
 ৬৪। আয়তরুচির কর্ণ (অপরীত্ত কল্লা)
 ৬৫। সমরূপ কর্ণ (অবিসম কল্লা)
 ৬৬। ক্রটিমুক্ত কর্ণ (ব্যপগতকল্লা দোসা)
 ৬৭। অবিচলিত অবিকৃত সংযত ইন্দ্রিয় (অনুপহতা অনুপক্লিট্ঠ সন্তিন্দ্রিয়া)
 ৬৮। উত্তম সমানুপাতিক ললাট (উত্তমসেট্ঠ সংমিতমুখল লাটা)
 ৬৯। কালকেশরাশি (অসিত কেসা)
 ৭০। সমকেশ (সহিত কেসা)
 ৭১। উজ্জ্বল কেশ (চিত্তকেসা)
 ৭২। জটাবিহীন কেশ (বিস্বত্ত কেসা)
 ৭৩। অভঙ্গ কেশ (অভগন কেসা)
 ৭৪। অচ্ছিন্ন কেশ (অচ্ছিন্ন কেসা)
 ৭৫। কোমল কেশ (অপরুস কেসা)
 ৭৬। স্নিগ্ধ কেশ (সিনিগ্ধ কেসা)
 ৭৭। সুরভিত কেশ (সুরভি কেসা)
 ৭৮। অগ্রকৃষ্ণিত কেশ (বল্লিতাগ্গকেসা)

৭৯। সুগঠিত মস্তক (সুসিরসো)

৮০। স্বতিক, নন্দ্যাবর্ত মুক্তিক, লক্ষণযুক্ত কেশ (স্বস্তিক নন্দ্যাবত্ত—মুক্তিক
স্বেসট্ঠ সন্নিবাসাকেসা)

৩০। সংবর্ত কল্প-মহাকল্পের এক চতুর্থাংশ। সৃষ্টির আরম্ভ হতে সম্পূর্ণ সৃষ্টি হওয়ার
সময়কে সংবর্ত বলে। সংবর্তের বিপরীত বিবর্ত। সৃষ্টির ধ্বংসের সময়।

৩১। ষড়রশ্মি-বুদ্ধের শরীর হতে নির্গত ছয় রশ্মি। যথা-নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত,
হলুদ ও মিশ্রিত রশ্মি। বিভিন্ন বুদ্ধের ষড়রশ্মির বিস্তার বিভিন্ন প্রকার। গৌতম
বুদ্ধের ষড়রশ্মি ব্যাম প্রমাণ।

৩২। জম্বুদ্বীপ-বৌদ্ধ সাহিত্যে পৃথিবীকে চার মহাদ্বীপে ভাগ করা হয়েছে। যথা-(১)
উত্তরে উত্তর কুরু (২) পূর্বে পূর্ব বিদেহ (৩) দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ ও (৪) পশ্চিমে
অপর গোয়ান। জম্বুদ্বীপ দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১০২ হাজার যোজন বিস্তৃত এবং আকৃতি
গোশটকের মত। এই মহাদ্বীপে জম্বু বৃক্ষ আছে বলে জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত করা
হয়েছে।

৩৩। কুরু রাজ্য-পৃথিবীর উত্তরে অবস্থিত মহাদ্বীপের নাম উত্তর কুরু। উহা ৮ হাজার
যোজন বিস্তৃত এবং ইহা পীঠাকৃতি। এখানে কল্পবৃক্ষ অবস্থিত। কল্পবৃক্ষ হতে
ইচ্ছানুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি পাওয়া যায়।

৩৪। ত্রিচীবর-বৌদ্ধ ভিক্ষুকের ব্যবহার্য তিনটা কাপড়। যথা (১) সজ্জাটি (২)
উত্তরাসঙ্গ ও (৩) অন্তর্বাস।

৩৫। পচেকবুদ্ধ-সম্যক সম্বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে একমাত্র পাচ্চক বুদ্ধ নিজের প্রচেষ্টায়
চতুর্বার্য সত্য জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণা ক্ষয় সাধন করতে পারেন। পচেক বুদ্ধ হওয়ার
জন্য দুই অসংখ্যে কাল সহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয়। তাঁরা
চতুর্বার্য সত্য নিজে বুঝতে সক্ষম। কিন্তু অপরের নিকট দেশনা করতে সমর্থ
নহেন। পচেক বুদ্ধগণ গন্ধমাদন পর্বতে “মঞ্জু সক” বৃক্ষমূলে “অজ্জোপোসথো”
বলে উপোসথ কর্ম করে থাকেন। খড়্গ বিষান সুত্ত সুত্তনিপাত।

৩৬। অষ্টপরিকার-বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিত্য ব্যবহার্য বস্তু। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংসার ত্যাগ
পর আট প্রকার ব্যবহার্য বস্তু সঙ্গে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই প্রকার বস্তু,
(১) সজ্জাটি (২) উত্তরাসঙ্গ (৩) অন্তর্বাস (৪) ভিক্ষাপাত্র (৫) ক্ষুর (৬)
সুইচসূতা (৭) জল ছাঁকুনী ও (৮) কটিবন্ধনী। এই অষ্ট পরিকার দানের ফলে

বুদ্ধের সময় ভিক্ষু হলে “এস ভিক্ষু” বলা সাথে সাথে ভিক্ষু অষ্ট পরিকার প্রাপ্ত হন।

- ৩৭। অভিসময়-বুদ্ধগণ প্রথম ধর্মচক্র সুত্ত প্রবর্তন করেন। সেই সময়ে অসংখ্য মত্তগণ ধর্মচক্র উৎপাদন করতে পারেন। এই সময় অভিসময় নামে অভিহিত।
- ৩৮। সন্নিপাদ-সন্নিপাদ অর্থ ধর্ম সম্মেলন। প্রত্যেক বুদ্ধের সময় সন্নিপাদ হয় থাকে। বিনা আমন্ত্রণে বুদ্ধ ধর্মালোচনায় সমবেত অর্হৎ নিয়ে সে ধর্ম সম্মেলন হয়ে থাকে তাকে সন্নিপাদ বলা হয়।
- ৩৯। প্রাতিমোক্ষ-প্রাতিমোক্ষ অর্থ কুশলকর্মের আদি মুখ অর্থাৎ কুশল সম্পাদনের প্রাথমিক বিনয়বিধান। বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধ নির্দেশিত শীল সমূহকে প্রাতিমোক্ষ শীল বলে। ভিক্ষুদের জন্য ২২৭ টা এবং ভিক্ষুণীদের ৩৩৪টা প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল আছে।
- ৪০। ষড়্ভাজ্জ-সে ভিক্ষু ছয় প্রকার উর্ধ্ব ভাগীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী তাকে ষড়্ভাজ্জ বলা হয়। ষড়্ভাজ্জ হচ্ছে-ঋদ্ধিবিধা, দিব্যাশ্রোত্র, দিব্য চক্ষু, পরচিন্তাবিজ্ঞান, পূর্বানিবাসানুস্মৃতি ও আসব ক্ষয় জ্ঞান।
- ৪১। প্রবারণা-প্রবারণা অর্থ বরণকরা, অভীষ্ট দান, কাম্য দান, নিবারণ, মানা, নিষেধ। বিনয় বিধানে প্রবারণা অর্থ ক্রটি নৈতিক স্বলন নির্দেশ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। বুদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশ দিয়েছেন সে বর্ষাবাসী ভিক্ষুগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা ক্রটি বিষয়ে প্রবারণা করতে হবে। ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পরের অপরাধ হতে নিষ্কৃতির উপায় হচ্ছে প্রবারণা।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. The Birth Stories of the ten Bodhisattas and the Dasabodhi sattupattikatha.

by H. Saddhatissa

Pali Text Society-1975

2. The Clarifier of the Sweet Meaning (Madhuratthavilasini) by I B. Horner

Pali Text Society 1978

3. The Coming Buddha-Ariya Metteyya.

by. Sayagyi U Chin Tin

Buddhist Publication Society

Srilanka, 1992

4. Dictionary of Pali Proper Names by G. P. Malala
Sekasa.

Oriental Reprint 1983.

5. The Expositor (Atthasalini by) Pe maung Tin
Pali Text Society 1976

6. The Minor Anthologies of the Pali Canon
(Buddhavamsa and Cariyapitaka) by I. B. Horner.

Pali Text Society 1975

7. Pali-English Dictionary by

T. W. Rhys Davids'

William Stede

Pali Text Society 1979

8. The path of Purity (Visuddhimagga)

by Pe. Maung Tin

Pali Text Society 1975

9. The sheaf of garlands of the Epochs of the Congueror
(jīnakalamali pakarana) by N. A. Jaya Wickram 1978.

১০. দশ পারমী ও চরিয়া পিটক (সানুবাদ)

ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া ১৯৮৮

১১। দীর্ঘনিকায়-২য় ও ৩য় খন্ড-ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি কলকাতা ১৯৫৪

১২। শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির-ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া ১৯৯৩

১৩। সার সংগ্রহ-শ্রীমৎ ধর্ম তিলক স্থবির রেসুন, বৌদ্ধমিশন প্রেস ১৯৩২।

১৪। মিলিন্দ প্রশ্ন-পন্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কলকাতা ১৯৭৭

১৫। মহাপরিনিব্বান সুত্তং-শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির ১৯৪১



**নিম্নলিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা সহিত
১২ যোগ করিতে হবে ।**

শব্দসূচী		কটিবন্ধনী	৫২
শব্দ	পৃষ্ঠা	কপিথবৃক্ষ	৩৫
অগ্গংগ্গ সুত্ত	৫২	কল্প	৪, ৫, ৯, ১২, ২০, ৫০
অঙ্গুর নিকায়	৩	কল্পতরু	২৩
অথসালিনী	২	কায়সংকল্প	৪, ৫
অধিগম	৩	কায়বাকসংকল্প	৪
অনাগামী	৩	কুষ্ঠ রোগ	১৫
অনুব্যঞ্জন	২০, ২২, ৪৬	কেশধাতু	১৪
অন্তরকল্প	৫০	কোলাহল	৬, ১৭, ২১, ৫২
অন্তর্ধান	৭৪	ক্ষুর	৫২
অন্তবাস	৫২	খড়গাবিষানসুত্ত	৫২
অপর গোয়ান	৫১	চক্রবাল	৩, ১৭, ৫১
অভব্য অবস্থা	১৫	চক্রবর্তী সীহনাদমুড	৬, ৭, ২১, ২৯
অভিধর্ম	২	চতুর্থতায়	১২, ২০
অভিধর্মথ বিভাবনী	৪২	চতুরার্য সত্য	২, ৫১
অভিসময়	২০	চাঁদোয়া	১০
অশোকাবদান	১৫	চারনিমত্ত	২৬, ৫১
অষ্টপরিষ্কার	২৭, ২৮	চতুর্পদী গাথা	৩৭
অষ্টসম্পত্তি	৪	চুল্লবংশ	১১
অশন বৃক্ষ	৩৫	ছন্দক প্রাসাদ	২৩
অশ্বথ বৃক্ষ	৩৫	জাতক	২০
অশ্বযান	৩৪	জলছাকনী	৫২
অসংখ্যেকল্প	৫০	তয়া চরিয়া	১৭
আকাশানন্তায়তন	৪৯	তপস্শ্চর্যা	২১, ৩৩
আকিঞ্চনায়তন	৪৯	ত্রিবিদ্যা	১৯, ২৮, ২৩, ৫০
আনন্তরিক ধর্ম	১৫	থেরগাথা	৩
আনাপান স্মৃতি	১৯	দক্ষিণা বিভঙ্গসূত্র	৯
আমলক বৃক্ষ	৩৫	দেহ রশ্মি	৩৩
আয়ুষ্কা	৩, ১৮, ২০, ২২, ৩৩, ৩৫	দ্রোণী	১৪
উত্তরাসঙ্গ	৫২	ধর্মসঙ্গনী	২
উদম্বরবৃক্ষ	৩৫	ধর্মতা	১১, ৩০
উদঘাটিতত্ত্ব	৩৮	ধর্ম চক্র প্রবর্তন	১৯, ২০, ২৯
উপসম্পদা	৮	ধৃতঙ্গ	৫০
উববিগ্গ মানস	৩৬	ন্দ	৫
উষ্ণীষধাতু	১১	নাগেশ্বর বৃক্ষ	২৮, ৩৫
ঋদ্ধি	৩, ৭, ১২	নীপ বৃক্ষ	৩৫
এহিতিকথু	২৮	নেয় বা নীয়মান	৩৮
ককুধবৃক্ষ	৩৬	ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ	৩৫
		নৈবসংত্তা-না-সংত্তায়তন	৪৯

পঞ্চ বিলোকন	১৮, ৫০	মহা পরিচাণা	১৭
পঞ্চাঙ্গ	৫, ৭	মহা শোনবৃক্ষ	৩৫
পদপরম	৩৮	মহাসপিত্ত নিদান	১৪
পাটলী বৃক্ষ	৩৫	মাংসরস	২০, ৩১
পাণ্ডুলচীরর	১৫	রসবাহিনী	১১
পারমী	৪, ১০, ১৭, ২৩, ৪২	রথযান	৩৫
পালকিয়ান	৩৫	লজ্জ	৩
পুগ্গল পঞঞতি	৩৮	লিঙ্গ (স্ত্রী পুরুষচিহ্ন)	১৫
পুন্ডরীক বৃক্ষ	৩৫	লোক দীপক সার	৪২
পরিয়ন্তি	৩	লোকপ্লতি	৪২
প্রতিপত্তি	৩	শালবৃক্ষ	৩৪
প্রতিবেধ	৩	শিরীষবৃক্ষ	৩৪
প্রবারণা	২৯	শীলবিশুদ্ধ	৩
প্রাতিমোক্ষ	৩, ১৯	শীলব্রত পরামর্শ	৫১
প্রাতিহার্য (যমক)	৩, ১৯	শূন্য কল্প	৫০
বর্দ্ধমান প্রাসাদ	২৬	শ্রীবদ্ধ প্রাসাদ	২৬
বরকল্প	৪৪	ষড়শি	৭, ২২
বহুশ্রুতি	৪০	ষড়াভিজ্ঞ	২৯
বিশুদ্ধিমার্গ	৪২	সংগীতি	৩
বিজ্ঞানান্তায়তন	৪৯	সংবর্ত	২১
বিবর্ত কল্প	৪৪	সকৃতাগামী	৩
বিশ্বধর্ম	২৩	সঙ্ঘভেদ	৪৭
বিপক্ষিতত্ত্ব	৩৮	সংঘাটি	৫২
বুদ্ধ কৃত্য	২০, ৩০	সত্যক্রিয়া	৫২
বেলুবৃক্ষ	৩৫	সন্নিপাদ	২৮
বৈসাদৃশ্য	৩৩	সমস্তভদ্রিকা	৯
বোধিপক্ষীয়ধর্ম	৩৮	সললবৃক্ষ	৩৪
ভদ্রকল্প	১, ৫২	সারকল্প	৫, ৪৪
ভিক্ষুনীসঙ্ঘ	২, ৩	সারমন্ডকল্প	৪৪
মনোসংকল্প	৪	সিদ্ধার্থ প্রাসাদ	২৬
মন্ডকল্প	৫১	সূচ সূতা	৫২
মহাকল্প	৪৯	স্রোতাবর্তী	৩
মহাপনাদ	২৩	হস্তীযান	৩৪

নাম ও স্থানসূচী

নাম ও স্থান	পৃষ্ঠা	গৌতমী	৮, ৯, ১০
অজাত শত্রু	৮, ১৪, ১৫, ৩৮	চংকী	৩৬
অজিত	৮, ৯, ১০, ২৪	চন্দ্রমুখী	২৬
অতিদেব	৫	চাঁদোয়া	১০
অর্থদর্শী	৩৩	চতুর্মহারজিক বেলোক	১৭, ২৩
অনুলাদেবী	১১	চুড়ামনি	১১, ১২
অনুরাধাপুর	১৩	চুল্লগল্ল	১১, ১২, ১৩
অনোমদর্শী	৩৩	ছত্তমানবক	৩৮
অবীচী	১৭	ছন্দক	৩৮
অভিভূ	৩৪	জঙ্কুরা নদী	১১
অরুণব্রহ্মলোক	১৭	জঙ্ঘীপ	১৮, ২৩, ২৪, ২৭
অশোক	৩০	জঙ্ঘবৃক্ষ	৪৯
অসংজ্ঞ	১৭	জাতিমিত্র	২০
আনন্দ	২, ৯, ১০, ১৫	তষপল্লিধীপ	১১
আভাস্বর	৪৪	তাবতিংস (ত্রয়ক্রিংশ)	৭, ১১, ১২, ১৯, ২৩, ৩০
ইন্দ্রপ্রস্থ	৬	তিম্য	৩৩
ইসিদত্ত	২৮	তুষিত স্বর্ণ	৫, ১০, ১৩, ১৭, ২১
উপালি	৪২	তৃষ্ণাকর	৩৩
উপালি ভিক্ষু	৪৪	তোদেয়া	৩৪
ঋষি পতন মৃগদাব	১৯, ২৮	থ্যাইল্যান্ড	৫
ককুসন্ধ	১, ২, ২৭	দুপ্পল (১)	১৩
কদম্ববৃক্ষ	৩৫	দীর্ঘশোনি	৩৪
কপিলাবন্তু	৮, ৯	দীপঙ্কর	৩৩
কশ্যপ বৃদ্ধ	১, ২, ২৭	দুটঠ গামিনী	১১, ১৩
কশ্যপ রাজা	১৩	ধর্ম দর্শী	২৭, ৩৩
কাকবল্লতিষ্য	১১	ধর্মপাল	৩
কাঞ্চন দেবী	৮	ধাতুসেন	১৩
কালকঞ্জ	১৭	নাগবন	৩৪
কীর্তিপ্রী রাজসিংহ	১৩	নারদ	৩৪
কুকুটপাদ	১৪	নালগিরি	৩৪
কেতুমতী	১৩, ২৩, ২৪, ২৮	নারম্মাল	১৮
কোণাগমন	১, ২, ২৭	নিগ্রোধারাম	৮
কৌন্ডন্য	৩৩	পঞ্চশিখ	২৭
ক্ষুৎপিপাসিক প্রেতলোক	১৫	পদুম	৩৪
খৃষ্ণকুন্ডরা	৩৮	পদুমা	৩০
গন্ধমাদন	২৯		
গৌতম	১, ২, ৫, ১০, ৩৭, ৩৩		

পদুমুত্তর	২৭, ৩৩
পত্তরপর্বত	৫
পরাক্রমবাহু (১)	১৩
পরাক্রমবাহু (২)	১০
পারিজাতবৃক্ষ	২৭
পারিলেয়া	৩৪
পূর্বারাম	৭
পূর্ববিদেহ	৫২
প্রসেনজিৎ	৩৪
ফ্রা রতন পঞ্ঞা	৫, ৪১
ফুস্য	৪, ৩৪
বরাহ পর্বত	১১
বসবন্তী	১৭
বিজয়	২৮
বিপর্সী	৩৩
বিশাখা	৫
বিসাখ	২৮, ৩৪
বিহার দেবী	১১
বুদ্ধগয়া	২৮
বৃদ্ধঘোষ	৯, ৪১
বুদ্ধরাজা	২৮
বেলুবন	৮, ২৭
বেসসভূ	৩৩
বেসসান্তর	১০
বেহুপফল	৪৪
ব্রহ্মদেব বুদ্ধ	৫
ব্রহ্মদেব ভিক্ষু	৩৩
ব্রহ্ম বর্ধন	২৫
ব্রহ্মবর্তী	২৪
ভদ্রজীত্বির	৩৬
ভেক দেবতা	৩৮
মঙ্গল	৩৩
মগধরাজ্য	৫
মহাকশ্যপ	১, ২, ৩, ১৪, ১৫, ৩৮
মহাগঙ্গা	১১
মহাশ্রেষ্ঠীপুত্র	৩৮
মহিন্দ	১১
মহুদ	৫, ১২

মালিয়দেব	১১, ১২, ১৩
মৃগায় মাতা	৫
মেধঙ্কর	৩৩
বশবন্তী	২৮, ৩০
যাম স্বর্ণ	৪৭
রামবুদ্ধ	৩৬
রাজগৃহ	৮
রেবত	৩৩
লেভী ছেয়াদ	৩, ৩৮
লোকান্তরিক	১৭
শক্র	৭, ১৮, ২৭
শঙ্খ	৬, ৭, ১১, ২৩, ২৪, ২৯, ৩০, ৩১
শঙ্খা	৩৩
শরণঙ্কর	৩৩
শিশী	৩৩
শুদ্ধাবাস্	৬, ১৭
শুদ্ধবুদ্ধ	৩৬
শুদ্ধাকীর্ণ	৪০
শোভিত	২৭, ৩৩
শ্যামদেশ	১০, ১১
শ্রদ্ধাতিসস	১১
শ্রাবন্তী	৫, ১৮, ৩৫
শ্রীভণ্ড	৫
শ্রীলংকা	১০, ১২, ২৭
সচচক পরিব্রাজক	৩৮
সদর	২৮
সংঘা	৩৩
সমুষ্টিত	১৭, ২৭
সাংকাশ্য	২৮
সালিন্দিয়া	৫
সালিয়া	১১
সারীপুত্র	৫, ৯, ৩৫
সিংহলী	১১
সিদ্ধার্থ	৩৩
সিরিমত	৬, ৮
সিঙ্ঘলীবৃক্ষ	৩৪
সীল	৩৩

সীহা	৩০
সুজাত	৩৩
সুজাতা	১১
সুদন্ত	২৮
সুধনা	২৮
সুধিক	২৮
সুদীপ্ত	৩৮
সুব্রহ্ম	২৪, ২৬
সুমন	৩৩
সুমনভিক্ষু	৩০
সুমনা	৩০
সুমেধ	৩৩
সুয়াম	১৭, ২৭
সোভিত	২৭, ৩৩



ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, এম, বি, বি, এস; এফ,সি, পি, এস, (সার্জারী) ৭ই মে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার অন্তর্গত রাউজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া রাউজান আর্থ-মৈত্রেয় উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতার নাম নীলিমা বড়ুয়া। ডাঃ বড়ুয়া রাউজান আর্থ-মৈত্রেয় প্রাইমারী ও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করেন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পালিতে কৃষ্ণিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন এবং চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হতে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে এম, বি, বি, এস, পাশ করেন। ঢাকার পোস্ট গ্রেজুয়েট ইনস্টিটিউটে লেখাপড়া করে তিনি ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে “বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এবং সার্জন” এর ফেলো হন। ডাঃ বড়ুয়া শৈশব হতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ আগ্রহী। উল্লেখ্য তিনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃত ও পালি বোর্ড হতে পালিতে আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি একজন শৈল্য চিকিৎসক হয়েও এবং অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা গবেষণা করে যাচ্ছেন। বৌদ্ধদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তিনি নিবেদিত প্রাণ। এই পর্যন্ত তিনি “নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া পরিচিতি”, “চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাস”, “সরণং গচ্ছামি”, “ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার জীবন দর্শন”, “দশ পারমী ও চরিয়া পিটক”, “ধাতুকথা” (সানুবাদ), “দুই হাজার সালে বৌদ্ধধর্ম” “শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন। তাহা ছাড়া তিনি রাউজানে ভিক্ষুসঙ্ঘ আয়োজিত পরিবাস উপলক্ষে প্রকাশিত “পরিবাস” সম্পাদনা ও “সাসন সেবক সঙ্ঘ” নামক সংগঠনের পক্ষে “প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ও খুদকপাঠ” গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ডাঃ বড়ুয়ার প্রায় দশটি মৌলিক, তথ্যভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বিভিন্ন স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে তাঁর থেকে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আরও গবেষণা মূলক লেখা আশা করি।